

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
BUKHARI SHARIF (7TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : JUDHDHAVIJAN (part2-end)

৩৮৮৭ আদম (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খায়বারের যুদ্ধে) নবী (সা) সাফিয়া (রা)-কে (প্রথমত) বন্দী করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবিত (র) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী (সা) তাঁর মোহর কত ধার্য করেছিলেন? আনাস (রা) বললেন : স্বয়ং সাফিয়া (রা)-কেই মোহর ধার্য করেছিলেন এবং তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

২৪৪৪ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) اتَّقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَقْتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْأَخْرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَجُلٌ لَا يَدْعُ لَهُمْ شَاذَةَ وَلَا فَاذَةَ إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْرًا مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْرًا فَلَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كَلْمًا وَقَفَّ وَقَفَّ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جَرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنْفًا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي طَلْبِهِ ثُمَّ جَرِحَ جَرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ تَدْيِيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْنُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْنُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

৩৮৮৮ কুতায়বা (র) সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (দিনের শেষে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন আর অন্যরাও (মুশরিকরা) তাদের ছাউনিতে ফিরে গেলো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। (সাহাবাগণের মধ্যে তার আলোচনা উঠল) তাদের কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ এমনটি করতে সক্ষম হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কিন্তু সে তো জাহান্নামী। (সকলের কাছে কথটি আশ্চর্য মনে হলো) সাহাবীগণের একজন বললেন, (ব্যাপারটি) দেখার জন্য আমি তার সঙ্গী হব। সাহল ইবন সা'দ সাঈদী (রা) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সাথে বের হলেন, লোকটি যখন থেমে যেতো তিনিও তার সাথে থেমে যেতেন, আর যখন লোকটি দ্রুত চলতো তিনিও তার সাথে দ্রুত চলতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময়ে লোকটি মারাখকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই সে (এক পর্যায়ে) তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর তীক্ষ্ণ ভাগ বৃকের বরাবরে রাখল। এরপর সে

তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ অবস্থা দেখে অনুসরণকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ছুটে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কি ব্যাপার? তিনি বললেন, একটু পূর্বে আপনি যে লোকটির ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন যে, লোকটি জাহান্নামী, আর তার সম্পর্কে এরূপ কথা সকলের কাছে আশ্চর্যকর অনুভূত হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি লোকটির অনুসরণ করে ব্যাপারটি দেখবো। কাজেই আমি ব্যাপারটির অনুসন্ধানের বেরিয়ে পড়লাম। এরপর (এক সময়ে দেখলাম) লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো, তাই সে নিজের তরবারির হাতলের দিক মাটিতে বসিয়ে এর তীক্ষ্ণ ভাগ নিজের বুকের বরাবরে রাখলো। এরপর তরবারির উপর নিজেকে সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার অনেক সময় মানুষ (বাহ্যত) জাহান্নামীদের মত আমল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেইরূপই মনে করে থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতী।

২৮৮৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدْعِي الْأِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ، فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلَ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَمَوَى بِيَدِهِ الَّتِي كُنَّتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهَمًا فَتَحْرِيهَا نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ انْتَحَرَ فَلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فَلَانُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ شَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَيْبَرَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) * تَابِعَهُ صَالِحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَيْبَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৩৮৮৯ আবুল ইয়ামান (রা) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যে মুসলমান বলে দাবি করত, তার সম্পর্কে বললেন, লোকটি জাহান্নামী। এরপর যুদ্ধ আরম্ভ হলে লোকটি ভীষণভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, এমন কি তার দেহের অনেক স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। এতে কারো কারো (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যতবাণীর উপর) সন্দেহের উপক্রম হল। (কিন্তু তারপরেই দেখা গেল) লোকটি

আঘাতের যত্নায় অসহ্য হয়ে ভূগীরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সেখান থেকে তীর বের করে আনল। আর তীরটি নিজের বক্ষদেশে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করল। তা দেখে কতিপয় মুসলমান দ্রুত ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। ঐ লোকটি নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করে আত্মহত্যা করেছে। তখন তিনি বললেন, হে অমুক! দাঁড়াও, এবং ঘোষণা দাও যে, মু'মিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ্ (কখনো কখনো) ফাসিক ব্যক্তি দ্বারাও দীনের সাহায্য করে থাকেন। মা'মার (র) যুহরী (র) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় খায়বার (র)-এর অনুসরণ করেছেন। শাবীব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সাথে খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। (আবদুল্লাহ্) ইবন মুবারাক হাদীসটি ইউনুস-যুহরী-সাদিদ [ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)] সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। সালিহ (র) যুহরী (র) থেকে ইবন মুবারক (রা)-এর মতোই বর্ণনা করেছেন। আর যুবায়দী (র) হাদীসটি যুহরী, আবদুর রহমান ইবন কাআব, উবায়দুল্লাহ্ ইবন কাআব (র) নবী (সা)-এর সাথে খায়বারে অংশগ্রহণকারী জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। (যুবায়দী আরো বলেন) যুহরী (র) এ হাদীসটিতে আবদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ এবং সাদিদ (ইবনুল মুসাইয়্যাব) (র) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৮৯০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ارْبَعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ أَنْتُمْ لَا تَدْعُونَ أَسْمًا وَلَا غَائِبًا أَنْتُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَيْتَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ إِلَّا أَدْلَكَ عَلَيَّ كَلِمَةً مِنْ كُنْزِ مِنَ الْجَنَّةِ . قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ .

৩৮৯০ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার যুদ্ধের জন্য বের হলেন কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খায়বার অভিমুখে যাত্রা করলেন, তখন সাথী লোকজন একটি উপত্যকায় পৌঁছে এই বলে উচ্চৈস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করলে—আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। (আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। কারণ তোমরা এমন কোন সত্তাকে ডাকছ না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। বরং তোমরা তো ডাকছ সেই সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অধস্থানকারী, যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। [আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন] আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাওয়ারীর পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' বলতে শুনে বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইবন কাযস! আমি বললাম, আমি হাযির ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো কি-যা

জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভাণ্ডার? আমি বললাম, হ্যাঁ! ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কথটি হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

২৮৯১ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أُثْرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلْمَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هَذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلْمَةَ فَاتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَفُتِّتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَاطٍ فَمَا اسْتَكْبَتْهَا حَتَّى السَّاعَةِ۔

৩৮৯১ মাক্কী ইবন ইবরাহীম (র) ইয়াযীদ ইবন আবু উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সালমা (ইবন আকওয়া) (রা)-এর পায়ের নলায় আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু মুসলিম! এ আঘাতটি কিসের? তিনি বললেন, এটি খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাত। (যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে আঘাতটি মারার পর) লোকজন বলাবলি শুরু করে দিল যে, সালমা মারা যাবে। কিন্তু এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম। তিনি ক্ষতস্থানটিতে তিনবার ফুঁ দিয়ে দেন। ফলে আজ পর্যন্ত আমি এতে কোন ব্যথা অনুভব করিনি।

২৮৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَقَارِبِهِ فَاقْتَتَلُوا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ لَا يَدْعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَةً وَلَا فَاذَةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضْرِبَهَا بِسَيْفِهِ ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْرًا أَحَدُهُمْ مَا أَجْرًا فَلَنْ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوا آيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَا تَتَّبِعَنَّهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جَرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذَبَابَةٌ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَفْسَهُ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَآخْبَرَهُ فَقَالَ إِنْ الرَّجُلُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَمَّا يَبْدُوا لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ فَيَمَّا يَبْدُوا لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

৩৮৯২ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) সাহল (ইবন সাদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুশরিকরা মুখোমুখি হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হলো। (শেষে) সকলেই নিজ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে গেলো। মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকের কোন একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রুকেই তার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে দেয়নি বরং সবাইকেই তাড়া করে তার তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে। তখন (তার ব্যাপারে) বলা হলো! হে আল্লাহর রাসূল! অমুক ব্যক্তি আজ যে পরিমাণ আমল করেছে অন্য কেউ আজ সে পরিমাণ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে ব্যক্তি তো জাহান্নামী। তারা বললো, তা হলে আমাদের মধ্যে আর

কে জান্নাতবাসী হতে পারবে যদি এ ব্যক্তিই জাহান্নামী হয়? তখন কাফেলার মধ্য থেকে একজন বললো, অবশ্যই আমি তাকে অনুসরণ করে দেখবো (যে, তার পরিণাম কি ঘটে) (তিনি বলেন) লোকটি যখন দ্রুত চলতো আর ধীরে চলতো সর্বাবস্থায়ই আমি তার সাথে থাকতাম। পরিশেষে, লোকটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে আর (আঘাতের যন্ত্রণায়) সে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে তার তরবারির বাট মাটিতে স্থাপন করলো এবং ধান্দালো ভাগ নিজের বুকের বরাবর রেখে এর উপর সজোরে বৃকে পড়ে আত্মহত্যা করলো। তখন (অনুসরণকারী) সাহাবী নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি (নবী (সা)) জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তিনি তখন নবী (সা)-কে সব ঘটনা জানালেন। তখন নবী (সা) বললেন, কেউ কেউ (দৃশ্যত) জান্নাতবাসীদের মত আমল করতে থাকে আর লোকজন তাকে অনুরূপই মনে করে থাকে অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামী। আবার কেউ কেউ জাহান্নামীর মত আমল করে থাকে আর লোকজনও তাকে তাই মনে করে অথচ সে জান্নাতী।

৩৮৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْخُرَاعِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيْلِسَةً فَقَالَ كَانَتْهُمْ السَّاعَةُ يَهُودُ خَيْبَرَ.

৩৮৯৬ মুহাম্মাদ ইব্ন সাদ্দ খুযাই (র) আবু ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমুআর দিনে আনাস (রা) লোকজনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাদের (মাথায়) তায়ালিসা চাদর। তখন তিনি বললেন, এ মুহূর্তে এদেরকে যেন খায়বারের ইহুদীদের মতো দেখাচ্ছে।

৩৮৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا بَيْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فَتَحَتْ قَالَ لَأَعْطِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا أَوْ لِيَأْخُذَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُوهَا فَقِيلَ هَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ فَفَتِحَ عَلَيْهِ.

৩৮৯৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার দরুন আলী (রা) নবী (সা)-এর থেকে খায়বার অভিযানে পেছনে ছিলেন। [নবী (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে এসে পড়লে] আলী (রা) বলেন, নবী (সা)-এর সাথে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে) আমি পেছনে বসে থাকবো! সুতরাং তিনি গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলেন। [সালমা (রা) বলেন] খায়বার বিজিত হওয়ার পূর্ব রাতে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন ব্যক্তির হাতে ঝাঞ্জা অর্পণ করবো অথবা তিনি বলেছেন, আগামীকাল সকালে এমন এক ব্যক্তি ঝাঞ্জা গ্রহণ করবে যাকে

১. 'তায়ালিস' শব্দটি 'তায়ালিসান' শব্দের বহুবচন। মূল শব্দটি হিবরী। পরবর্তীতে এটি সমান্য বিকৃত হয়ে আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এটি এক প্রকার চাদরের নাম। খায়বারের ইহুদী সম্প্রদায় এ চাদর অধিক ব্যবহার করত। তাদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে এ চাদর ব্যবহার করতে আনাস (রা) কখনো দেখেননি। তাই তিনি যখন বসরায় আসলেন আর খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে মুসল্লীদের গায়ে এ চাদর দেখে খায়বারের ইহুদীদের তুলনা দিয়ে নিজ অনুভূতি প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন। আর তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হবে। কাজেই আমরা সবাই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। তখন বলা হলো, ইনি তো আলী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে ঝাণ্ডা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

৩৮৯৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُقْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ آئِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالُوا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَكْبِي عَيْنَيْهِ ، قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ فَقَالَ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلَيَّ رِسْلَكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৩৮৯৫ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, খায়বারের যুদ্ধে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ্ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। সাহল (রা) বলেন, (ঘোষণাটি শুনে) মুসলমানগণ এ জল্পনা-কল্পনার মধ্যেই রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে অর্পণ করা হবে এ ঝাণ্ডা। সকাল হলো, সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঝাণ্ডা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি তো চক্ষুরোগে অক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। ফলে চোখ এরূপ সুস্থ হয়ে গেলো যে, যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন। তখন আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করো (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দিও। কারণ আল্লাহর কসম! তোমার দোয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়েত দেন তা হলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।

۳۸۹۶ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبِ بْنِ أَخْطَبٍ وَقَدْ قَتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْفَاهَا النَّبِيُّ (ص) لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ عَلِيٍّ صَفِيَّةَ ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً ثُمَّ يُجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ .

৩৮৯৬ আবদুল গাফফর ইবন দাউদ ও আহমদ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারে এসে পৌছলাম। এরপর যখন আল্লাহ তাকে খায়বার দুর্গের বিজয় দান করলেন তখন তাঁর কাছে (ইহুদী দলপতি) হুয়াঈ ইবন আখতাভের কন্যা সাফিয়া (রা)-এর সৌন্দর্যের কথা আলোচনা করা হলো। তার স্বামী (কেনানা ইবনুর রাবী এ যুদ্ধে) নিহত হয়। সে ছিল নববধু। নবী (সা) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাঁকে সঙ্গে করে (খায়বার থেকে) রওয়ানা হন। এরপর আমরা যখন সাদ্দুস সাহবা নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌছলাম তখন সাফিয়া (রা) তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাথে বাসরঘরে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর একটি ছোট দস্তুরখানে (খেজুর-ঘি ও ছাতু মেশানো এক প্রকার) হায়স নামক খানা সাজিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে সবাইকে ডাক। আর এটিই ছিল সাফিয়া (রা)-এর সাথে বিয়ের ওয়াশীমা। তারপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম, আমি নবী (সা)-কে তাঁর পেছনে (সাওয়ারীর পিঠে) সাফিয়া (রা)-এর জন্য একটি চাদর বিছাতে দেখেছি। এরপর তিনি তাঁর সাওয়ারীর ওপর হাঁটুদ্বয় মেলে বসতেন আর সাফিয়া (রা) নবী (সা)-এর হাঁটুর উপর পা রেখে সাওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

۳۸۹۷ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبِ بْنِ أَخْطَبٍ خَيْبَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى أَعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ

৩৮৯৭ ইসমাইল (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে সাফিয়া (রা) বিন্তে হুয়াঈ-এর কাছে তিন দিন অবস্থান করে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেছেন। আর সাফিয়া (রা) ছিলেন সে সব মহিলাদের একজন যাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

১. পর্দার ব্যবস্থার কারণে বোকা মেয়ে যে, নবী (সা) তাঁকে উম্মুল মুমিনীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা মিলকে ইয়াতীন বা ক্রীতদাসী হিসেবে গ্রহণ করে থাকলে তার মৌলিক সত্তার ছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতো না।

৩৮৯৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمِيدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةٍ فَدَعَوَتْ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي وَلِيْمَةٌ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْبَرٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْإِنطَاعِ فَبَسِطَتْ فَالْقَى عَلَيْهَا النَّعْمَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ حَبَّبَهَا فَهِيَ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحَبِّبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحَبَابَ.

৩৮৯৮ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার ও মদীনার মধ্যবর্তী এক জায়গায় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন আর এ সময় তিনি সাফিয়া (রা)-এর সঙ্গে বাসর যাপন করেছেন। আমি মুসলমানগণকে তাঁর ওয়ালামার জন্য দাওয়াত দিলাম। অবশ্য এ ওয়ালামাতে গোশত রুটির ব্যবস্থা ছিল না, কেবল এতটুকু ছিল যে, তিনি বিলাল (রা)-কে দস্তুরখান বিছাতে বললেন। দস্তুরখান বিছানো হলো। এরপর তাতে কিছু খেজুর, পনির ও ঘি রাখা হলো। এ অবস্থা দেখে মুসলিমগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো যে, তিনি [সাফিয়া (রা)] কি উম্মাহাতুল মুমিনীনেরই একজন, না ক্রীতদাসীদের একজন? তাঁরা (আরো) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি উম্মাহাতুল মুমিনীনেরই একজন বোঝা যাবে। আর পর্দার ব্যবস্থা না করলে ক্রীতদাসী হিসেবেই বুঝতে হবে। এরপর যখন তিনি [নবী (সা)] রওয়ানা হলেন তখন তিনি নিজের পেছনে সাফিয়া (রা)-এর জন্য বসার জায়গা করে দিয়ে পর্দা টানিয়ে দিলেন।

৩৮৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَذَرَوْتُ لَأَخْذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُّ (ص) فَاسْتَحْيَيْتُ.

৩৮৯৯ আবুল ওয়ালাদ ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র) আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে রাখলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি একটি থলে নিক্ষেপ করলো। তাতে ছিলো কিছু চর্বি। আমি সেটি কুড়িয়ে নেয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে আসলাম, হঠাৎ পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম নবী (সা) (আমার দিকে তাকিয়ে আছেন) তাই আমি লজ্জিত হয়ে গেলাম।

৩৯০০ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ التُّرْمِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ * نَهَى عَنْ أَكْلِ التُّرْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحَدَّثَهُ وَلَحْمِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ.

৩৯০০ উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) রসুন ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি রসুন খেতে নিষেধ করেছেন কথটি কেবল নাফি' থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কথটি সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯.১ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ۔

৩৯০১ ইয়াহইয়া ইব্ন কাযাআ (র) আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুতআ (মেয়াদী বিয়ে) করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯.২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ۔

৩৯০২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯.৩ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ (ص) عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ۔

৩৯০৩ ইসহাক ইব্ন নাসর (র) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

৩৯.৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَرَخْصِ فِي الْخَيْلِ۔

৩৯০৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের যুদ্ধের দিন (গৃহপালিত) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন।

১. মুতআ বা মেয়াদী বিয়ে হলো যে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিয়ে করাতে বোঝায়। ইসলামের আধুনিককালে এ প্রকারের বিয়ে বৈধ থাকলেও খায়বার যুদ্ধের সময় তা হারাম করে দেয়া হয়। এরপর অষ্টম হিজরীর মক্তা বিজয়ের সময় কেবল তিন দিনের জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ তিন দিন পর আবার তা চিরকালের জন্য হারাম ঘোষিত হয়।

৩৯০৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَتْهَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قَالَ وَيَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) لَا تَأْكُلُوا مِنْ لَحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخْمَسْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعِذْرَةَ۔

৩৯০৫ সাঈদ ইবন সুলায়মান (র) ইবন আবী আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) খায়বার যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর তখন আমাদের ডেকচিগুলোতে (গাধার গোশত) টগবগ করে ফুটছিলো। রাবী বলেন, কোন কোন ডেকচির গোশত পাকানো হয়ে গিয়েছিল এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে এক ঘোষণাকারী এসে ঘোষণা দিলেন, তোমরা (গৃহপালিত) গাধার গোশত থেকে সামান্য পরিমাণও খাবে না এবং তা ঢেলে দেবে। ইবন আবী আওফা (রা) বলেন, ঘোষণা শুনে আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম যে, যেহেতু গাধাগুলো থেকে খুমুছ (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা হয়নি এ কারণেই তিনি সেগুলো খেতে নিষেধ করেছেন। আর কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, না, তিনি চিরদিনের জন্যই গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কেননা গাধা অপবিত্র জিনিস খেয়ে থাকে।

৩৯০৬ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَّحُوهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ (ص) أَكْفَرُوا الْقُدُورَ۔

৩৯০৬ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র) বারাজা এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (খায়বার যুদ্ধে) তাঁরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। (খাবারের জন্য তাঁরা) গাধার গোশত পেলেন। তাঁরা তা রান্না করলেন। এমন সময়ে নবী (সা)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, ডেকচিগুলো সব উল্টিয়ে ফেল।

৩৯০৭ حَدَّثَنِي اسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفَرُوا الْقُدُورَ۔

৩৯০৭ ইসহাক (র) আদী ইবন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত যে, (তিনি বলেন) আমি বারাজা এবং ইবন আবু আওফা (রা)-কে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বারের দিন তাঁরা গাধার গোশত পাকানোর জন্য ডেকচি বসিয়েছিলেন, এমন সময়ে নবী (সা) বললেন, ডেকচিগুলো উল্টিয়ে ফেল।

৩৯০৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ عَرَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) نَحْوَهُ۔

৩৯০৮ মুসলিম (র) বারাজা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পরে তিনি উপরোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৭৯৭ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ (ص) فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ تَلْقَى الْحُمْرَ الْأَهْلِيَّةَ نَيْئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدَ -

৩৯০৯ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) বারাজা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সা) আমাদেরকে কাঁচা ও রান্না করা সকল প্রকারের গৃহপালিত গাধার গোশত টেলে দিতে হুকুম করেছেন। এরপরে আর কখনো তা খেতে অনুমতি দেননি।

২৭৯৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا أَدْرِي أَنْتَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةً النَّاسِ فَكْرَهُ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لَحْمَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ -

৩৯১০ মুহাম্মদ ইবন আবুল হুসায়ন (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঠিক জানি না যে, গৃহপালিত গাধাগুলো মানুষের মাল-সামান আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার হতো, কাজেই এর গোশত খেলে মানুষের বোঝা বহনকারী পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং লোকজনের চলাচল কষ্টকর হয়ে পড়বে, এ জন্য কি রাসূলুল্লাহ (সা) তা খেতে নিষেধ করেছিলেন, না-খায়বারের দিনে এর গোশত (আমাদের জন্য) স্থায়ীভাবে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

২৭৯৯ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلِ سَهْمًا قَالَ فَسَرَّهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ -

৩৯১১ হাসান ইবন ইসহাক (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক অংশ হিসেবে (গনীমতের) সম্পদ বন্টন করেছেন। বর্ণনাকারী [উবায়দুল্লাহ ইবন উমর (রা)] বলেন, নাফি হাদীসটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, (যুদ্ধে) যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে তার জন্য তিন অংশ এবং যার সঙ্গে ঘোড়া থাকে না, তার জন্য এক অংশ।

২৭৯৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا السُّلَيْمِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَحَلَّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مَيْكَلٍ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَوَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ (ص) لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا -

৩৯১২। ইয়াহুইয়া ইবন বুকায়র (র) জুবায়র ইবন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইবন আফ্ফান (রা) নবী (সা)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের প্রাপ্ত খুমুস থেকে বনী মুত্তালিবকে অংশ দিয়েছেন, আমাদেরকে দেননি। অথচ আপনার সাথে বংশের দিক থেকে আমরা এবং বনী মুত্তালিব একই পর্যায়ে। তখন নবী (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিব সম-মর্যাদার অধিকারী। যুবায়র (রা) বলেন, নবী (সা) বনী আবদে শামস ও বনী নাওফিলকে (খায়বার যুদ্ধের খুমুস থেকে) কিছুই দেননি।

৩৯১৩। حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَلَّغْنَا مَخْرَجَ النَّبِيِّ (ص) وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَإِخْوَانٌ لِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُوَيْمٍ أَمَا قَالَ بَضْعٌ وَأَمَا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ السُّتَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي. فَرَكِبْنَا سَفِينَةً فَأَلْقَيْنَا سَفِينَتَنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقَنَا النَّبِيُّ (ص) حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنَا مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا، يَعْزِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ، سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ، وَدَخَلْتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَهِيَ مِنْ قَدِيمٍ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) زَائِرَةٌ وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَى أَسْمَاءَ مِنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ، الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ نَعَمْ، قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهَجْرَةِ، فَتَحَنُّ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنْكُمْ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعْطِي جَاهِلِكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ لَوْ فِي أَرْضِ الْبُعْدَاءِ الْبُغْضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَإِيْمِ اللَّهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَذْكَرَ مَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) وَنَحْنُ كُنَّا نُوْذِي وَنُخَافُ وَنَسْأَلُكَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا أَرْيَغُ وَلَا أَرْيُدُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ (ص) قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا قُلْتَ لَهُ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ لَيْسَ بِأَحَقُّ بِِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَالصَّحَابَةُ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنِّي لَيْسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي قَالَ أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ (ص) إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ

اصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ . وَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ أَرْ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ
الْعَوْرَ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوا مِنْكُمْ .

৩৯১৩ মুহাম্মদ ইবনুল আদা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকাকালীন অবস্থায় আমাদের কাছে নবী (সা)-এর হিজরতের খবর পৌঁছলো। তাই আমি ও আমার দু'ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহম এবং আমাদের কাওমের আরো মোট বায়ান্ন কি তিশান্ন কিংবা আরো কিছু লোকজনসহ আমরা হিজরতের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম আমার অপর দু' ভাইয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজটি আমাদেরকে আবিসিনিয়া দেশের (বাদশাহ) নাজ্জাশীর নিকট পৌঁছিয়ে দিল। সেখানে আমরা জা'ফর ইবন আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথেই আমরা রয়ে গেলাম। অবশেষে নবী (সা)-এর খায়বার বিজয়কালে সকলে (হাবশা থেকে) প্রত্যাবর্তন করে এসে তাঁর সঙ্গে একত্রিত হলাম। এ সময়ে মুসলমানদের কেউ কেউ আমাদেরকে অর্থাৎ জাহাজযোগে আগমনকারীদেরকে বললো, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী। আমাদের সাথে আগমনকারী আসমা বিনত উমায়স একবার নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অবশ্য তিনিও (তাঁর স্বামী জা'ফরসহ) নাজ্জাশী বাদশাহর দেশের হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছিলেন। আসমা (রা) হাফসার কাছেই ছিলেন। এ সময়ে উমর (রা) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। উমর (রা) আসমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? হাফসা (রা) বললেন, তিনি আসমা বিনত উমায়স (রা)। উমর (রা) বললেন, ইনিই কি হাবশা দেশে হিজরতকারিণী আসমা? ইনিই কি সমুদ্র ভ্রমণকারিণী? আসমা (রা) বললেন, হ্যাঁ! তখন উমর (রা) বললেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে আগে আছি। সুতরাং তোমাদের তুলনায় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি ঘনিষ্ঠ। এতে আসমা (রা) রেগে গেলেন এবং বললেন, কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন, তিনি আপনাদের ক্ষুধার্তদের আহ্বারের ব্যবস্থা করতেন, আপনাদের মধ্যকার অবুখ লোকদেরকে সদুপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম এমন এক এলাকায় অথবা তিনি বলেছেন এমন এক দেশে যা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বহুদূর এবং সর্বদা শত্রু কবলিত—হাবশা দেশে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই ছিলো আমাদের এ কুরবানী। আল্লাহর কসম, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না জানাব। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো, ভয় দেখানো হতো। অচিরেই আমি নবী (সা)-কে এসব কথা বলবো। এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করবো। তবে আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বলবো না, ঘুরিয়ে কিংবা এর উপর বাড়িয়েও কিছু বলবো না। এরপর যখন নবী (সা) আসলেন, তখন আসমা (রা) বললেন, হে আল্লাহর নবী! উমর (রা) এসব কথা বলেছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাঁকে কি উত্তর দিয়েছ? আসমা (রা) বললেন : আমি তাঁকে এরূপ এরূপ বলেছি। নবী (সা) বললেন, (এ ব্যাপারে) তোমাদের তুলনায় উমর (রা) আমার বেশি ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ উমর (রা) এবং তাঁর সাথীদের তো মাত্র একটিই হিজরত লাভ হয়েছে, আর তোমরা যারা জাহাজে আরোহণকারী ছিলে তাদের দু'টি হিজরত অর্জিত হয়েছে। আসমা (রা) বলেন, এ

ঘটনার পর আমি আবু মুসা (রা) এবং জাহাজযোগে আগমনকারী অন্যদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা দলে দলে এসে আমার নিকট থেকে এ হাদীসখানা শুনতেন। আর নবী (সা) তাঁদের সম্পর্কে যে কথাটি বলেছিলেন এ কথাটি তাদের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে, তাঁদের কাছে দুনিয়ার অন্য কোন জিনিস এত প্রিয় ছিল না। আবু বুরদা (রা) বলেন যে, আসমা (রা) বলেছেন, আমি আবু মুসা (আশআরী (রা))-কে দেখেছি, তিনি বারবারই আমার কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আবু বুরদা (রা) আবু মুসা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলায় এলেও আমি তাদেরকে তাদের কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ থেকেই চিনতে পারি। এবং রাতের বেলায় তাদের কুরআন তিলাওয়াত শুনেই আমি তাদের বাড়িঘর চিনে নিতে পারি। যদিও আমি দিনের বেলায় তাদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করতে দেখিনি। হাকীম ছিলেন আশআরীদের একজন। যখন তিনি কোন দল কিংবা (বর্ণনাকারী বলেছেন) কোন শত্রুর মুকাবিলায় আসতেন তখন তিনি তাদেরকে বলতেন, আমার বন্ধুরা তোমাদের বলেছেন, যেন তোমরা তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর।

৩৯১৬ حَدَّثَنِي اسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) بَعْدَ أَنْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمِ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدْ الْفَتْحَ غَيْرَنَا -

৩৯১৭ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বার জয় করার পরে আমরা তাঁর কাছে গিয়ে পৌছলাম। তিনি আমাদের জন্য গনীমতের মাল বন্টন করেছেন। আমাদেরকে ছাড়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কারুর জন্য তিনি (খায়বারের গনীমতের মাল) বন্টন করেননি।

৩৯১৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ مَطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ وَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْأَيْلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ، ثُمَّ انصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضَّبَابِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَحْطُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ السَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمِ لَتَشْتَعِلَ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ (ص) بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصْبَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارِ

৩৯১৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধে

আমরা বিজয় লাভ করেছি কিন্তু গনীমত হিসেবে আমরা সোনা, রূপা কিছুই লাভ করিনি। আমরা যা পেয়েছিলাম তা ছিল গরু, উট, বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী এবং ফলের বাগান। (যুদ্ধ শেষ করে) আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থান পর্যন্ত ফিরে আসলাম। তাঁর [নবী (সা)] সঙ্গে ছিল মিদআম নামক একটি গোলাম। বনী যুযায়র-এর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এটি হাদিয়া দিয়েছিল। এক সময়ে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাওদা নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল আর ঐ মুহূর্তে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে একটি তীর ছুটে এসে তার গায়ে পড়লো। ফলে গোলামটি মারা গেল। এ অবস্থা দেখে লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, কি আনন্দদায়ক তার এ শাহাদত! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তাই নাকি? সেই মহান সত্তার কসম, মার হাতে আমার শ্রাণ, বন্টনের আগে খায়বার যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে সে যে চাদরখানা তুলে নিয়েছিল সেটি আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী (সা) থেকে এ কথাটি শোনার পর আরেক ব্যক্তি একটি অথবা দু'টি জুতার ফিতা নিয়ে এসে বললো, এ জিনিসটি আমি বন্টনের আগেই নিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ একটি অথবা দু'টি ফিতাও আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।

৩৯১৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرَكَ الْخَيْرَ النَّاسِ بَيَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَّا فَتَحَتْ عَلَى قُرَيْشٍ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) خَيْبَرَ وَلَكِنِّي أَتْرَكُهَا خِرَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا۔

৩৯১৬ সাঈদ ইবন আবু মারিয়াম (র) উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মনে রেখো! সেই সত্তার কসম, মার হাতে আমার শ্রাণ, যদি পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও রিক্ত-হস্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত তা হলে আমি আমার সমুদয় বিজিত এলাকা সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তা তাদের জন্য গচ্ছিত আমানত হিসাবে রেখে যাচ্ছি যেন পরবর্তী বংশধরগণ তা নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারে।

৩৯১৭ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْلَا أَخْرَ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ قُرَيْشٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) خَيْبَرَ۔

৩৯১৭ মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরবর্তী মুসলমানদের উপর আমার আশংকা না থাকলে আমি তাদের (মুজাহিদগণের) বিজিত এলাকাগুলো তাঁদের মধ্যে সেভাবে বন্টন করে দিতাম যেভাবে নবী (সা) খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

৩৯১৮ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ الزُّمَيْرَ وَسَالَةَ اسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنبَسَةُ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ (ص) فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ يَعْصُ بَنِي سَعِيدٍ بَنِي

العاصِ لَا تُعْطِيهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ ، فَقَالَ وَأَعْجَبَاهُ لَوَيْرٌ تَدَلَّى مِنْ قُدُومِ الضَّانِ ، وَيُذَكِّرُ عَنِ الرَّبِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَانًا عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحَهَا وَإِنْ حَزَمَ خَيْلِهِمْ لِلَيْفِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَقْسِمُ لَهُمْ قَالَ أَبَانٌ وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَيْرُ تُحَدِّرُ مِنْ رَأْسِ ضَانٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا أَبَانُ اجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمِ لَهُمْ -

৩৯১৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আমবাসা ইবন সাদ্দ (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে (খায়বার যুদ্ধের গনীমতের) অংশ চাইলেন। তখন বনু সাদ্দ ইবন আস গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, না, তাকে (খায়বারের গনীমতের অংশ) দিবেন না। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, এ লোক তো ইবন কাওকালের হত্যাকারী (কাজেই তাকে না দেওয়া হোক)। কথাটি শুনে সে ব্যক্তি বললো, বাঃ! 'দান' পাহাড় থেকে নেমে আসা অদ্ভুত বিড়ালের কথায় আশ্চর্য বোধ করছি। যুবায়দী-যুহরী-আমবাসা ইবন সাদ্দ (র)-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাদ্দ ইবন আস (রা) সম্পর্কে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবান ইবন সাদ্দ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মদীনা থেকে নাজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) যখন খায়বার বিজয় করে সেখানে অবস্থানরত ছিলেন তখন আবান (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ সেখানে এসে তাঁর নবী (সা)-এর সাথে মিলিত হলেন। তাদের ঘোড়াগুলোর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের বানানো। (অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন বড়ই নিঃস্ব) আবু হুরায়রা (রা) বলেন : আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। তখন আবান (রা) বললেন, আরে বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে নেমে আসছ বরং তুমিই না পাওয়ার যোগ্য। নবী (সা) বললেন, হে আবান, বসো। নবী (সা) তাদেরকে (আবান ও তাঁর সঙ্গীদেরকে) অংশ দিলেন না।

২৭১৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ وَقَالَ أَبَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَعْجَبَا لَكَ وَيْرُ تَدَادَا مِنْ قُدُومِ ضَانٍ يَنْغِي عَلَى امْرَأٍ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِيَدِي ، وَمَنْعَهُ أَنْ يُهَيِّنَنِي بِيَدِهِ -

১. উভয়ের যুদ্ধে আবান ইবন সাদ্দ কাফের ছিলেন এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে নুমান ইবন কাওকাল (রা)-কে শহীদ করেন। এরপর তিনি খায়বারের যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হন। বিতর্কের মুহূর্তে আবু হুরায়রা (রা) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 'দান' আরবের দাওস এলাকার একটি পাহাড়ের নাম। আবু হুরায়রা (রা)-এর গোত্র সেখানেই বাস করতো। এ জনাই আবান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে তাঁর উপনামের অর্থ ও ঐ পাহাড়ের সাথে মিলিয়ে বলেছেন, বুনো বিড়াল, দান পাহাড় থেকে এসেছে।

৩৯১৯ মুসা ইবন ইসমাদিল (র) আমার ইবন ইয়াহুইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার দাদা [সাঈদ ইবন আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আস (রা)] আমাকে জানিয়েছেন যে, আবান ইবন সাঈদ (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! এ লোক তো ইবন কাওকাল (রা)-এর হত্যাকারী! তখন আবান (রা) আবু হুরায়রা (রা)-কে বললেন, আশ্চর্য! দান পাহাড়ের চূড়া থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বুনো বিড়াল! সে এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে আমাকে দোষারোপ করছে যাকে আল্লাহ আমার হাত দ্বারা সন্মানিত করেছেন (শাহাদত দান করেছেন)। আর তাঁর হাত দ্বারা অপমানিত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

২৭২০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِنْتُ النَّبِيِّ (ص) أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ لَأَنْتَوْرُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ (ص) فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَا عَمَلُنْ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيَّ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا ، فَوَجَدْتُ فَاطِمَةَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرْتُهُ فَلَمْ تَكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيتَ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، فَلَمَّا تُوَفِّيتَ دَفَنَهَا زَوْجَهَا عَلِيُّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤَدِّنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوَفِّيتَ اسْتَنْكَرَ عَلِيُّ وَجْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالِحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِيَحْضُرَ عَمْرٌ ، فَقَالَ عَمْرٌ لَا وَاللَّهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحَدِّكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي وَاللَّهِ لَا تَيْدُهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ ، فَقَالَ أَنَا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَافَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَى لِقْرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) نَصِيبًا حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِقْرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي ، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ أَلْ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرِكْ أَمْرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ ، فَقَالَ عَلِيُّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلنَّبِيَّةِ ، فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَفَى عَلَيَّ الْعَنْبِلَ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلَّفَهُ

১. কেননা উহদের যুদ্ধে তিনি কামের ছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি যদি ইবন কাওকাল (রা)-এর হাতে নিহত হতেন তাহলে অবশ্যই তিনি পরকালে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হতেন এবং চিরকাল লাঞ্চিত থাকতেন।

عَنِ النَّبِيعَةِ وَعُذْرُهُ بِالَّذِي اعْتَدَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى
الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلَا انْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ،
وَاسْتَبَدُّ عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فِسْرًا بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبَتْ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ
قَرِيبًا ، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ .

৩৯২০ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর কন্যা ফাতিমা (রা) আবু বকর (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ত্যাজ্য সম্পত্তি মদীনা ও ফাদকে অবস্থিত ফাই (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ) এবং খায়বারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্টাংশ থেকে মিরাসী স্বত্ব চেয়ে পাঠালেন। তখন আবু বকর (রা) উত্তরে বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলে গেছেন, আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস হয় না, আমরা যা রেখে যাবো তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-এর বংশধরণ এ সম্পত্তি কেবল ভোগ করতে পারেন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল আমি সে অবস্থা থেকে সামান্যতমও পরিবর্তন করবো না। এ ব্যাপারে তিনি যে নীতিতে ব্যবহার করে গেছেন আমিও ঠিক সেই নীতিতেই কাজ করবো। এ কথা বলে আবু বকর (রা) ফাতিমা (রা)-কে এ সম্পদ থেকে কিছু প্রদান করতে অস্বীকার করলেন। এতে ফাতিমা (রা) (মানবোচিত কারণে) আবু বকর (রা)-এর উপর নারাজ হয়ে গেলেন এবং তাঁর থেকে নিস্পৃহ হয়ে রইলেন। পরে তাঁর ওফাত পর্যন্ত তিনি (মানসিক সংকোচের দরুন) আবু বকর (রা)-এর সাথে কথা বলেননি। নবী (সা)-এর ওফাতের পর তিনি ছয় মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরপর তিনি ইত্তিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী (রা) রাতের বেলা তাঁর দাফন কার্য শেষ করে নেন। আবু বকর (রা)-কেও এ সংবাদ দেননি। এবং তিনি তার জানাযার নামায আদায় করে নেন।^১ ফাতিমা (রা) জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে আলী (রা)-এর বেশ সম্মান ও প্রভাব ছিল। এরপর যখন ফাতিমা (রা) ইত্তিকাল করলেন, তখন আলী (রা) লোকজনের চেহারায অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেলেন। তাই তিনি আবু বকর (রা)-এর সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। ফাতিমা (রা)-এর অসুস্থতা ও অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন এ ছয় মাসে তাঁর পক্ষে বায়আত গ্রহণের অবসর হয়নি। তাই তিনি আবু বকর (রা)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। তবে অন্য কেউ যেন আপনার সঙ্গে না আসে। কারণ আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে উমর (রা)-ও উপস্থিত হোক—তিনি তা পছন্দ

১. ওফাতের পূর্বে ফাতিমা (রা)-এর ওয়াসিয়াত ছিল যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই যেনো তার কাফন-দাফন শেষ করা হয়, কারণ লোকজন ভাবতাকি করলে তাতে পর্দার ব্যাঘাত ঘটনের আশংকা আছে। সেমতে আলী (রা) রাতের ভিতরই সব কাজ সেরে নিয়েছেন। আর সংবাদ তো নিশ্চয়ই আবু বকর (রা) পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এ ধারণায় তিনি নিজে গিয়ে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অবশ্য এ ছয় মাস যাবত তিনি আবু বকর (রা)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ না করায় মুসলমানদের মনে প্রশ্ন উদয় হলেও যথেষ্ট তিনি রোগে শয্যাশায়া রাসূল তনয়ার শিদ্দমতে ব্যস্ত থাকতেন, সেহেতু লোকজন তাঁর প্রতি কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কিন্তু ফাতিমা (রা)-এর ওফাত হওয়ার পর সেই কারণ অবশিষ্ট না থাকায় আলী (রা) পরবর্তীকালে মানুষের চেহারায অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেয়েছেন।

করেননি। (বিষয়টি শোনার পর) উমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না। আবু বকর (রা) বললেন, তাঁরা আমার সাথে খারাপ আচরণ করবে বলে তোমরা আশংকা করছ? আল্লাহর কসম, আমি তাঁদের কাছে যাব। তারপর আবু বকর (রা) তাঁদের কাছে গেলেন। আলী (রা) তাশাহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খিলাফত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে ব্যাপারেও আমরা আপনার সাথে হিংসা রাখি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি আমাদের উপর নিজের মতের প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছেন অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হিসেবে খিলাফতের কাজে (পরামর্শ দেওয়াতে) আমাদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। এ কথায় আবু বকর (রা)-এর চোখ-যুগল থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। এরপর তিনি যখন আলোচনা আরম্ভ করলেন তখন বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার কাছে আমার নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়বর্গ বেশি প্রিয়। আর এ সম্পদগুলোতে আমার এবং আপনাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারেও আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে কোন কসুর করিনি। বরং এ ক্ষেত্রেও আমি কোন কাজ পরিত্যাগ করিনি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে করতে দেখেছি। তারপর আলী (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন : যুহরের পর আপনার হাতে বায়আত গ্রহণের ওয়াদা রইল। যুহরের নামায় আদায়ের পর আবু বকর (রা) মিসরে বসে তাশাহুদ পাঠ করলেন, তারপর আলী (রা)-এর বর্তমান অবস্থা এবং বায়আত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ ও তাঁর (আবু বকরের) কাছে পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলী (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাশাহুদ পাঠ করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, তিনি বিলম্বজনিত যা কিছু করেছেন তা আবু বকর (রা)-এর প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর এ সম্মানের অস্বীকার করার মনোবৃত্তি নিয়ে করেননি। (তিনি বলেন) তবে আমরা ভেবেছিলাম যে, এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শও দেওয়ার অধিকার থাকবে। অথচ তিনি [আবু বকর (রা)] আমাদের পরামর্শ ত্যাগ করে স্বাধীন মতের উপর রয়ে গেছেন। তাই আমরা মানসিকভাবে ব্যথা পেয়েছিলাম। (উভয়ের এ আলোচনা শুনে) মুসলমানগণ আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এরপর আলী (রা) আমার বিল মা'রুফ (অর্থাৎ বায়আত গ্রহণ)-এর দিকে ফিরে এসেছেন দেখে সব মুসলমান আবার তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

৩৭২১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَارٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا فَتَحَتْ خَيْبَرَ قَلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ-

৩৯২১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় হওয়ার পর আমরা (পরস্পর) বললাম, এখন আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর খেতে পারবো।

৩৭২২ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ-

৩৯১২ হাসান (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বার বিজয় লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তৃপ্তি সহকারে খেতে পাইনি।

২২.৩ . بَابُ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ (ص) عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ

২২০৩. অনুচ্ছেদ : খায়বার অধিবাসীদের জন্য নবী (সা) কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ

৩৭২৩ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) كُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَابَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَمَرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ

৩৯২৩ ইসমাইল (র) আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার অধিবাসীদের জন্য (সাওয়াদ ইবন গায়িয়া নামক) এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। এরপর এক সময়ে তিনি (প্রশাসক) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উন্নত জাতের কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরূপ হয়ে থাকে? প্রশাসক উত্তর করলেন, জী না, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে আমরা এরূপ খেজুরের এক সা' সাধারণ খেজুরের দু' সা'-এর বিনিময়ে কিংবা এ প্রকারের খেজুরের দু' সা' সাধারণ খেজুরের তিন সা'র বিনিময়ে সংগ্রহ করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এরূপ করো না। দিরহামের বিনিময়ে সব খেজুর বিক্রয় করে ফেলবে। তারপর দিরহাম দিয়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।^১

আবদুল আযীয ইবন মুহাম্মদ (র) সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) তাঁকে বলেছেন, নবী (সা) আনসারদের বনী আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে খায়বার পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে খায়বার অধিবাসীদের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করে দিয়েছেন। অন্য সনদে আবদুল মাজীদ-আবু সালিহ সাম্মান (র)-আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২.৪ . بَابُ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ (ص) أَهْلَ خَيْبَرَ

২২০৪. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কর্তৃক খায়বারবাসীদের কৃষি ভূমির বন্দোবস্ত প্রদান

১. কেননা খেজুরের বিনিময়ে খেজুরের বেচা-কেনা যদি ক্রেতা বিক্রেতার উভয় দিক থেকে সম পরিমাণের না হয় তা হলে বর্ধিত অংশ সুদের পর্যায়ে চলে যায়। দিরহামের মাধ্যমে বিনিময় করলে আর ঐ আশংকা থাকে না।

৩৭২৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ (ص) خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

৩৯২৪ মুসা ইবন ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) খায়বারের কৃষিভূমি সেখানকার অধিবাসী ইহুদীদেরকে এ চুক্তিতে প্রদান করেছিলেন যে, তারা ভূমি চাষ করবে এবং ফসল উৎপাদন করবে। বিনিময়ে তার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তারা লাভ করবে।

২২০৫ . بَابُ السَّاءِ الَّتِي سُمِّيَتْ لِلنَّبِيِّ (ص) بِخَيْبَرَ رَوَاهُ عُزُوقَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص)

২২০৫. অনুচ্ছেদ : খায়বারে অবস্থানকালে নবী (সা)-এর জন্য বিষ মেশানো বকরীর (হাদিয়া পাঠানোর) বর্ণনা। উরওয়া (রা) আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন

৩৭২৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا فَتَحَتْ خَيْبَرَ أَهْدَيْتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) شَاةً فِيهَا سَمٌ -

৩৯২৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন খায়বার বিজয় হয়ে গেলো তখন (ইহুদীদের পক্ষ থেকে) একটি বকরী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাদিয়া দেওয়া হয়। সেই বকরীটি বিষ মেশানো ছিলো।

২২০৬ . بَابُ عُزُوقَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

২২০৬. অনুচ্ছেদ : যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান

৩৭২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَمْرٌ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيفًا لِلإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ

১. খায়বার যুদ্ধে যখন ইহুদীদের জন্য মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার ব্যতীত অন্য কোন পথ বাকী রইল না তখন তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ইহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইবন মুশফিমের স্ত্রী যয়নাব একটি বকরীর গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হাদিয়া পাঠালো। রাসূলুল্লাহ (সা) বকরীটির গোশত খেলেও বিষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁর সাহাবী বারআ ইবন মা'রুর (রা) বিষক্রিয়ার ফলে শহীদ হন। ষড়যন্ত্রকারী মহিলা ধরা পড়ার পর প্রথমে তাকে মারফ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যখন বারআ (রা) মারা গেলেন তখন 'কিরাস' হিদেরে তাকে হত্যা করা হয়। তবে মা'মার (রা) বর্ণনা করেছেন যে, ঐ মহিলা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ঐ জন্য তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল। (কাসতুলানী)

إِلَىٰ وَإِنْ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

৩৯২৬ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) উসামা (ইবন যায়িদ) (রা)-কে (নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত) একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। লোকজন তাঁর আমীর নিযুক্ত হওয়ার উপর সমালোচনা শুরু করলে তিনি [নবী (সা)] বললেন, আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করছো, অবশ্য ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার আমীর নিযুক্ত হওয়ার ব্যাপারেও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম, তিনি (উসামার পিতা যায়িদ ইবন হারিসা) ছিলেন আমীর হওয়ার জন্য যথাযোগ্য এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবন যায়িদ) আমার নিকট বেশি প্রিয় ব্যক্তি।

২২.৭ . بَابُ عُمَرَةَ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أَنَسُ عَنْ النَّبِيِّ (ص)

২২০৭. অনুচ্ছেদ : উমরাতুল কাযার বর্ণনা। আনাস (রা) নবী (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন

৩৯২৭ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَىٰ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّىٰ قَاضَاهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لَا نَقْرُ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَغْنَنَّاكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ أَمَحُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَلِيُّ لَا وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هَذَا مَا قَاضَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ إِلَّا السِّيفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَأَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يَقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ اتَّوَا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ أَخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تَنَادَى يَا عَمَّ يَا عَمَّ فَتَنَاقَلَهَا عَلِيُّ فَآخَذَ بِبَيْدِهَا وَقَالَ لِطَاطِمَةَ دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ حَمَلَتْهَا فَآخِطَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيُّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرُ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدُ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَىٰ بِهَا النَّبِيُّ (ص) لِحَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيِّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لَجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخَلْقِي وَقَالَ زَيْدُ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا قَالَ عَلِيُّ لَا تَنْزُوجُ بِنْتُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرِّضَاعَةِ.

৩৯২৭ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) যিলকা'দা

মানে উমরা আদায় করার ইচ্ছায় মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কা নগরীতে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালো। অবশেষে তিনি তাদের সঙ্গে এ কথা উপর সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করেন যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে এসে) তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। মুসলিমগণ সন্ধিপত্র লেখার সময় এভাবে লিখেছিলেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ আমাদের সঙ্গে এ চুক্তি সম্পাদন করেছেন। ফলে তারা (কথাটির উপর আপত্তি উঠিয়ে) বললো, আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল) স্বীকার করিনি। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকারই করতাম তা হলে মক্কা প্রবেশে মোটেই বাধা দিতাম না। বরং আপনি তো মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (উভয়টিই)। তারপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। আলী (রা) উত্তর করলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো এ কথা মুছতে পারবো না। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নিজেই চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন। তিনি (আক্ষরিকভাবে) লিখতে জানতেন না, তবুও তিনি (তার এক মু'জিয়া হিসেবে) লিখে দিলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ এ চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দিয়েছে যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবেন না। মক্কার অধিবাসীদের কেউ তাঁর সাথে যেতে চাইলেও তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় (পুনরায়) অবস্থান করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেবেন না। (পরবর্তী বছর সন্ধি অনুসারে) যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রম হলো তখন মুশরিকরা আলীর কাছে এসে বললো, আপনার সাথী (রাসূলুল্লাহ (সা))-কে বলুন যে, নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি যেন আমাদের নিকট থেকে চলে যান। নবী (সা) সে মতে প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময়ে হামযা (রা)-এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তার পেছনে ছুটলো। আলী (রা) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতিমা (রা)-কে দিয়ে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (রা) বাচ্চাটিকে তুলে নিলেন। (কাফেলা মদীনা পৌঁছার পর) বাচ্চাটি নিয়ে আলী, যায়িদ (ইব্ন হারিসা) ও জা'ফর [ইব্ন আবু তালিব (রা)]-এর মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, আমি তাকে (প্রথমে) কোলে নিয়েছি এবং সে আমার চাচার কন্যা (তাই সে আমার কাছে থাকবে) ! জা'ফর দাবি করলেন, সে আমার চাচার কন্যা এবং তার খালা হলো আমার স্ত্রী। যায়িদ [ইব্ন হারিসা (রা)] বললেন, সে আমার ভাইয়ের কন্যা (অর্থাৎ সবাই নিজ নিজ সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজের কাছে রাখার অধিকার পেশ করলো)। তখন নবী (সা) মেয়েটিকে তার খালার জন্য (অর্থাৎ জা'ফরের পক্ষে) ফায়সালা দিয়ে বললেন (আদর ও লালন-পালনের ব্যাপারে) খালা মায়ের সমপর্যায়ের। এরপর তিনি আলীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। জা'ফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন এবং চারিত্রিক গুণে আমার মতো। আর যায়িদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ঈমানী ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। আলী (রা) [নবী (সা)-কে] বললেন, আপনি হামযার মেয়েটিকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি [নবী (সা)] উত্তরে বললেন, সে আমার দুধ-ভাই (হামযা)-এর মেয়ে।

۲۹۲۸ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاقِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي رَاهِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَرَجَ

مُعْتَمِرًا فَحَالَ كَفَّارُ قَرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَخَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ
الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سِيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحْبَبُوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ
فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالِحُهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ -

৩৯২৮ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইবন ইবরাহীম (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) (মক্কা অভিমুখে) রওয়ানা করলে কুরায়শী কাফেররা তাঁর এবং বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। কাজেই তিনি হুদায়বিয়া নামক স্থানেই কুরবানীর জন্তু যবেহ করলেন এবং মাথা মুগুন করলেন (হালাল হয়ে গেলেন), আর তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করলেন যে, আগামী বছর তিনি উমরা পালনের জন্য আসবেন। কিন্তু তরবারি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র সাথে আনবেন না এবং মক্কাবাসীরা যে ক'দিন ইচ্ছা করবে এর বেশি দিন তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। সে মতে রাসূলুল্লাহ (সা) (পরবর্তী বছর উমরা পালন করতে আসলে) সম্পাদিত চুক্তিনামা অনুসারে তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তারপর তিন দিন অবস্থান করলে মক্কাবাসীরা তাঁকে চলে যেতে বলল। তাই তিনি (মক্কা থেকে) চলে গেলেন।

৩৯২৯ حَدَّثَنِي عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ نَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ
الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ لِلسَّيِّئَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمْ اعْتَمَرَ
النَّبِيُّ (ص) قَالَ أَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِئْثَانَ عَائِشَةَ قَالَتْ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ (ص) عُمْرَةَ إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا
اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ -

৩৯২৯ উসমান ইবন আবু শায়বা (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেই দেখলাম আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) আয়েশা (রা)-এর হাজার কিনারেই বসে আছেন। উরওয়া (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা) ক'টি উমরা আদায় করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, চারটি। এ সময় আমরা (ঘরের ভিতরে) আয়েশা (রা)-এর মিস্‌ওয়াক করার আওয়াজ শুনে পেলাম। উরওয়া (রা) বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আবু আবদুর রহমান [ইবন উমর (রা)] কি বলছেন, তা আপনি শুনেছেন কি যে, নবী (সা) চারটি উমরা করেছেন? আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন যে, নবী (সা) যে কয়টি উমরা আদায় করেছিলেন তার সবটিতেই তিনি (ইবন উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। তাই ইবন উমর (রা) ঠিকই বলবেন। তবে তিনি রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

৩৯৩০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لَمَّا
اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَتَرْنَا مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُوَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) -

৩৯৩০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরাতুল কাযা আদায় করছিলেন তখন আমরা তাঁকে মুশরিক ও তাদের যুবকদের থেকে (তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে) আড়াল করে রেখেছিলাম যেন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন প্রকার কষ্ট বা আঘাত দিতে না পারে।

৩৯৩১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَتْرَبُ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْتَعَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِنْقَاءَ عَلَيْهِمْ * وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ (ص) لِغَامِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمُ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُنَيْقَعَانَ۔

৩৯৩১ সুলায়মান ইবন হারব (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণ (উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) আগমন করলে মুশরিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে, তোমাদের সামনে এমন একদল লোক আসছে, ইয়াসরিবের জুর যাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। এজন্য নবী (সা) সাহাবীগণকে প্রথম তিন সাওত বা চক্রে দেহ হেলিয়ে দুলিয়ে চলার জন্য এবং দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে স্বাভাবিকভাবে চলতে নির্দেশ দেন। অবশ্য তিনি তাঁদেরকে সবকটি চক্রেই হেলে দুলে চলার আদেশ করতেন। কিন্তু তাঁদের প্রতি তাঁর অনুভূতিই কেবল তাঁকে এ হুকুম দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিল। অন্য এক সনদে ইবন সালমা (র) আইয়ুব ও সাঈদ ইবন যুবার (র)-এর মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সন্ধি সম্পাদনের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভের পরবর্তী বছর যখন নবী (সা) (মক্কায়) আগমন করলেন তখন মুশরিকরা যেন সাহাবীদের দৈহিক-বল অবলোকন করতে পারে এজন্য তিনি তাঁদের বলেছেন, তোমরা হেলেদুলে তাওয়াফ করো। এ সময় মুশরিকরা কুআয়কিআন পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখছিল।

৩৯৩২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَمَى النَّبِيُّ (ص) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ۔

১. ইয়াসরিব মদীনার পুরাতন নাম। এ এলাকায় দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই এক প্রকার জুরের প্রাদুর্ভাব লেগে থাকত। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর সোয়ার বরকতে সেটি মদীনা থেকে দূর হয়ে গেল। মুশরিকরা ঐ জুরের প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেছিল মুসলমানরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। আই রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে বলাবলি করার আদেশ দিলেন যেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য অবলোকন করে মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে পড়ে। আর যেহেতু তারা কুআয়কিআন পর্বত থেকেই মুসলমানদের দিকে তাকিয়েছিল আর সেখান থেকে দু' রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটি দেখা যেতো না, এ কারণে তিনি সাহাবাদেরকে এ স্থান স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩৯৩২ মুহাম্মদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা ও মারওয়া-এর মধ্যখানে এ জনাই নবী (সা) 'সায়ী' করেছিলেন, যেন মুশরিকদেরকে তাঁর শৌর্য-বীর্য অবলোকন করাতে পারেন।

৩৯৩৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَيَنْسَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرْفٍ * وَزَادَ ابْنُ اسْتَحْقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ .

৩৯৩৩ মুসা ইবন ইসমাইল (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছেন এবং (ইহরাম খোলার পরে) হালাল অবস্থায় তিনি তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। মায়মূনা (রা) (মক্কার নিকটেই) সারিফ নামক স্থানে ইস্তিকাল করেছেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] অপর একটি সনদে ইবন ইসহাক-ইবন আবু নাজীহ ও আবান ইবন সালিহ-আতা ও মুজাহিদ (র)-ইবন আব্বাস (রা) থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) উমরাতুল কাযা আদায়ের সফরে মায়মূনা (রা)-কে বিয়ে করেছিলেন।

২২.৪ . بَابُ غَزْوَةِ مُوتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ

২২০৮. অনুচ্ছেদ : সিরিয়ায় সংঘটিত মৃতার যুদ্ধের বর্ণনা

৩৯৩৪ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُمَرُو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيلٌ فَعَدَدَتْ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ .

৩৯৩৪ আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, সেদিন (মৃতার যুদ্ধের দিন) তিনি শাহাদত প্রাপ্ত জা'ফর ইবন আবু তালিব (রা)-এর লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। (তিনি বলেন) আমি জা'ফর (রা)-এর দেহে তখন বর্শা ও তরবারির পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন গুণেছি। আর তন্মধ্যে কোনটাই তাঁর পশ্চাৎ দিকে ছিল না।

৩৯৩৫ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَوَجَدْنَا فِي جَسَدِهِ بَعْضًا مِمَّا تَمَسَّ بِهِ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ .

৩৯৩৫ আহমদ ইবন আবু বাকর (র) আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়দ

(রা) শহীদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবন আবু তালিব (রা) সেনাপতি হবে। যদি জাফর (রা)-ও শহীদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, ঐ যুদ্ধে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবন আবু তালিব (রা)-কে তালাশ করলে তাকে শহীদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে তীর ও বর্শার নকইটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।

৩৭২৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَيْرُهُمْ ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّأْيَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .

৩৯৩৬ আহমদ ইবন ওয়াকিদ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা)-এর নিকট (মৃত্যুর) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে যায়িদ, জাফর ও ইবন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়িদ (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাকে শহীদ করা হয়। তখন জাফর (রা) পতাকা হাতে অগ্রসর হল, তাকেও শহীদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহীদ করে দেয়া হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন) অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ তাদের উপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।

৩৭২৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عُمَرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُعْرِفُ فِيهِ الْحَزْنَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا أَطَّلَعُ مِنْ صَانِرِ الْبَابِ ، يَعْنِي مِنْ شَقِ الْبَابِ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بَكَاءَ مَنْ قَامَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِيعَهُ قَالَ قَامَرٌ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْتَنَا فَرَعَمْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِنَّ مِنَ السُّرَّابِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرَعَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) مِنَ الْعَنَاءِ .

১. ইতিপূর্বের হাদীসে যেহেতু কেবল তরবারি ও বর্শার আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল এ জন্য পঞ্চাশটি আঘাতের কথা বলা হয়েছে। আর বর্তমান হাদীসে বর্শা ও তীরের আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছে, তাই নকইটিরও অধিক সংখ্যার কথা বলা হয়েছে। কিংবা পূর্ব হাদীসে কেবল সন্ধ্যের দিকে অবস্থিত আঘাতগুলো গণনা করা হয়েছিল। আর বর্তমান হাদীসে সন্ধ্যু-পঞ্চাৎ নির্বিশেষে সমগ্র দেহের আঘাতগুলো গণনা হয়েছে। তাই সংখ্যার পরিমাণে উভয় হাদীসের মধ্যে তিনুতা দৃষ্টি হয়েছে।

৩৯৩৭ কুতায়বা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যায়িদ ইব্ন হারিসা, জাফর ইব্ন আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদতের সংবাদ এসে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (সা) বসে পড়লেন। তাঁর চেহারায় শোকের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে তাকিয়ে দেখলাম, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাফর (রা)-এর পরিবারের মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] মেয়েদেরকে বারণ করার জন্য লোকটিকে হুকুম করলেন। লোকটি ফিরে গেলো। তারপর আবার এসে বলল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শোনেনি। আয়েশা (রা) বলেন, এবারও রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে পুনঃ হুকুম করলেন। লোকটি সেখানে গেল কিন্তু পুনরায় এসে বলল, আল্লাহর কসম তারা আমার কথা মানছে না। আয়েশা (রা) বলেন, (তারপর) সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বলেছিলেন, তা হলে তাদের মুখের উপর মাটি ছুঁড়ে মার। আয়েশা (রা) বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ তোমার নাককে অপমানিত করুক। আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে যে কাজ করতে বলেছেন তাতে তুমি সক্ষম নও অথচ তুমি তাকে বিরক্ত করা পরিত্যাগ করছ না।

৩৯৩৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيًّا ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ۔

৩৯৩৮ মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (র) আমির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল যে, যখনই তিনি জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর পুত্র (আবদুল্লাহ)-কে সালাম দিতেন তখনই তিনি বলতেন, তোমার প্রতি সালাম, হে দু'ডানাওয়ালা পুত্র।

৩৯৩৯ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مَوْتِهِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ۔

৩৯৩৯ আবু নুআইম (র) কায়স ইব্ন আবু হায়িম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙ্গে গিয়েছিল। পরিশেষে আমার হাতে একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারি ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

৩৯৪০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقُّ فِي يَدِي يَوْمَ مَوْتِهِ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَّرْتُ فِي يَدِي صَفِيحَةً لِي يَمَانِيَّةً۔

৩৯৪০ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, মৃত্যুর যুদ্ধে আমার হাতে নয়খানা তরবারি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। (পরিশেষে) আমার হাতে আমার একটি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারিই টিকেছিল।

১. মৃত্যুর লড়াইয়ে জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা) এর দু'টি হাতই কেটে যাওয়ায় কারণে তিনি শাহাদত হয়ে গেলেন। আর এর দিনময়ে আল্লাহ তাকে দু'টি পাখা দান করেছেন যেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্নাতের মধ্যে তড়িৎ বেড়ান। এবং এ কারণেই জাফরকে তাইয়্যার উপাধি দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ঐ দিকে ইঙ্গিত করেই তাঁর ছেলেকে দু'পাখাওয়ালার পুত্র বলে ডাকতেন। (কাসতুলানী, শরহে বুখারী)

২৯৬১ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مَيْسِرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْمَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُمَّتُهُ عَمْرَةَ تَبْكِي وَاجْبَلَاءَ وَكَذَا وَكَذَا تُعَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ حَيْنُ أَفَاقَ مَا قُلْتَ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ -

৩৯৪১ ইমরান ইবন মায়সারা (র) নু'মান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) (কোন কারণে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর বোন আমরা [বিনত রাওয়াহা (রা)] হায়, হায় পাহাড়ের মতো আমার ভাই, হায়রে অমুকের মত, তমুকের মত ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করে কান্নাকাটি শুরু করল। এরপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি তাঁর বোনকে বললেন, তুমি যেসব কথা বলে কান্নাকাটি করেছিলে সেসব কথা সম্পর্কে আমাকে (বিদ্রূপাঙ্কভাবে) জিজ্ঞাসা করে বলা হয়েছে, তুমি কি সত্যই এরূপ?

২৯৬২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّازُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَعْمَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ -

৩৯৪২ কুতায়বা (র) নু'মান ইবন বাশীর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বেহুঁশ হয়ে পড়লেন যেভাবে উপরোক্ত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। (তারপর তিনি বলেছেন) এরপর তিনি [আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)] যখন (মৃত্যুর লড়াইয়ে) শহীদ হন তখন তাঁর বোন মোটেই কান্নাকাটি করেনি।

২২. ১ . بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ (ص) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ

২২০৯. অনুচ্ছেদ : জুহায়না গোত্রের শাখা 'হুরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সা)-এর উসামা ইবন যায়িদ (রা)-কে প্রেরণ করা

২৯৬৩ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى الْحُرُقَاتِ فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيَتْهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعْنَتْهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقْتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْتَ كَانَ مَتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يَكْرِرُهَا حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ -

৩৯৪৩ আমার ইবন মুহাম্মদ (র) উসামা ইবন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হরকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। আমরা প্রত্যুষে গোত্রটির উপর আক্রমণ করি এবং তাদেরকে পরাজিত করে দেই। এ সময়ে আনসারদের এক ব্যক্তি ও আমি তাদের (হরকাদের)

একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা যখন তাকে ঘিরে ফেললাম তখন সে বলে উঠলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ বাক্য শুনে আনসারী তার অস্ত্র সামলে নিলেন। কিন্তু আমি তাকে আমার বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেললাম। আমরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করার পর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কান পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, হে উসামা! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম, সে তো আত্মরক্ষার জন্য কলেমা পড়েছিল। এর পরেও তিনি এ কথাটি 'হে উসামা! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করেছ' বারবার বলতে থাকলেন। এতে আমার মন চাঞ্চিল যে, হয় যদি সেই দিনটির পূর্বে আমি ইসলামই গ্রহণ না করতাম! (তা হলে কতই ভাল হত, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এহেন অনুতাপের কারণ হতে হত না।)১

৩৭৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَةَ بِنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا بِيَعُثُ مِنَ الْبِعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ * وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بِنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَةَ يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيمَا بِيَعُثُ مِنَ الْبِعُوثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً أُسَامَةُ۔

৩৯৪৪ কুতায়বা ইবন সাসিদ (র) সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আর তিনি যেসব অভিযান (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিকে) পাঠিয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়টি অভিযানে আমি অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে একবার আবু বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন, আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র) অপর একটি হাদীসে তাঁর পিতা ইয়াযীদ ইবন আবী উবায়দা (রা)-এর মাধ্যমে সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আর তিনি (বিভিন্ন দিকে) যেসব সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এর নয়টি সেনাদলে অংশ নিয়েছি। এ সব সেনাদলে একবার আবু বকর (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন। আরেকবার উসামা (রা) আমাদের সেনাপতি থাকতেন।

৩৭৬৫ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا۔

৩৯৪৫ আবু আসিম দাহ্বাক ইবন মাখলাদ (র) সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। নবী (সা) তাঁকে (যায়িদকে) আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন।

১. রাসূলুল্লাহ (সা) এ ঘটনায় দারুণভাবে ব্যথিত হয়েছেন বলেই তিনি অনুতাপের অভিযানে এ কথা বলেছেন। নতুবা পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে যে খারাপ করে ফেলেছেন এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম কুবত্বী (র) বর্ণনা করেছেন : এরপর রাসূল (সা) তাঁকে নিহত ব্যক্তির দিয়ান (রক্তপণ) আদায়ের জন্য আদেশ দিয়েছেন।

৩৯৬৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ مُسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ ابْنِ الْأَكْرَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) سَبْعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرَدِ قَالَ : يَزِيدُ وَنَسِيتُ بَقِيَّتَهُمْ .

৩৯৬৬ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এতে তিনি খায়বার, হুদায়বিয়া, হুনায়ন ও যিকারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ (র) বলেন, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলোর নাম আমি ভুলে গিয়েছি।

২২১০ . بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ (ص)

২২১০. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের অভিযান এবং নবী (সা)-এর অভিযান প্রস্তুতির সংবাদ ফাঁস করে মক্কাবাসীদের নিকট হাতিব ইব্ন আব্ব বালতা'আর লোক প্রেরণ

৩৯৬৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادُ فَقَالَ انْطَلِقُوا جَسَى رَوْضَةَ خَاخِ ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةَ مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا نَعَادِي بِنَا خَيْلَنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّاعِينَةِ قَلْنَا أَخْرَجِنِي الْكِتَابَ ، قَالَتْ مَا مَعِيَ الْكِتَابُ فَقَلْنَا لَنُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ نَلْقَيْنَ النَّيَّابَ ، قَالَ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا فِيهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسِ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ يَقُولُ لَنْتُ حَلِيفًا ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مِنْ مَعِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَاحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَخْجِزَ عَنْهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي ، وَلَمْ أَفْعَلْهُ إِرتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلَا رِضًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَسَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَيَّ مِنْ شَهِدٍ بَدْرًا قَالَ : اَعْمَلُوا مَا سَأَلْتُمْ فَقَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ ، فَانزَلَ اللَّهُ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَتَّقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ .

৩৯৪৭ কুতায়বা (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এবং ফুবাযর ও মিকদাদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলে পাঠালেন যে, তোমরা রওয়ানা হয়ে রাওয়ায়ে খাখ নামক স্থানে চলে যাও, সেখানে সাওয়ারীর পিঠে হাওদায় আরোহিণী জর্নৈক মহিলার কাছে একখানা পত্র আছে। তোমরা ঐ পত্রটি সেই মহিলা থেকে কেড়ে আনবে। আলী (রা) বলেন, আমরা রওয়ানা হলাম। আর আমাদের অশ্বগুলো আমাদেরকে নিয়ে খুব দ্রুত ছুটে চললো। অবশেষে আমরা রাওয়ায়ে খাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। গিয়েই আমরা হাওদায় আরোহিণী মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা (তাকে) বললাম, পত্রটি বের কর। সে উত্তর দিল : আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম অবশ্যই তোমাকে পত্রটি বের করতে হবে, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড়-চোপড় খুলে তালাশ করব। রাবী বলেন, মহিলাটি তখন তার চুলের খোপা থেকে পত্রটি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেল এটি হাতিব ইবন আবু বালতা'আ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি এতে মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহীত কিছু গোপন তৎপরতার সংবাদ ফাঁস করে দিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে হাতিব! এ কি কাজ করেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (অনুগ্রহ পূর্বক) আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি কুরাইশদের স্বগোষ্ঠীয় কেউ ছিলাম না বরং তাদের বন্ধু অর্থাৎ তাদের মিত্র গোত্রের একজন ছিলাম। আপনার সঙ্গে যেসব মুহাজির আছেন কুরাইশ গোত্রে তাদের অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। যারা এদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদের হিফাজত করছে। আর কুরাইশ গোত্রে যখন আমার বংশগত কোন সম্পর্ক নেই তাই আমি ভাবলাম যদি আমি তাদের কোন উপকার করে দেই তাহলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হিফাজতে এগিয়ে আসবে। কখনো আমি আমার দীন পরিত্যাগ করা কিংবা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরকে গ্রহণ করার জন্য এ কাজ করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বললেন, সে (হাতিব) তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলেছে। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, দেখ, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জান না, হয়তো আল্লাহ তা'আলা বদরে অংশগ্রহণকারীদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশী করতে থাক, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরা অবতীর্ণ করেন : হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে (বদেশ থেকে) বহিষ্কার করেছে এ কারণে যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে থাক তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত আছি। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ কাজ করে সে তো বিচ্যুত হয়ে যায় সরল পথ থেকে (৬০ : ১)।

۲۲۱۱ . بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ

২২১১. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ । এ যুদ্ধটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছে

۳۹৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مَقْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ .

৩৯৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন । বর্ণনাকারী যুহরী (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র)-কেও অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি । আরেকটি সূত্র দিয়ে তিনি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আক্বাস বলেছেন, (মক্কা অভিযানে রওয়ানা হয়ে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোযা পালন করছিলেন । অবশেষে তিনি যখন কুদায়দ এবং উস্ফান নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনাটির কাছে পৌঁছেন তখন তিনি ইফতার করেন । এরপর রমযান মাস খতম হওয়া পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি ।

۳۹৪৯ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشْرَةٌ أَلْفٍ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُونَ وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ ، وَأَفْطَرُوا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْآخِرُ فَالْآخِرُ .

৩৯৪৯ মাহমুদ (র) ইব্ন আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) রমযান মাসে মদীনা থেকে (মক্কা অভিযানে) রওয়ানা হন । তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার সাহাবী । তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনা চলে আসার সাড়ে আট বছর অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল । তিনি ও তাঁর সঙ্গী মুসলিমগণ রোযা অবস্থায়ই মক্কা অভিযানে রওয়ানা হন । অবশেষে তিনি যখন উস্ফান ও কুদায়দ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী কাদীদ নামক জায়গার ঝরনার নিকট পৌঁছিলেন তখন তিনি ও সঙ্গী মুসলিমগণ ইফতার করলেন । যুহরী (র) বলেছেন : (উম্মাতের জীবনযাত্রায়) ফাতওয়া হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজকর্মের শেষোক্ত আমলটিকেই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গণ্য করা হয় । (কেননা শেষোক্ত আমল এর পূর্ববর্তী আমলকে রহিত করে দেয়) ।

৩৯৫০ | حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ ، وَمُقْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُقْطِرُونَ لِلصَّوَامِ أَفْطَرُوا * وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ ، وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৩৯৫০ | আইয়াশ ইবন ওয়ালাদ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে হুনায়েনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। সঙ্গী মুসলিমদের অবস্থা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছিলেন রোযাদার। আবার কেউ রোযাবিহীন অবস্থায়। তাই তিনি যখন সওয়ারীর উপর বসলেন তখন তিনি একপাত্র দুধ কিংবা পানি আনতে বললেন। তারপর তিনি পাত্রটি হাতের উপর কিংবা সওয়ারীর উপর রেখে (সমবেত) লোকজনের দিকে তাকালেন। এ অবস্থা দেখে রোযাবিহীন লোকেরা রোযাদার লোকদেরকে ডেকে বললেন : তোমরা রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবদুর রায়যাক, মা'মার, আইয়ুব, ইকরিমা (র) সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) - অভিযানে বের হয়েছিলেন। এভাবে হাম্মাদ ইবন যায়িদ আইয়ুব ইকরিমা (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকেও বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

৩৯৫১ | حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِإِيرِيَةَ النَّاسِ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : صَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -

৩৯৫১ | আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) রমযান মাসে রোযা অবস্থায় (মক্কা অভিযানে) সফর করেছেন। অবশেষে তিনি উসফান নামক স্থানে উপনীত হলে একপাত্র পানি দিতে বললেন। তারপর দিনের বেলাই তিনি সে পানি পান করলেন যেন তিনি লোকজনকে তাঁর রোযাবিহীন অবস্থা দেখাতে পারেন। এরপর মক্কা পৌঁছা পর্যন্ত তিনি আর রোযা পালন করেননি। বর্ণনাকারী বলেছেন, পরবর্তীকালে ইবন আব্বাস (রা) বলতেন সফরে কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) রোযা পালন করতেন আবার কোন কোন সময় তিনি রোযাবিহীন অবস্থায়ও ছিলেন। তাই সফরে (তোমাদের) যার ইচ্ছা সে রোযা পালন করতে পার আর যার ইচ্ছা সে রোযাবিহীন অবস্থায়ও থাকতে পার। (সফর শেষে আবাসে ডা আদায় করে নেবে)।

২২১২. بَابُ آيِنَ رَكَزِ النَّبِيِّ (ص) الرَّأْيَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১২. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিনে নবী (সা) কোথায় ঝাণ্ডা স্থাপন করেছিলেন

৩৯০২ حَدَّثَنَا عَيْبُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سَفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظُّهْرَانَ ، فَأَذَاهُمْ بَنِيْرَانُ كَانَتْهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ مَا هَذِهِ لَكَانَتْهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ بَدِيلُ بْنُ وَرْقَاءَ نِيرَانُ بَنِيْ عَمْرٍو فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ عَمْرٍو أَقْلٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَرَأَاهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاسْتَلَّمَ أَبُو سَفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ إِحْسِبْ أَبَا سَفْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الْخَيْلِ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ (ص) تَمُرُّ كَتِيْبَةٌ كَتِيْبَةٌ عَلَى أَبِي سَفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيْبَةٌ قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ عِفَّارٌ قَالَ مَالِي وَلِغِفَّارٍ ، ثُمَّ مَرَّتْ جَهِيْنَةٌ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ هُدَيْمٍ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَلِيْمٌ فَقَالَ مِثْلُ حَتَّى ، أَقْبَلَتِ كَتِيْبَةٌ لَمْ يَرِ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الْإِنصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ مَعَهُ الرَّأْيَةَ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ يَا أَبَا سَفْيَانَ الْيَوْمُ الْيَوْمُ الْمَلْحَمَةِ ، الْيَوْمُ تَسْتَحِلُّ الْكَعْبَةَ فَقَالَ أَبُو سَفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبِيْدًا يَوْمَ السِّدْمَارِ ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتِيْبَةٌ وَهِيَ أَقْلُ الْكُتَابِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَصْحَابُهُ وَرَأْيَةُ النَّبِيِّ (ص) مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِأَبِي سَفْيَانَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَبَ سَعْدُ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعْظِمُ اللَّهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُرَكَزَ رَأْيَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بِنِْ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ هَاهُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ تُرَكَزَ الرَّأْيَةَ قَالَ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلَيْدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ كَدَاءٍ فَقَتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حَبِيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكَرْزُ بْنُ جَابِرِ الْفَهْرِيِّ .

৩৯৫২ উবায়দ ইবন ইসমাসিল (র) হিশামের পিতা [উরওয়া ইবন যুবায়র (রা)] থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) (মক্কা অভিমুখে) রওয়ানা করেছেন। এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে আবু সুফিয়ান ইবন হারব, হাকীম ইবন হিয়াম এবং বুদায়ল ইবন ওয়ারকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বেরিয়ে এলো। তারা রাতের বেলা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে (মক্কার

অনুরে) মারকুম্ জাহরান নামক স্থান পর্যন্ত এসে পৌঁছেলে আরাফার ময়দানে প্রজ্বলিত আলোর মত অসংখ্য আগুন দেখতে পেল। আবু সুফিয়ান (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বলে উঠল, এ সব কিসের আলো? ঠিক যেন আরাফার ময়দানে প্রজ্বলিত আলোর মত (অসংখ্য বিস্তুত)। বুদায়ল ইব্ন ওয়ারকা উত্তর করল, এগুলো আমার গোত্রের (চুলার) আলো। আবু সুফিয়ান বলল, আমার গোত্রের লোক সংখ্যা এ অপেক্ষা অনেক কম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কয়েকজন সামরিক প্রহরী তাদেরকে দেখে ফেলল এবং কাছে গিয়ে তাদেরকে পাকড়াও করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে নিয়ে এলো। এ সময় আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] যখন (সেনাবাহিনী সহ মক্কা নগরীর দিকে) রওয়ানা হলেন তখন আব্বাস (রা)-কে বললেন, আবু সুফিয়ানকে পথের একটি সংকীর্ণ জায়গায় (পাহাড়ের কোণে) দাঁড় করাবে, যেন সে মুসলমানদের সমগ্র সেনাদলটি দেখতে পায়। তাই আব্বাস (রা) তাকে যথাস্থানে থামিয়ে রাখলেন। আর নবী (সা)-এর সাথে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আলাদা আলাদাভাবে বণ্ডন হয়ে আবু সুফিয়ানের সশুখ দিয়ে অতিক্রম করে যেতে লাগল। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করে গেল। আবু সুফিয়ান বললেন, হে আব্বাস (রা), এরা কারা? আব্বাস (রা) বললেন, এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না। এরপর জুহায়না গোত্রের লোকেরা অতিক্রম করে গেলেন, আবু সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সা'দ ইব্ন হুযায়ম গোত্র অতিক্রম করল, তখনো আবু সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। তারপর সূলায়ম গোত্র অতিক্রম করলেও আবু সুফিয়ান অনুরূপ বললেন। অবশেষে একটি বিরাট বাহিনী তার সামনে এলো যে, এত বিরাট বাহিনী এ সময় তিনি আর দেখেননি। তাই (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, এরাই (মদীনার) আনসারবৃন্দ। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তাঁদের দলপতি। তাঁর হাতেই রয়েছে তাঁদের পতাকা। (অতিক্রমকালে) সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন, আজকের দিন কা'বার অভ্যন্তরে রক্তপাত হালাল হওয়ার দিন। আবু সুফিয়ান বললেন, হে আব্বাস! আজ হারাম ও তার অধিবাসীদের প্রতি তোমাদের করুণা প্রদর্শনেরও কত উত্তম দিন। তারপর আরেকটি সেনাদল আসল। সংখ্যাগত দিক থেকে এটি ছিল সবচেয়ে ছোট দল। আর এদের মধ্যেই ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ। বুদায়র ইবনুল আওয়াম (রা)-এর হাতে ছিল নবী (সা)-এর ঝাড়া। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আবু সুফিয়ান বললেন, সা'দ ইব্ন উবাদা কি বলছে আপনি তা কি জানেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, সে এ রকম এ রকম বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সা'দ ঠিক বলেনি বরং আজ এমন একটি দিন যে দিন আল্লাহ কা'বাকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আজকের দিনে কা'বাকে গিলাফে আচ্ছাদিত করা হবে। কর্নাকারী বলেন, (মক্কা নগরীতে পৌঁছে) রাসূলুল্লাহ (সা) হাজুন নামক স্থানে তাঁর পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। বর্ণনাকারী উরওয়া নাফি' জুবায়র ইব্ন মুত'িম আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা)-কে (মক্কা বিজয়ের পর একদা) বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ? রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে এ জায়গায়ই পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উরওয়া (রা) আরো বলেন, সে

দিন রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে মক্কার উঁচু এলাকা কাদার দিক থেকে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর নবী (সা) (নিম্ন এলাকা) কাদার দিক থেকে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের অস্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে হুবাযশ ইবনুল আশআর এবং করয ইব্ন জাবির ফিহরী (রা)—এ দু'জন শহীদ হয়েছিলেন।

৩৯০৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ يَرْجِعُ وَقَالَ لَوْ لَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَعُ-

৩৯০৩ আবুল ওয়ালীদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর উটনীর উপর দেখেছি, তিনি 'তারজী' করে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করছেন। বর্ণনাকারী মু'আবিয়া ইব্ন কুররা (র) বলেন, যদি আমার চতুর্পার্শ্বে লোকজন জমায়েত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিলাওয়াত বর্ণনা করতে যেভাবে তারজী করেছিলেন আমিও ঠিক সে রকমে তারজী করে তিলাওয়াত করতাম।

৩৯০৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيْنَ تَنْزِلُ غَدَاً قَالَ السَّنْبِيُّ (ص) وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنزِلِ ثُمَّ قَالَ لَا يَثِرُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرُ وَلَا يَثِرُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنُ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَرَثَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ وَرَثُهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ * قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ آيْنَ تَنْزِلُ غَدَاً فِي حَجَّتِهِ وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ حَجَّتَهُ . وَلَا زَمَنَ الْفَتْحِ-

৩৯০৪ সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান (র) উনামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মক্কা বিজয়ের কালে বিজয়ের একদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? নবী (সা) বললেন, আকীল কী আমাদের জন্য কোন বাড়ি অবশিষ্ট রেখে গিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, মুমিন ব্যক্তি কাফেরের ওয়ারিশ হয় না, আর কাফেরও মুমিন ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না। (পরবর্তীকালে) যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আবু তালিবের ওয়ারিশ কে হয়েছিল? তিনি বলেছেন, আকীল এবং তালিব তার ওয়ারিশ হয়েছিল। আমার (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন কথাটি

১. আবু তালিবের মৃত্যুকালে তার পুত্র আকীল কাফের অবস্থায় ছিল। এ দিকে আবু তালিবেরও ইমান গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। এ জন্য আকীল তার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন আর অঙ্গী এবং জা'ফর মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন। কিন্তু আকীল পরবর্তীকালে সমুদয় সম্পদ জমা-জমি বিক্রয় করে ফেলে এবং মুসলমান হয়ে যায়। এ জন্যই রাসূল (সা) উপরোক্ত উক্তি করেছেন।

(উসামা ইবন যায়িদ) রাসূল (সা)-কে তার হজ্জের সফরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু ইউনুস (র) তাঁর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সময় বা হজ্জের সফর কোনটিরই উল্লেখ করেননি।

৩৯৫৫ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ۔

৩৯৫৫ আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের পূর্বে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইনশাআল্লাহ 'খাইফ' হবে আমাদের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরীর উপর পরস্পরে শপথ গ্রহণ করেছিল।

৩৯৫৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ أَرَدَ حَنْظَلٌ مَنزِلَنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ۔

৩৯৫৬ মুসা ইবন ইসমাঈল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হুনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন, বনী কিনানার খাইফ নামক স্থানেই হবে আমাদের আগামী কালের অবস্থানস্থল, যেখানে কাফেররা কুফরের উপর পরস্পর শপথ গ্রহণ করেছিল।

৩৯৫৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُرَّةٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مَتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَقْتَلَهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ (ص) فِيمَا نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا۔

৩৯৫৭ ইয়াহইয়া ইবন কাযাআ (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মাধ্যম লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবেমাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবন খাতাল কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (সা) বললেন, তাকে হত্যা কর। ইমাম মালিক (র) বলেছেন, আমাদের ধারণামতে সেদিন নবী (সা) ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। তবে আল্লাহ আমাদের চেয়ে ভাল জানেন।

১. হিজরতের পূর্বে একবার কাফেররা সম্মিলিতভাবে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'খাইফ' নামক স্থানে একত্রিত হয়েছিল এবং তারা নবী (সা), বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে খাইফ এলাকায় নির্বাসন দেয়ার ফয়সালা করেছিল। পরিশেষে সকলে এ ফয়সালা মুতাবিক কাজ করে যাবে এ কথা উপর তারা পরস্পর শপথ করে একটি চুক্তিনামাও স্বাক্ষর করেছিল। এটিই খাইফের দস্তাবেজ নামে প্রসিদ্ধ। নবী (সা) এদিকেই ইশারা করেছিলেন।

২. জাহিলিয়াতের যুগে ইবন খাতালের নাম ছিল আবদুল উযযা। সে কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আবার মুরতাদ হয়ে যায় এবং অন্যায়ভাবে একজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দু'টি গায়িকা বাদী ছিল, এদের মাধ্যমে সে নবী (সা) এবং মুসলমানদের কুৎনাজনিত পান ওনিয়ে মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ছড়াত। এ জনাই নবী (সা) যখন মক্কা ত্যাগ করেন তখন তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে ইনযাম ও মাকামে ইবরাহীমের মশাবর্তী স্থানে তাকে হত্যা করা হয়। আর গায়িকা বাদীদ্বয়ের মধ্যে একজনকে নবী (সা)-এর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল। অপরজন ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্তি পেয়েছিল।

৩৯০৮ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ (ص) مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثُمِائَةَ نَصَبٍ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا بِيَدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .

৩৯০৮ সাদাকা ইবন ফায়ল (র) আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন বায়তুল্লাহর চারপাশ ঘিরে তিনশত ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি হাতে একটি লাঠি নিয়ে (বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং) প্রতিমাগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর (মুখে) বলতে থাকলেন, হক এসেছে, বাতিল অপসৃত হয়েছে। হক এসেছে বাতিলের আর উদ্ভব ও পুনরুদ্ভব ঘটবে না।

৩৯০৯ حَدَّثَنِي اسْحَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْأَلِهَةُ فَأَمْرَبَهَا فَأَخْرَجَتْ فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَفْسَمَابِهَا قَطُّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَثِرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ * تَابِعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

৩৯০৯ ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় আগমন করার পর তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে বিরত রইলেন, কারণ সে সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে অনেক প্রতিমা স্থাপিত ছিল। তিনি এগুলোকে বের করে ফেলার জন্য আদেশ দিলেন। প্রতিমাগুলো বের করা হল। তখন (ঐগুলোর সাথে) ইবরাহীম ও ইসমাইল (আ)-এর মূর্তিও বেরিয়ে আসল। তাদের উভয়ের হাতে ছিল মুশরিকদের ভাগ্য নির্ণয়ের কয়েকটি তীর। তখন নবী (সা) বললেন, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুক। তারা অবশ্যই জানত যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাইল (আ) কখনো তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজ করেননি। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে প্রবেশ করলেন। আর প্রত্যেক কোণায় কোণায় গিয়ে আল্লাহ আকবার ধ্বংস দিলেন এবং বেরিয়ে আসলেন। আর সেখানে নামায আদায় করেননি। মামার (র) আইয়ুব (র) সূত্রে এবং ওহায়ব (র) আইয়ুব (র)-এর মাধ্যমে ইকরামা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২২১২ . يَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ (ص) مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَأْسِهِ مِرْدَلًا أَسْمَاءُ ابْنِ رَبِيعَةَ بِلَالٌ وَمَعَهُ عَثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَبَابَةِ حَتَّى أَتَا فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَمَكَثَ فِيهِ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَدَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَأَلَهُ أَيُّنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَتَسَيَّتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ

২২১৩. অনুচ্ছেদ : মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে নবী (সা) প্রবেশের বর্ণনা। লায়স (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইবন যায়দকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কা নগরীর উঁচু এলাকার দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল এবং বায়তুল্লাহর চাবি রক্ষক উসমান ইবন তালহা। অবশেষে তিনি [নবী (সা)] মসজিদে হারামের সামনে সওয়ারী থামালেন এবং উসমান ইবন তালহাকে চাবি এনে (দরজা খোলার) আদেশ করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) (কা'বার অভ্যন্তরে) প্রবেশ করলেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবন যায়দ, বিলাল এবং উসমান ইবন তালহা (রা)। সেখানে তিনি দিবসের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অবস্থান করে (নামায তাকবীর ও অন্যান্য দোয়া করার পর) বেহ হয়ে এলেন। তখন অন্যান্য লোক (কা'বার ভিতরে প্রবেশের জন্য) দ্রুত ছুটে এলো। তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) প্রথমেই প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পাশে দাঁড়ানো পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—রাসূলুল্লাহ (সা) কোন জায়গায় নামায আদায় করেছেন? তখন বিলাল তাকে তাঁর নামাযের জায়গাটি ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকাত আদায় করেছিলেন বিলাল (রা)-কে আমি এ কথাটি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

৩৭৭. حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ النَّبِيِّ بِأَعْلَى مَكَّةَ * تَابِعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَوَهَيْبٌ فِي كَدَاءِ-

৩৯৬০। হায়সাম ইবন খারিজা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন। আবু উসামা এবং ওহায়ব (র) 'কাদা'-এর দিক দিয়ে প্রবেশ করার বর্ণনায় হাবস ইবন মায়সারা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

৩৭৭। حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) دَخَلَ الْفَتْحِ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءِ-

৩৯৬১। উবায়দ ইবন ইসমাইল (র) হিশামের পিতা থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

২২১৪ . بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ الْفَتْحِ

২২১৪. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা)-এর অবস্থানস্থল

৩৭৭২ | حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرْنَا أَحَدًا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ (ص) يُصَلِّيَ الضُّحَى غَيْرَ أُمَّ هَانِئٍ فَإِنَّا نَذَكَّرُ أَنَّهُ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَحْفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

৩৯৬২ | আবুল ওয়ালীদ (র) ইবন আবী লায়লা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী (সা)-কে চাশতের নামায় আদায় করতে দেখেছে—এ কথাটি একমাত্র উম্মে হানী (রা) ছাড়া অন্য কেউ আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) তাঁর বাড়িতে গোসল করেছিলেন, এরপর তিনি আট রাকাত নামায় আদায় করেছেন। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে এ নামায় অপেক্ষা হালকাভাবে অন্য কোন নামায় আদায় করতে দেখিনি। তবে তিনি রুকু, সিজদা পুরোপুরিই আদায় করেছিলেন।

২২১৫ . بَابُ

২২১৫. অনুচ্ছেদ

৩৭৭৩ | حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي .

৩৯৬৩ | মুহাম্মাদ ইবন বাশশার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) তাঁর 'নামায়ের রুকু' ও সিজদায় পড়তেন, সুবহানা'কা আল্লাহু'হুমা রাক্বানা ওয়া বিহামদিকাল্লাহু'হুমা ইগফির লী অর্থাৎ অতি পবিত্র হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

৩৭৭৪ | حَدَّثَنَا أَبُو السُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاحِ بَدْرٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تَدْخُلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاؤُ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَعَلِمْتُمْ قَالَتْ يَوْمَ ، وَدَعَانِي مَعَهُمْ ، قَالَ وَمَا رَأَيْتَهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مَنِيَّ ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

أَمْرَنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ نَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصَرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكْذَابُكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ لَا : قَالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) . أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَتَحْ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلَامَةٌ أَجْلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا . قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ .

৩৯৬৪ আবু নুমান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) তাঁর (পরামর্শ মজলিসে) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বর্ষীয়ান সাহাবাদের সঙ্গে আমাকেও शामिल করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি এ তরুণকে কেন আমাদের সাথে মজলিসে शामिल করেন। তার মত সন্তান তো আমাদেরও আছে। তখন উমর (রা) বললেন, ইবন আব্বাস (রা) ঐ সব মানুষের একজন যাদের (মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। ইবন আব্বাস বলেন, একদিন তিনি (উমর) তাদেরকে পরামর্শ মজলিসে আহ্বান করলেন এবং তাঁদের সাথে তিনি আমাকেও ডাকলেন। তিনি (ইবন আব্বাস) বলেন, আমার মনে হয় সেদিন তিনি তাঁদেরকে আমার ইন্মের গভীরতা দেখানোর জন্যই ডেকেছিলেন। উমর বলেন, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيَّ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِيَّ এভাবে সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ সূরা সম্পর্কে আপনারদের কি বক্তব্য? তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, এখানে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন আমাদেরকে সাহায্য করা হবে এবং বিজয় দান করা হবে তখন যেন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর কেউ কেউ বললেন, আমরা অবগত নই। আবার কেউ কেউ কোন উত্তরই করেননি। এ সময় উমর (রা) আমাকে বললেন, ওহে ইবন আব্বাস! তুমি কি এ বকমই মনে কর? আমি বললাম, জ্বী, না। তিনি বললেন, তা হলে তুমি কি বকম মনে কর? আমি বললাম, এটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। “যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে” অর্থাৎ মক্কা বিজয়। সেটিই হবে আপনার ওফাতের পূর্বাভাস। সুতরাং এ সময়ে আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। অবশ্যই তিনি তাওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, এ সূরা থেকে তুমি যা উপলব্ধি করেছ আমি এটি ছাড়া অন্য কিছু উপলব্ধি করিনি।

২১৬০ | حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَرْحِبِيلٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَنْذَرَنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَحَدُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْعَدَمِ يَوْمَ الْفَتْحِ سَمِعْتَهُ أذْنًا وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْتَ حَمْدُ اللَّهِ وَأَنْشَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحْرِمِهَا النَّاسُ . لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَغْضِبَهَا شَجْرًا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِيهَا فَقَوْلُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أذنَ لِرَسُولِهِ بِدَمِ

يَأْذَنُ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلَيَبْلُغَنَّ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يُعِيدُ
عَاصِبًا وَلَا فَارًا بِدَمٍ وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ-

৩৯৬৫ সাঈদ ইবন শুরাহ্বীল (র) আবু শুরায়হিল আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত যে, (মদীনার শাসনকর্তা) আমর ইবন সাঈদ যে সময় মক্কা অভিমুখে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন তখন আবু শুরায়হিল আদাবী (রা) তাকে বলেছিলেন, হে আমাদের আমীর! আপনি আমাকে একটু অনুমতি দিন, আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি বাণী শোনাবো, যেটি তিনি মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। সেই বাণীটি আমার দু'কান শুনেছে। আমার হৃদয় তা হিফাজত করে রেখেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সে কথাটি বলছিলেন তখন আমার দু'চোখ তাঁকে অবলোকন করেছে। প্রথমে তিনি (নবী (সা)) আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং সানা পাঠ করেন। এর পর তিনি বলেন, আল্লাহ নিজে মক্কাকে হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। কোন মানুষ এ ঘোষণা দেয়নি। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে (অন্যায়ভাবে) সেখানে রক্তপাত করা কিংবা এখানকার পাছপালা কর্তন করা কিছুতেই হালাল নয়। আর আল্লাহর রাসূলের সে স্থানে লড়াইয়ের কথা বলে যদি কেউ নিজের জন্যও সুযোগ করে নিতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে (বিশেষভাবে) অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদের জন্য কোন অনুমতি দেননি। আর আমার ক্ষেত্রেও তা একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই কেবল অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এরপর সেদিনই তা পুনরায় সেরূপ হারাম হয়ে গেছে যেরূপে তা একদিন পূর্বে হারাম ছিল। উপস্থিত লোকজন (এ কথাটি) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন) পরবর্তী সময়ে আবু শুরায়হ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, (হাদীসটি শোনার পর) আমর ইবন সাঈদ আপনাকে কি উত্তর করেছিলেন? তিনি বললেন, আমর আমাকে বললেন, হে আবু শুরায়হ! হাদীসটির বিষয়ে আমি তোমার চেয়ে অধিক অবগত আছি। (কথা ঠিক) কিন্তু, হারামে মক্কা কোন অপরাধী বা খুন থেকে পলায়নকারী কিংবা কোন চোর বা বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় না।

২৯৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ-

৩৯৬৬ কুতায়বা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা অবস্থানকালে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল মদের বেচাকেনা হারাম ঘোষণা করেছেন।

২২১৬ . بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ (ص) بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ

২২১৬. অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের সময়ে নবী (সা)-এর মক্কা নগরীতে অবস্থান

৩৯৬৭] حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَقَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرًا نَقَصُرُ الصَّلَاةَ -

৩৯৬৭] আবু নুআয়ম ও কাবীসা (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে (মক্কায়) দশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযের কসর করতাম।

৩৯৬৮] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ (ص) بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ -

৩৯৬৮] আবদান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) নবী (সা) মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন, এ সময়ে তিনি দু' রাকাত নামায আদায় করতেন।

৩৯৬৯] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقَصُرُ الصَّلَاةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقَصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتَمَمْنَا -

৩৯৬৯] আহমাদ ইবন ইউনুস (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কা বিজয়ের সময়ে) সফরে আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে উনিশ দিন (মক্কায়) অবস্থান করেছিলাম। এ সময়ে আমরা নামাযে কসর করেছিলাম। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত কসর করতাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে আমরা পূর্ণ নামায আদায় করতাম। (অর্থাৎ চার রাকাত আদায় করতাম)।

২২১৭ . بَابُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْبٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ

২২১৭. অনুচ্ছেদ : লায়স [ইবন সা'দ (র)] বলেছেন, ইউনুস আমার কাছে ইবন শিহাব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবন সালাবা ইবন সুআইর (রা) আমাকে (হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন, আর মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সা) তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করে দিয়েছিলেন।২

১. আনাস (রা) এবং ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থানের মেয়াদ বর্ণনায় পার্থক্য দেখা গেলেও হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, মূলত হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থান মেয়াদ এবং ইবন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে মক্কা বিজয়ের সফরে তাঁর অবস্থান মেয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. লায়স ইবন সালেবের উপরোক্ত সনদের মাধ্যমে এখানে কোন হাদীস বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, কেবল এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য যে, এ সনদ থেকে বোঝা যায়, আবদুল্লাহ ইবন সালাবা নবী (সা)-এর সুহবত লাভ করেছেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় তিনি নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন।

৩৯৭০ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَتَحْنُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ (ص) وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ -

৩৯৭০ | ইব্রাহীম ইবন মুসা (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সুনাইন আবু জামিলা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমরা (সান্দ) ইবন মুসায়্যাব (র)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আবু জামিলা (রা) দাবি করেন যে তিনি নবী (সা)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তিনি নবী (সা)-এর সাথে মক্কা বিজয়ের বছর (যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়েছিলেন।

৩৯৭১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلُهُ قَالَ فَلَقَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءِ مَمَرِ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّنَا الرُّكْبَانُ فَتَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ، أَوْحَى اللَّهُ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُغْرِي فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَتَرَكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقَعَهُ أَهْلُ الْفَتْحِ بَادَرُ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ (ص) حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينٍ كَذَا وَصَلُّوا كَذَا فِي حِينٍ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا، فَتَنْظُرُوا فَلَمَّ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدِمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تَغْطُونَ عَنَّا اسْتِ قَارِنِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَفَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ -

৩৯৭১ | সুলায়মান ইবন হারব (র) আমর ইবন সালিমা (র) থেকে বর্ণিত, আইয়ুব (র) বলেছেন, আবু কিলাবা আমাকে বললেন, তুমি আমর ইবন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর না কেন? আবু কিলাবা (র) বলেন, এরপর আমি আমর ইবন সালিমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা (আমাদের গোত্র) পথিকদের যাতায়াত পথের পাশে একটি ঝরনার নিকট বাস করতাম। আমাদের পাশ ঘেষে অতিক্রম করে যেতো অনেক কাফেলা। তখন আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, (মক্কার) লোকজনের কি অবস্থা? মক্কার লোকজনের কি অবস্থা? আর ঐ লোকটিরই কি অবস্থা? তারা বলত, সে ব্যক্তি তো দাবি করেন যে, আল্লাহ্ তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ

১. আবু জামিলা সাহাবী কি সাহাবী নয়—এ বিষয়টি মুহাদ্দিসীদের কাছে বিতর্কিত বিষয়। ইবন মান্নার আবু নুআয়ম প্রমুখ ইমাম তাঁকে সাহাবীদের ভাগিকার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখানে উল্লিখিত সনদ দিয়ে ইমাম বুখারী (র) তাঁর সাহাবী হওয়ার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।

করেছেন। (কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে বললেন) তাঁর কাছে আল্লাহ এ রকম ওহী নাযিল করেছেন। (আমর ইবন সালিম বলেছেন) তখন (পথিকদের মুখ থেকে শুনে) আমি সে বাণীগুলো মুখস্থ করে ফেলতাম যেন তা আজ আমার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে। সমগ্র আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সা)-র বিজয়ের অপেক্ষা করছিল। তারা বলত, তাঁকে তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে (প্রথমে) বোঝাপড়া করতে দাও। কেননা তিনি যদি তাদের উপর বিজয় লাভ করেন তাহলে তিনি সত্য সত্যই নবী। এরপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হল। এবার সব গোত্রই তাড়াহুড়া করে ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করল। আমাদের কাওমের ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার পিতা বেশ তাড়াহুড়া করলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি সত্য নবীর দরবার থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলে দিয়েছেন যে, অমুক সময়ে তোমরা অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায আদায় করবে। এভাবে নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে কুরআন বেশি মুখস্থ করেছে সে নামাযের ইমামতি করবে। (এরপর নামায আদায় করার সময় হল) সবাই এ রকম একজন লোককে খুঁজতে লাগল। কিন্তু আমার চেয়ে অধিক কুরআন মুখস্থকারী অন্য কাউকে পাওয়া গেল না। কেননা আমি কাফেলার লোকদের থেকে শুনে (কুরআন) মুখস্থ করতাম। কাজেই সকলে আমাকেই (নামায আদায়ের জন্য) তাদের সামনে এগিয়ে দিল। অথচ তখনো আমি ছয় কিংবা সাত বছরের বালক। আমার একটি চাদর ছিল, যখন আমি সিজদায় যেতাম তখন চাদরটি আমার গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যেত। (ফলে পেছনের অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ত) তখন গোত্রের জনৈক মহিলা বলল, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করে দাও না কেন? তাই সবাই মিলে কাপড় খরিদ করে আমাকে একটি জামা তৈরি করে দিল। এ জামা পেয়ে আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম যে, কখনো অন্য কিছুতে এত আনন্দিত হইনি।

২৯৭২ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ (ص) وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ الْيَاقِظِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ يَقِظَ بْنَ سَعْدٍ وَوَلِيدَةَ زَمَعَةَ . وَقَالَ عَتَبَةُ إِنَّ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمَعَةَ فَأَقْبَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَتَبَةُ بْنُ زَمَعَةَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ الْيَاقِظِ إِنَّ ابْنَهُ قَالَ عَتَبَةُ بْنُ زَمَعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ زَمَعَةَ وَوَلَدُ عَلِيِّ فِرَاشِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى ابْنِ وَوَلِيدَةَ زَمَعَةَ فَأَذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَتَبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَتَبَةُ بْنُ زَمَعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَوَلَدُ عَلِيِّ فِرَاشِهِ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) احْتَسِبِي مَعَهُ يَا سَوْدَةَ لِمَا رَأَى مِنْ شَبهِ عَتَبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصْنَعُ بِذَلِكَ -

৩৯৭২ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) আয়েশা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। অন্য সনদে লায়েস (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) তার ভাই সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে ওয়াসিয়াত করে গিয়েছিল যে, সে যেন যামআর বান্দীর সন্তানটি তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেয়। উতবা বলেছিল, পুত্রটি আমার ঔরসজাত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা বিজয়কালে সেখানে আগমন করলেন (সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসও তাঁর সাথে মক্কা আসেন। সুযোগ পেয়ে) তখন তিনি যামআর বান্দীর সন্তানটি রাসূল (সা)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। তাঁর সাথে আবদ ইব্ন যামআ (যামআর পুত্র)ও আসলেন। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস দাবি উত্থাপন করে বললেন, সন্তানটি তো আমার ভতিজা। আমার ভাই আমাকে বলে গিয়েছেন যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত কিন্তু আবদ ইব্ন যামআ তার দাবি পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ আমার ভাই, এ যামআর সন্তান, তাঁর বিছানায় এর জন্ম হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন যামআর ক্রীতদাসীর সন্তানের প্রতি নয়র দিয়ে দেখলেন যে, সন্তানটি দৈহিক আকৃতিগত দিক থেকে উতবা ইব্ন আবু ওয়াক্কাসের সাথেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবদ ইব্ন যামআ! সন্তানটি তুমি নিয়ে যাও। সে তোমার ভাই। কেননা সে তার (তোমার পিতা যামআর) বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সন্তানটির দৈহিক আকৃতি উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের আকৃতির সাদৃশ্য দেখার কারণে (তাঁর স্ত্রী) সাওদা-বিনতে যামআ (রা)-কে বললেন, হে সওদা! তুমি তার (বিতর্কিত সন্তানটির) থেকে পর্দা করবে। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সন্তানের (আইনগত) পিতৃত্ব স্বামী। আর ব্যতিচারীর জন্ম রয়েছে পাথর। ইব্ন শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা)-এর নিয়ম ছিল যে তিনি এ কথাটি উচ্চস্বরে বলতেন।

৩৯৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ اتَّكَلَمْنِي فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) خَطِيبًا فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أُمَّهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَأِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِيَتْلِكَ الْمَرْأَةَ فَقَطَعْتُ يَدَهَا فَحَسُنْتَ تَوْبَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجْتُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَارْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) -

৩৯৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) উরওয়া ইব্ন যুবার (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) -এর যামানায় (মক্কা) বিজয় অভিযানের সময়ে জনৈক মহিলা চুরি করেছিল। তাই তার গোত্রের লোকজন আতংকিত হয়ে গেল এবং উসামা ইব্ন যায়িদ (রা)-এর কাছে এসে (উক্ত মহিলার ব্যাপারে)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করল। উরওয়া (রা) বলেন, উসামা (রা) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে যখন কথা বললেন, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটি হুকুম (হাদ) প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমার কাছে সুপারিশ করছ? উসামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এরপর সন্ধ্যা হলে রাসূলুল্লাহ (সা) খুত্বা দিতে দাঁড়ালেন। যথাযথভাবে আল্লাহর হাম্দ ও প্রশংসা পাঠ করে বললেন, “আম্মা বাদ” তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছিল যে, তারা তাদের মধ্যকার অভিজাত শ্রেণীর কোন লোক চুরি করলে তার উপর শরীয়ত নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকত। পক্ষান্তরে কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করত। যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তা হলে আমি তার হাত কেটে দিতাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই মহিলাটির হাত কেটে দিতে আদেশ দিলেন। ফলে তার হাত কেটে দেওয়া হল। অবশ্য পরবর্তীকালে সে উত্তম তওবার অধিকারিণী হয়েছিল এবং (বানু সুলায়েম গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে) তার বিয়ে হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, এ ঘটনার পর সে আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমি তার বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে পেশ করতাম।

۲۹۷۴ | حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاشِعٌ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَيَّ الْهَجْرَةَ ، قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهَجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أَبَايَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ ، فَلَقَيْتُ أَبَا مَعْبُدٍ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ۔

৩৯৭৪ আমর ইবন খালিদ (র) মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি আমার ভাইকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যেন আপনি তার কাছ থেকে হিজরত করার ব্যাপারে বায়আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হিজরতকারিগণ (মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারিগণ) হিজরতের সমুদয় মর্যাদা ও বরকত পেয়ে গেছেন। (এখন আর হিজরতের অবকাশ নেই) আমি বললাম, তা হলে কোন বিষয়ের উপর আপনি তার কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবেন? তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করবো ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের উপর। [বর্ণনাকারী আবু উসমান (রা) বলেছেন] পরে আমি আবু মাবাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি ছিলেন তাঁদের দু'ভাইয়ের মধ্যে বড়। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

۲۹۷۵ | حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ

مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبُدٍ إِلَى النَّبِيِّ (ص) لِيُبَيِّعَهُ عَلَى الْهَجْرَةِ . قَالَ مَضَّتِ الْهَجْرَةُ لِأَهْلِهَا أَبَايَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيْتُ أَبَا مَعْبُدٍ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ .

৩৯৭৫ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র) মুজাশি' ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু মা'বাদ (রা) (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সা)-এর কাছে গেলাম, যেন তিনি তার কাছ থেকে হিজরতের জন্য বায়আত গ্রহণ করেন। তখন তিনি [নবী (সা)] বললেন, হিজরতের মর্যাদা (মক্কা বিজয়ের পূর্বকার) হিজরতকারীদের দ্বারা সমাণ্ড হয়ে গেছে। আমি তার কাছ থেকে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ করব। [বর্ণনাকারী আবু উসমান নাহদী (র) বলেন] এরপরে আমি আবু মা'বাদ (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুজাশি' (রা) সত্যই বলেছেন। অন্য সনদে খালিদ (র) আবু উসমান (র)-এর মাধ্যমে মুজাশি' (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার ভাই মুজালিদ (রা)-কে নিয়ে এসেছিলেন।

۳۹۷۶ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أهاجِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ فَانْطَلِقْ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَالْأَرْجَعْتَ * وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِثْلَهُ .

৩৯৭৬ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বললাম, আমি সিরিয়া দেশে হিজরত করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, এখন হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন আছে জিহাদের। সুতরাং যাও, নিজ অন্তরের সাথে বোঝাপড়া করে দেখ, যদি জিহাদের সাহস খুঁজে পাও (তবে ভাল, গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ কর)। অন্যথায় হিজরতের ইচ্ছা থেকে ফিরে আস।

অন্য সনদে নাযর ইবন শুমাইল (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আমি ইবন উমর (রা)-কে (এ কথা) বললে তিনি উত্তর করলেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই, অথবা তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

۳۹۷۷ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حُمَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ .

৩৯৭৭ ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র) মুজাহিদ ইবন জাবর আল-মাক্কী (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলতেন : মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের কোন প্রয়োজন অবশিষ্ট নেই।

৩৭৭৮ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلَهَا عَنِ الْهَجْرَةِ ، فَقَالَتْ لَا هَجْرَةَ الْيَوْمَ ، كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدَهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ ، فَأَلْمُؤْمِنُ يُعْبِدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبِنَاءٌ .

৩৯৭৮ ইসহাক ইবন ইয়াযীদ (র) "আতা ইবন আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবায়দ ইবন উমায়র (র) সহ আয়েশা (রা)-এর সাক্ষাতে গিয়েছিলাম। সে সময় উবায়দ (র) তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, বর্তমানে হিজরতের কোন প্রয়োজন নেই। পূর্বে মু'মিন ব্যক্তির এ অবস্থা ছিল যে, সে তার দীনকে ফিতনার হাত থেকে হিফাজত করতে হলে তাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে (মদীনার দিকে) পালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে (মক্কা বিজয়ের পর) আল্লাহ ইসলামকে বিজয় দান করেছেন। তাই এখন মু'মিন যেখানে যেভাবে চায় আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। তবে বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের সওয়াবের নিয়্যাত রাখা যেতে পারে।

৩৭৭৯ حَدَّثَنَا اسْحَقُ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَامَ يَوْمَ الْقَتْحِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِيهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ الَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، لَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحُلْ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَلَمْ تَحُلْ لِي قَطُّ إِلَّا سَاعَةً مِنَ الدَّمْرِ ، لَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤها وَلَا تَحُلْ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْأَنْذَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ لَا بَدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبَيْوتِ ، فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِلَّا الْأَنْذَرِ ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ * وَعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِ هَذَا أَوْ نَحْوِ هَذَا رَوَاهُ أَبُو مُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

৩৯৭৯ ইসহাক (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুত্বার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, যেদিন আল্লাহ্ সমুদয় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি মক্কা নগরীকে সম্মান দান করেছেন। তাই আল্লাহ্ কর্তৃক এ সম্মান প্রদানের কারণে এটি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বকার কারো জন্য তা (কখনো) হালাল করা হয়নি, আমার পরবর্তী কারো জন্যও তা হালাল করা হবে না। আর আমার জন্যও মাত্র একদিনের সামান্য অংশের জন্যই তা হালাল করা হয়েছিল। এখানে অবস্থিত শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষের কাঁটাতেও কান্দে ব্যবহার করা যাবে না, ঘাস কাটা যাবে না। রাস্তায় পড়ে থাকা কোন জিনিসকে মালিকের হাতে সৌচ্ছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হারানো প্রাণি সংবাদ প্রচারকারী ব্যতীত অন্য কেউ তুলতে পারবে না। এ ঘোষণা শুনে আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইখ্বির ঘাস ব্যতীত।

কেননা ইয়খির ঘাস আমাদের কর্মকার ও বাড়ির (ঘরের ছাউনির) কাজে প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চূপ থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, ইয়খির ব্যতীত। ইয়খির ঘাস কাটা জায়েয। অন্য সনদে ইব্ন জুবায়ের (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া এ হাদীস আবু হুরায়রা (রা) ও নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

۲۲۱۸ . بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثْرَتَكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَكَلْتُمْ مُدْبِرِينَ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ إِلَيْ قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ

২২১৮. অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে (মুসলমানদিগকে) উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল শেষে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর কাছ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং (তাদের সাহায্যার্থে) এমন এক সৈন্যবাহিনী নাযিল করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদিগকে শান্তি প্রদান করেছেন। এটাই কাফেরদের কর্মফল। এরপরও (মু'মিনদিগের মধ্যে) যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করবেন তার ক্ষেত্রে তিনি ক্ষমাপরায়ণও হতে পারেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৯ : ২৫-২৭)

۳۹۸۰ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا اسْمَعِيلُ رَأَيْتُ بَيْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبَتْهَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتُ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ .

৩৯৮০ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র) ইসমাঈল (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আউফা (রা)-এর হাতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। (আঘাতের ব্যাপারে) তিনি বলেছেন, হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন নবী (সা)-এর সঙ্গে থাকা অবস্থায় আমাকে এ আঘাত করা হয়েছিল। আমি বললাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন, এর পূর্বের যুদ্ধগুলোতেও অংশগ্রহণ করেছি।

۳۹۸۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ اتَّوَلَيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ لَمْ يُؤَلَّ وَلَكِنْ عَجِلَ سَرْعَانَ الْقَوْمِ . فَرَسَعْتُهُمْ هَارُونَ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ أَخَذَ بِرَأْسِ بَقْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ . يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

৩৯৮১ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবন আযিব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু উমর! হুনাইনের যুদ্ধের দিন আপনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন কি? তখন তিনি বলেন যে, আমি তো নিজেই নবী (সা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। তবে মুজাহিদদের অগ্রবর্তী যোদ্ধাগণ (গনীমত কুড়ানোর কাজে) তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলছিলেন, আমি যে আল্লাহর নবী তাতে কোন মিথ্যা নেই, আমি তো (কুরাইশ নেতা) মুত্তালিবের সন্তান।

২৭৮২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ قَبْلَ الْبِرَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوْلَيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ أَمَا النَّبِيُّ (ص) فَلَا كَانُوا رَمَاءً فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ۔

৩৯৮২ আবুল ওয়ালীদ (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, আমি শুনলাম যে, বারা ইবন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি নবী (সা)-এর সঙ্গে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বললেন, কিন্তু নবী (সা) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি। তবে তারা (হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা) ছিল দক্ষ তীরন্দাজ, [এ কারণে তারা তীর বর্ষণ আরম্ভ করলে সবাইকে পেছনে হেঁটে যেতে হয়েছে তবে নবী (সা) পেছনে হটেননি]। তিনি (অটলভাবে দাঁড়িয়ে) বলছিলেন, আমি যে আল্লাহর নবী এতে কোন মিথ্যা নেই। আমি (তো কুরাইশ নেতা) আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

২৭৮৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اسْحَقَ سَمِعَ الْبِرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ أَفْرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ لَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَمْ يَفِرْ كَأَنْتَ هَوَازِنُ رَمَاءٌ وَأَنَا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوا فَأَكْبَيْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتَقْبَلْنَا بِالسِّهَامِ، وَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنْ أَبَا سَفْيَانَ أَخَذُ بِرِمَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ، قَالَ اسْرَائِيلُ وَزُهَيْرٌ نَزَلَ النَّبِيُّ (ص) عَنْ بَغْلَتِهِ۔

৩৯৮৩ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বারআ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, তাঁকে কায়স গোত্রের জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল যে, হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালান নি। তবে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিল দক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ চালালাম তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিতে আরম্ভ করে। আমরা গনীমত তুলতে শুরু করলাম তখন সেই মুহূর্তে আমরা (অতর্কিতভাবে) তাদের তীরন্দাজ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হলাম। তখন আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর সাদা রংয়ের খচ্চরটির পিঠে আরোহণ অবস্থায় দেখেছি। আর আবু সুফিয়ান (রা) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন, তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহর নবী, এতে কোন মিথ্যা নেই। বর্ণনাকারী ইসরাঈল এবং যুহাইর (র) বলেছেন যে, তখন নবী (সা) তাঁর খচ্চরটির (পিঠ থেকে) নীচে অবতরণ করেছিলেন।

৩৯৮৫ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي لَيْثٌ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي اسْحَقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَّهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعِيَ مِنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ ، فَاخْتَارُوا أَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ ، أَمَا السَّبْيُ وَأَمَا الْمَالُ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ انظُرْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيِنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ ، فَإِنِ اخْرَأْتُمْ قَدْ جَاءَنَا تَانِيَيْنِ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ آيَاهُ مِنْ أَوَّلِ مَلِ يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَدِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤَكُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا هَذَا الَّذِي بَلَّغَنِي عَنْ سَبْيِ هَوَّازِنَ .

৩৯৮৬ সাঈদ ইবন উফাইর ও ইসহাক (র) মারওয়ান এবং মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ যখন ইসলাম কবুল করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এলো এবং তাদের (যুদ্ধ লুণ্ঠিত) সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেওয়ার প্রার্থনা জানালো তখন তিনি দাঁড়ালেন এবং তাদের বললেন, আমার সঙ্গে যারা আছে (সাহাবাগণ) তাদের অবস্থা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছে। সত্য কথাই আমার কাছে বেশি প্রিয়। কাজেই তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদের যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের জন্য (পথেই) অপেক্ষা করছিলাম। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে (জি'রানা জায়গায়) দশ রাতেরও অধিক সময় পর্যন্ত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে এ দু'টির মধ্যে একটির বেশি ফেরত দিতে সম্মত নন তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করতে চাই। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য হামদ ও সানা পাঠ করে বললেন, আশ্বা বায়াদু, তোমাদের

(হাওয়াযিন গোত্রের মুসলিম) ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের নিকট ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি। অতএব তোমাদের মধ্যে যে আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশি মনে গ্রহণ করে নেবে সে (তার অংশের বন্দীকে) ফেরত দাও। আর তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের অধিকারকে অবশিষ্ট রেখে তা এভাবে ফেরত দিতে চাইবে যে, ফাইয়ের সম্পদ থেকে (আগামীতে) আল্লাহ আমাকে সর্বপ্রথম যা দান করবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো, তবে সেও তাই করো। তখন সকল লোক উত্তর করলো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপনার প্রথম সিদ্ধান্ত খুশিমনে গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কে খুশিমনে অনুমতি দিয়েছে আর কে খুশিমনে অনুমতি দেয়নি আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মধ্যকার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলাপ কর। তাঁরা আমার কাছে বিষয়টি পেশ করবে। সবাই ফিরে গেল। পরে তাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাদের সাথে (আলাদা আলাদাভাবে) আলাপ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এসে জানালো যে, সবাই তাঁর (প্রথম) সিদ্ধান্তকেই খুশি মনে মনে নিয়েছে এবং (ফেরত দেয়া) অনুমতি দিয়েছে। হিমাম ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেন। হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের বিষয়ে এ হাদীসটিই আমি অবহিত হয়েছি।

২৭৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حَنِينٍ سَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ (ص) عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص) بِوَفَائِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

৩৯৮৫ আবু নু'মান (র) নাফি' (সাখতিয়ানী) (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!। হাদীসটি অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হনায়নের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কালে উমর (রা) নবী (সা)-কে জাহিলিয়াতের যুগে মানত করা তাঁর একটি ই'তিকাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী (সা) তাঁকে সেটি পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন হাদীসটি হাম্মাদ-আইয়ুব-নাফি (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া জারীর ইবন হাযিম এবং হাম্মাদ ইবন সালামা (র)-ও এ হাদীসটি আইয়ুব, নাফি (র) ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২৭৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) عَامَ حَنِينٍ فَلَمَّا التَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضْرَبْتَهُ مِنْ وِرَائِهِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ

بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدَّرْعَ، وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضِمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ، فَقُلْتُ مَا بَالَ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيْتَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِثْلُهُ، فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي، ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ (ص) مِثْلُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ وَسَلْبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ مِنِّي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَهَا اللَّهُ إِذَا لَا يَعْبُدُ إِلَهَ إِلَّا أَسَدٌ، مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ص) فَيُعْطِيكَ سَلْبَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) صَدَقَ فَأَعْطِيهِ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلْمَةَ فَإِنَّهُ لِأَوَّلِ مَالٍ تَأْتَيْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حَنْيْنٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخْرَجَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتَلُهُ مِنْ وِرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَاسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتَلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبَ يَدَهُ فَقَطَعْتَهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضِمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَأَنْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْهَزَمَتْ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ، فَقُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ تَرَاكَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ أَقَامَ بَيْتَهُ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلْبُهُ فَقُمْتُ لِأَتَمَسَّ بَيْتَهُ عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَأَ لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سَلِّحْ هَذَا الْقَتِيلَ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضِيهِ مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلَّا لَا يُعْطِيهِ أُصَيْبُغٌ مِنْ فُرَيْشٍ وَيَدْعُ أَسَدًا، مِنْ أَسَدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَأَذَاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأْتَيْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ.

৩৯৮৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের বছর আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমরা যখন (যুদ্ধের জন্য) শত্রুদের মুখোমুখি হলাম তখন মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। এ সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে মুসলিমদের এক ব্যক্তিকে পরাভূত করে ফেলেছে। তাই আমি কাফের লোকটির পশ্চাৎ দিকে গিয়ে তরবারি দিয়ে তার কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী শক্ত শিরার উপর আঘাত হানলাম এবং লোকটির পরিহিত লৌহ বর্মটি কেটে ফেললাম। এ সময় সে আমার উপর আক্রমণ করে বসলো এবং আমাকে এত জোরে চাপ দিয়ে জড়িয়ে ধরল যে, আমি আমার মৃত্যুর গন্ধ অনুভব করতে লাগলাম। এরপর লোকটিই মৃত্যুর কোলে চলে পড়লো আর আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, লোকজনের (মুসলিমদের) কি হলো, (যে সবাই বিশৃংখল হয়ে গেলো)? তিনি বললেন, মহান ও শক্তিশালী আল্লাহর ইচ্ছা। এরপর সবাই (আবার) ফিরে এলো (এবং মুশরিকদের উপর হামলা

চালিয়ে যুদ্ধে জয়ী হলো) যুদ্ধের পর নবী (সা) (এক স্থানে) বসলেন এবং ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি কোন মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এর প্রমাণ রয়েছে তাঁকে তার (নিহত ব্যক্তির) পরিত্যক্ত সব সম্পদ প্রদান করা হবে। এ ঘোষণা শুনে আমি (দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ করে) বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? (কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। আবু কাতাদা (রা) বলেন : (তারপর) আবার নবী (সা) অনুরূপ ঘোষণা দিলেন। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো কেউ আছে কি? কিন্তু (এবারও কোন সাড়া না পেয়ে) আমি বসে পড়লাম। নবী (সা) তারপর অনুরূপ ঘোষণা দিলে আমি দাঁড়লাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, আবু কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। এ সময়ে এক ব্যক্তি বললো, আবু কাতাদা (রা) ঠিকই বলেছেন, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো আমার কাছে আছে। সুতরাং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাঁকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, না, আল্লাহর শপথ, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তার যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি তোমাকে দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা রাসূলুল্লাহ (সা) করতে পারেন না। নবী (সা) বললেন, আবু বকর (রা) ঠিকই বলেছে। সুতরাং এসব দ্রব্য তুমি তাঁকে (আবু কাতাদা) দিয়ে দাও। আবু কাতাদা (রা) বলেন। তখন সে আমাকে পরিত্যক্ত দ্রব্যগুলো দিয়ে দিল। এ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি বনী সালিমার এলাকায় একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

অপর সনদে লাইস (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখতে পেলাম যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের সাথে লড়াই করছে। অপর এক মুশরিক মুসলিম ব্যক্তির পেছন দিক থেকে তাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করছে। আমি আক্রমণকারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য তার হাত উঠাল। আমি তার হাতের উপর আঘাত করলাম এবং তা কেটে ফেললাম। সে আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। এমনকি আমি (মৃত্যুর) ভয় পেয়ে গেলাম। এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল ও সে দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকে আক্রমণ করে মেরে ফেললাম। মুসলিমগণ পালাতে লাগলেন। আমিও তাঁদের সাথে পাললাম। হঠাৎ লোকদের মাঝে উমর ইবনুল খাতাব (রা)-কে দেখতে পেয়ে আমি তাকে বললাম, লোকজনের অবস্থা কি? তিনি বললেন, আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হয়েছে। এরপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যে মুসলিম ব্যক্তি (শত্রুদলের) কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ সে-ই পাবে। আমি যে একজনকে হত্যা করেছি সে ব্যাপারে আমি দাঁড়িয়ে সাক্ষী হুঁজতে লাগলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার কাউকে পেলাম না। তখন আমি বসে পড়লাম। এরপর আমি ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তাঁর সঙ্গীদের একজন বললেন, উল্লিখিত নিহত ব্যক্তির (পরিত্যক্ত) হস্তিয়ার আমার কাছে আছে। তা আমাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য আপনি তাকে সম্মত করে দিন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, না, তা হতে পারে না। আল্লাহর সিংহদের এক সিংহ যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে তাকে না দিয়ে এ কুরায়শী

দুর্বল ব্যক্তিকে তিনি [নবী (সা)] দিতে পারেন না। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ালেন এবং আমাকে তা দিয়ে দিলেন। আমি এর দ্বারা একটি বাগান খরিদ করলাম। আর ইসলাম কবুল করার পর এটিই ছিল প্রথম উপার্জিত মাল, যা দিয়ে আমি আমার অর্থের বুনিয়াদ রেখেছি।

২২১৯ . بَابُ غَزَاةِ أُوطَاسٍ

২২১৯. অনুচ্ছেদ : আওতাসের যুদ্ধ

২৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَرَّغَ النَّبِيُّ (ص) مِنْ حَتِّينَ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشِ الْوُطَاسِ ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقَتَلَ دُرَيْدَ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى وَيَعْتَبِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ ، فَرَمَى أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتَيْ رِمَاهُ جُشْمِي بَسْمِهِ فَأَثَبْتُهُ فِي رُكْبَتَيْهِ فَاثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَنْ رِمَاكَ فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي الَّذِي رِمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحَقْتُهُ فَلَمَّا رَأَيْتُ وَلِيَّ فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَجِبُ إِلَّا تَثَبْتُ ، فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبِكَ ، قَالَ فَاثْرَعُ هَذَا السَّهْمِ ، فَثَرَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ ، قَالَ يَا ابْنَ أَخِي : أَقْرَى النَّبِيِّ (ص) السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي ، وَاسْتَخْلَفْنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ ، فَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ مَاتَ ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مَرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرَ رِمَالِ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِنَا وَخَبَرَ أَبِي عَامِرٍ ، وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي فِدَاعًا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ أَبِي عَامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ ، فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ دَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كَرِيمًا ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْآخَرَى لِأَبِي مُوسَى .

৩৯৮৭ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েন যুদ্ধ থেকে নবী (সা) অবসর হওয়ার পর তিনি আবু আমির (রা)-কে একটি সৈন্যবাহিনীর আদীর নিযুক্ত করে আওতাস গোত্রের প্রতি পাঠালেন। যুদ্ধে তিনি (আবু আমির) দুরায়দ ইবন সিম্বার সাথে মুকাবিলা করলে দুরায়দ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সহযোগী যোদ্ধাদেরকেও পরাজিত করেন। আবু মুসা (রা) বলেন, নবী (সা) আবু আমির (রা)-এর সাথে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে আবু আমির (রা)-এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষেপ হয়। জুশাম গোত্রের এক লোক তীরটি নিক্ষেপ করে তার হাঁটুর মধ্যে বসিয়ে দিয়েছিল। তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, চাচাজান! কে আপনার উপর তীর ছুঁড়েছে? তখন তিনি আবু মুসা

(রা)-কে ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ঐ যে, ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরেছে। আমাকে হত্যা করেছে। আমি লোকটিকে লক্ষ করে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম আর সে আমাকে দেখামাত্র ভাগতে শুরু করলো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম, (পালাচ্ছে কেন,) বেহায়া দাঁড়াও না, দাঁড়াও। লোকটি থেমে গেলো। এবার আমরা দু'জনে তরবারি দিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি ওকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আবু আমির (রা)-কে বললাম, আল্লাহ্ আপনার আঘাতকারীকে হত্যা করেছেন। তিনি বললেন, (ঠিক আছে, এবার তুমি আমার হাঁটু থেকে) তীরটি বের করে দাও। আমি তীরটি বের করে দিলাম। তখন ক্ষতস্থান থেকে কিছু পানিও বেরিয়ে আসলো। তিনি আমাকে বললেন, হে ভাতিজা! (আমি হয়তো বাঁচবো না) তাই তুমি নবী (সা)-কে আমার সালাম জানাবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু আমির (রা) তাঁর স্থলে আমাকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণ বেঁচেছিলেন, তারপর ইন্তিকাল করলেন। (যুদ্ধ শেষে) আমি ফিরে এসে নবী (সা)-এর বাড়ি প্রবেশ করলাম। তিনি তখন পাকানো দড়ির তৈরি একটি খাটিয়ায় শায়িত ছিলেন। খাটিয়ার উপর (নামেমাত্র) একটি বিছানা ছিল। কাজেই তাঁর পিঠে এবং পার্শ্বদেশে পাকানো দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের এবং আবু আমির (রা)-এর সংবাদ জানালাম। (তাঁকে এ কথাও বললাম যে) তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) বলে গিয়েছেন, তাঁকে (নবী (সা)-কে) আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। এ কথা শুনে নবী (সা) পানি আনতে বললেন এবং ওয়ূ করলেন। তারপর তাঁর দু'হাত উপরে তুলে তিনি দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় বান্দা আবু আমিরকে মাগফিরাত দান করো। (নবী (সা) দোয়ার মুহূর্তে হাতদ্বয় এত উপরে তুললেন যে) আমি তাঁর বগলবয়ের গুড্রাংশ পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে তোমার অনেক মাখলুকের উপর, অনেক মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললামঃ আমার জন্যও (দোয়া করুন)। তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! আবদুল্লাহ্ ইবন কায়সের গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং কিয়ামত দিবসে তুমি তাঁকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাও। বর্ণনাকারী আবু বুরদা (রা) বলেন, দু'টি দোয়ার একটি ছিল আবু আমির (রা)-এর জন্য আর অপরটি ছিলো আবু মুসা (আশআরী) (রা)-এর জন্য :

۲۲۲۰. بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ فِي شَوَّالٍ سَنَةِ ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ

২২২০. অনুচ্ছেদ : তায়েফের যুদ্ধ। মুসা ইবন 'উকবা (রা)-এর মতে এ যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে

۲۹۸۸ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ سَمِعَ سَقِيَّانَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيبِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَعِنْدِي مَخْنُثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا ، فَعَلَيْكَ يَا بِنْتُ غِيلَانَ ، فَإِنَّمَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِمِئْمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَا يَدْخُلُنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُنَّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بَنُ جُرَيْجٍ الْمَخْتَبُ هَيْتُ .

৩৯৮৮ হুমাইদী (র) উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমার কাছে এক হিজড়া ব্যক্তি বসা ছিল, এমন সময়ে নবী (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি শুনলাম, সে (হিজড়া ব্যক্তি) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু উমাইয়া (রা)-কে বলছে, হে আবদুল্লাহ্! কি বলো, আগামীকাল যদি আল্লাহ্ তোমাদেরকে তায়েফের উপর বিজয় দান করেন তা হলে গায়লানের কন্যাকে অবশ্যই তুমি লুফে নেবে। কেননা সে (এতই স্থূলদেহ ও কোমল যে), সামনের দিকে আসার সময়ে তার পিঠে চারটি ভাঁজ পড়ে আবার পিঠ ফিরালে সেখানে আটটি ভাঁজ পড়ে। [উম্মে সালামা (রা) বলেন] তখন নবী (সা) বললেন : এদেরকে (হিজড়াদেরকে) তোমাদের কাছে প্রবেশ করতে দিও না। ইব্ন উয়াইনা (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জুরায়জ (রা) বলেছেন, হিজড়া লোকটির নাম ছিলো হীত।

৩৯৮৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ هِزَادٍ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ .

৩৯৮৯ মাহমুদ (র) হিশাম (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এ হাদীসে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সেদিন তিনি [নবী (সা)] তায়িফ অবরোধ করা অবস্থায় ছিলেন।

৩৯৯০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْعَيْسَاءِ الشَّاعِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الطَّائِفَ ، فَلَمْ يَنْلُ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَتَقَفَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلَا نَنْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفَلُ فَقَالَ أُغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَعَدُّوا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ (ص) وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً قَتَبَسِمُ * قَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ الْخَبَرَ كُلَّهُ .

৩৯৯০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তায়েফ অবরোধ করলেন। (এবং দীর্ঘ পনেরোরও অধিক দিন পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে গেলেন) কিন্তু তাদের কাছ থেকে কিছুই হাসিল করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে মদীনার দিকে) ফিরে যাবো। কথাটি সাহাবীদের মনে ভারী অনুভূত হলো। তারা বললেন, আমরা চলে যাবো, তায়েফ বিজয় করবো না? বর্ণনাকারী একবার কাফিলুন শব্দের স্থলে নাকফুলো (অর্থাৎ আমরা 'যুদ্ধবিহীন ফিরে যাবো') বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। তারা (পরদিন) সকালে লড়াই করতে গেলেন, এতে তাদের আনেকেই আহত হলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আমরা আগামীকাল ফিরে চলে যাবো। তখন সাহাবাদের কাছে কথাটি মনঃপূত হলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সা) হেসে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান

(র) একবার বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মুচকি হাসি হেসেছেন। হুমায়দী (র) বলেন, সুফিয়ান আমাদিগকে এ হাদীসের পূর্ণ সূত্রটিতে 'খবর' শব্দ প্রয়োগ করে বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ কোথাও 'আন' শব্দ প্রয়োগ করেন নি)।

۳۹۹۱ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَبَا بَكْرَةَ ، وَكَانَ تَسْوَرُ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنَاسٍ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْظُمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَوْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلٌ ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَأَمَا الْآخَرُ فَتَزَلَّ إِلَى النَّبِيِّ (ص) ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ .

৩৯৯১ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) আবু উসমান [নাহদী (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাদীসটি শুনেছি সা'দ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে গিয়ে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবু বকর (রা) থেকেও শুনেছি যিনি (তায়েফ অবরোধকালে) সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনসহ তায়েফের পাঁচিলের উপর চড়ে নবী (সা)-এর কাছে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, আমরা নবী (সা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি তার জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম। হিশাম (র) বলেন, মা'মার (র) আমাদের কাছে আসিম-আবুল আলিয়া (র) অথবা আবু উসমান নাহদী (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি সা'দ এবং আবু বকর (রা)-এর মাধ্যমে নবী (সা) থেকে হাদীসটি শুনেছি। আসিম (র) বলেন, আমি (আবুল আলিয়া অথবা আবু উসমান) (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নিশ্চয় আপনাকে হাদীসটি এমন দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন যাদেরকে আপনি আপনার নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট মনে করেন। তিনি উত্তরে বললেন, অবশ্যই, কেননা তাদের একজন হলেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর রাস্তায় সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। আর অপর জন হলেন যিনি তায়েফের (নগরপাঁচিল উপকিয়ে) এসে নবী (সা)-এর সাথে সাফাৎকারী তেইশ জনের একজন।

۳۹۹۲ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَاتَى النَّبِيَّ (ص) أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا تُنْجِرُنِي مَا وَعَدْتَنِي ، فَقَالَ لَهُ أَنْبَشِرْ ، فَقَالَ قَدْ كُنْتُ عَلَى مِنَ الشِّرْكِ ، فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ أَبِي مُوسَى وَبِلَالٌ كَهَيْئَةِ الْغُضْبَانِ ، فَقَالَ رَدُّ الْبَشْرَى ، فَأَقْبَلَا أَنْتَمَا ، قَالَ قَبِلْنَا ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ

فِيهِ مَاءٌ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ اشْرَبْنَا مِنْهُ ، وَأَقْرَعْنَا عَلَى وُجُوهِكُمْ وَنَحْرِكُمْ وَأَبْشِرُوا فَاخْذُوا الْقَدْحَ فَفَعَلُوا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وِرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلَا لِأُمَّكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً .

৩৯৯২ মুহাম্মদ ইবন আলা (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) বিলাল (রা)-সহ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তখন, আমি তাঁর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে নবী (সা)-এর কাছে এক বেদুঈন এসে বলল, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা পূরণ করবেন না? তিনি তাঁকে বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো, সুসংবাদ গ্রহণ কর কথটি তো আপনি আমাকে অনেকবারই বলেছেন। তখন তিনি আবু মুসা ও বিলাল (রা)-এর দিকে ফিরে সক্রোধে বললেন, লোকটি সুসংবাদ ফিরিয়ে দিয়েছে। তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি পানি ভরে একটি পাত্র আনতে বললেন। (পানি আনা হলো) তিনি এর মধ্যে নিজের উভয় হাত ও মুখমণ্ডল ধুয়ে কুল্লি করলেন; তারপর [আবু মুসা ও বিলাল (রা)-কে] বললেন, তোমরা উভয়ে এ থেকে পান করো এবং নিজেদের মুখমণ্ডল ও বুকে ছিটিয়ে দাও। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। তাঁরা উভয়ে পাত্রটি তুলে নিয়ে যথা নির্দেশ কাজ করলেন। এমন সময় উম্মে সালামা (রা) পর্দার আড়াল থেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মায়ের জন্যও কিছু অবশিষ্ট রেখে দিও। অতএব তাঁরা এ থেকে অবশিষ্ট কিছু উম্মে সালামা (রা)-এর জন্য রেখে দিলেন।

৩৯৯৩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةٍ أَخْبَرَ أَنَّ يَعْلى كَانَ يَقُولُ لِيَتَنَبَّى أَرَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) حِينَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ، قَالَ فَبَيْنَا النَّبِيُّ (ص) بِالْجِعْرَانَةِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَمَ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جَبَّةٌ مَتَمَّخٌ بِطَيْبٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بَعْمُرَةَ فِي جَبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّنَ بِالطَّيِّبِ ، فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ ، فَجَاءَ يَعْلى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ (ص) مُحَمَّرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سَرَى عَنْهُ ، فَقَالَ آيِنَ الَّذِي يُسْأَلُنِي عَنِ الْعُسْرَةِ أَنْفًا فَالْتَمَسَ الرَّجُلُ فَاتَى بِهِ ، فَقَالَ أَمَا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ فَاعْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَا الْجَبَّةُ فَانزِعْهَا ، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ ، كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ .

৩৯৯৩ ইয়াকুব ইবন ইব্রাহীম (র) সাফওয়ান ইবন ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, ইয়ালা (রা) (অনেক সময়) বলতেন যে, আহা, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মুহূর্তে যদি তাঁকে দেখতে পেতাম। ইয়া'লা (রা) বলেন, এরই মধ্যে একদা নবী (সা) জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর (মাথার) উপর একটি কাপড় টানিয়ে ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। আর সেখানে তাঁর সঙ্গে সাহাবীদের কয়েকজনও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এক বেদুঈন আসলো। তার গায়ে খুব মাখানো ছিলো এবং পরনে ছিলো একটি জোকা। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যক্তি

সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন যে গায়ে খুশবু মাখানোর পর জোকবা পরিধান করা অবস্থায় উমরা আদায়ের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছে? প্রশ্নকারীর জবাব দেয়ার পূর্বেই উমর (রা) দেখলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারাও হী অবতীর্ণ হওয়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তাই উমর (রা) হাত দিয়ে ইশারা করে ইয়া'লা (রা)-কে আসতে বললেন। ইয়া'লা (রা) এলে উমর (রা) তাঁর মাথাটি (ছায়ার নিচে) ঢুকিয়ে দিলেন। তখন তিনি (ইয়া'লা) দেখতে পেলেন যে, নবী (সা)-এর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে রয়েছে। আর ভিতরে শ্বাস দ্রুত যাতায়াত করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তারপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। তখন তিনি নবী (সা) বললেন, সে লোকটি কোথায়, কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে 'উমরার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। এরপর লোকটিকে খুঁজে আনা হলে তিনি বললেন : তোমার গায়ে যে খুশবু রয়েছে তা তুমি তিনবার ধুয়ে ফেল এবং জোকবাটি খুলে ফেল। তারপর হজ্জ আদায়ে যা কিছু করে থাক উমরাতেও সেগুলোই পালন কর।

২৭৭৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عِبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) يَوْمَ حُنَيْنٍ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمَوْلَفَةِ قُلُوبَهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجِدُوا إِذْ لَمْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمْ اللَّهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَالْفَكْمُ اللَّهُ بِي، وَعَالَةٌ فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ، قَالَ مَا يَنْعَمُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنٌ، قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قَلْتُمْ جِئْتُمْ كَذًا وَكَذًا، أَرَضْتُمْ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْ لَا الْهَجْرَةُ، لَكُنْتُمْ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دُبَارٌ أَنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةَ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ-

৩৯৯৪ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র) আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গনীমতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সেসব মানুষের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। আর আনসারগণকে কিছুই তিনি দেননি। ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তাঁরা তা পান নি। অথবা তিনি বলেছেন : তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যান্য লোক যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। কাজেই নবী (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত পাইনি, যার পরে আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যার পরে আল্লাহ

আমার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরকে জুড়ে দিয়েছেন। তোমরা ছিলে রিক্তহস্ত, যার পরে আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করেছেন। এভাবে যখনই তিনি কোন কথা বলেছেন তখন আনসারগণ জবাবে বলতেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন : আল্লাহর রাসূলের জবাব দিতে তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা কিছু বলছেন তার উত্তরে বলে গেলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসেছিলেন (যেগুলোকে আমরা বিদূরিত করেছি এবং আপনাকে সাহায্য করেছি) কিন্তু তোমরা কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনসারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনসারগণ হলো (নববী) দেহসংযুক্ত গোঞ্জি আর অন্যান্য লোক হল উপরের জামা। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দীনের উপর টিকে থাকবে) অবশেষে তোমরা হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

৩৭৭০ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ (ص) يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْأَيْلِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) يُعْطِي قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقَطَّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ فَحَدَّثَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمَ ، وَلَمْ يَدْعُ مِنْهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَّغَنِي عَنْكُمْ ، فَقَالَ فَقُهَا الْأَنْصَارِ أَمَا رُؤُسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا ، وَأَمَا نَاسٌ مِنْنا حَدِيثٌ أَسْتَأْنَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسَيُوفُنَا تَقَطَّرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ ، وَيَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ (ص) إِلَيَّ رِجَالَكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ (ص) سَتَحِدُونَ أُنْرَةً شَدِيدَةً ، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (ص) فَإِنِّي عَلَيَّ الْحَوْضِ ، قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا .

আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা)-কে হাওয়ায়িন গোত্রের সম্পদ থেকে গনীমত হিসেবে যতটুকু দান করতে চেয়েছেন দান করলেন, তখন নবী (সা) কতিপয় লোককে এক একশ' করে উট দান করতে লাগলেন। (এ অবস্থা দৈখে) আনসারদের কিছুসংখ্যক লোক বলে ফেললেন, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারি থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস (রা) বলেন, তাঁদের এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বর্ণনা করা হলে তিনি আনসারদের কাছে সংবাদ পাঠালেন এবং তাদেরকে একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে জমায়েত করলেন। এবং তাঁরা ব্যতীত অন্য কাউকে এখানে উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেননি। এরপর তাঁরা সবাই জমায়েত হলে নবী (সা) দাঁড়িয়ে বললেন, তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার নিকট পৌছলো? আনসারদের বিজ্ঞ উলামাবৃন্দ বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তো কিছু বলেনি, তবে আমাদের কতিপয় কমবয়সী লোকেরা বলেছে যে, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে (গনীমতের মাল) দিচ্ছেন। অথচ আমাদের তরবারিগুলো থেকে এখনো তাদের তাজা রক্ত টপকাচ্ছে। তখন নবী (সা) বললেন, আমি অবশ্য এমন কিছু লোককে (গনীমতের মাল) দিচ্ছি যারা সবেমাত্র কুফর ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আর তা এ জন্যে যেন তাদের মনকে আমি ঈমানের উপর সুদৃঢ় করতে পারি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক ফিরে যাবে ধন-সম্পদ নিয়ে আর তোমরা বাড়ি ফিরে যাবে (আল্লাহর) নবীকে সঙ্গে নিয়ে? আল্লাহর কসম, তোমরা যে জিনিস নিয়ে ফিরে যাবে তা অনেক উত্তম ঐ ধন-সম্পদ অপেক্ষা, যা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এতে সন্তুষ্ট থাকলাম। নবী (সা) তাদের বললেন, অচিরেই তোমরা (নিজদের উপর) অন্যদের প্রাধান্য প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকবে। অতএব, আমার সৃত্বার পর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত তোমরা সবর করে থাকবে। আমি হাউজে কাউসারের নিকট থাকব। আনাস (রা) বলেন, কিন্তু তাঁরা (আনসাররা) সবর করেননি।

৩৭৭৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي السَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) غَنَائِمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ فَفَضَّيْتُ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْدِّيَارِ وَيَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالُوا بَلَى وَقَالَ أَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاوْدِيًا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَّكَتُ وَاوْدِي الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ۔

৩৯৯৬ সুলায়মান ইবন হারব (র) ... আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুক্তান্তিযানের দিনে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের মধ্যে গনীমতের মাল বন্টন করে দিলেন এতে আনসারগণ নাখোশ হয়ে গেলেন। তখন নবী (সা) বলেছেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন পার্থিব সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে ফিরবে? তাঁরা উত্তর দিলেন, অবশ্যই

(সন্তুষ্ট থাকবো)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যদি লোকজন কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে তা হলে আমি আনসারদের উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করবো।

۳۹۹۷ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ بَنَاتَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، التَّقَى هَوَازِنَ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرَةَ الْأَفْ وَالطَّلَاءَ فَأَذْبَرُوا، قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَتَزَلَّ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، فَأَعْطَى الطَّلَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ، وَلَمْ يَعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قَبَةٍ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّأَةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاذِيَا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا، لَأَخْتَرْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ-

৩৯৯৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র) আনাস (ইবন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের দিন নবী (সা) হাওয়াযিন গোত্রের মুখোমুখি হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার সৈনিক) এবং (মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণকারী) নও-মুসলিমগণ। যুদ্ধে এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। এ মুহূর্তে তিনি [নবী (সা)] বললেন, ওহে আনসার সকল! তাঁরা জওয়াব দিলেন, আমরা হাযির, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত এবং আপনার সামনেই আমরা উপস্থিত। (অবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করলে) নবী (সা) তাঁর সাওয়্যারী থেকে নেমে পড়লেন আর বলতে থাকলেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিকরাই পরাজিত হলো। (যুদ্ধশেষে) তিনি নও-মুসলিম এবং মুহাজিরদেরকে (গনীমতের সম্পূর্ণ সম্পদ) বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। এতে তারা নিজেদের মধ্যে সে কথা বলাবলি করছিল। তখন তিনি তাদেরকে ভেঙে এনে একটি তাঁবুর ভিতর একত্রিত করলেন এবং বললেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, লোকজন তো বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা চলে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। এরপর নবী (সা) আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে গমন করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে গমন করে তা হলে আমি আমার জন্য আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করবো।

۳۹۹۸ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ (ص) نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجِيزَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدِّيْنِ وَتَرْجِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِلَى بِيوتِكُمْ، قَالُوا بَلَى، قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَاذِيَا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكَتُ وَاذِي الْأَنْصَارِ لَوْ شِئْتُ الْأَنْصَارِ-

৩৯৯৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)

আনসারদের লোকজনকে জমায়েত করে বললেন, কুরাইশরা অতি সম্প্রতিকালের জাহিলিয়াত বর্জনকারী (নও-মুসলিম) এবং দুর্দশাগ্রস্ত। তাই আমি তাদেরকে অনুদান দিয়ে তাদের মন জয় করার ইচ্ছা করেছি। তোমরা কি সন্তুষ্ট থাকবে না যে, অন্যান্য লোক পার্থিব ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে। তারা বললেন, অবশ্যই (সন্তুষ্ট থাকবো)। তিনি আরো বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করে যায়, তা হলে আমি আনসারদের গিরিপথ অথবা তিনি বলেছেন, আনসারদের উপত্যকা দিয়েই অতিক্রম করে যাবো।

২৭৭৭ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ (ص) قِسْمَةَ حَنْزِبٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ (ص) فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهَهُ . ثُمَّ قَالَ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ .

৩৯৯৯ কাবীসা (র) আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) হুনায়েনের গনীমত বন্টন করে দিলেন, তখন আনসারদের এক ব্যক্তি বলে ফেলল যে, এই বন্টনের ব্যাপারে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি। কথাটি শুনে আমি নবী (সা)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্, মুসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

২০০ۦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حَنْزِبٍ أَثَرُ النَّبِيِّ (ص) نَاسًا أَنْعَى الْأَقْرَعَ مِائَةَ مِنَ الْأَيْلِ وَأَعْطَى عَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ . وَأَعْطَى نَاسًا . فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدُ بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهَ اللَّهِ . فَقُلْتُ لِأَخِيرِنَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبِرَ .

৪০০০ কুতায়্বা ইবন সাঈদ (র) আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের দিন নবী (সা) কোন কোন লোককে (গনীমতের মাল) বেশি বেশি করে দিয়েছিলেন। যেমন আকরা'কে একশ' উট দিয়েছিলেন। 'উয়ায়নাকে অনুরূপ (একশ' উট) দিয়েছিলেন। এভাবে আরো কয়েকজনকে দিয়েছেন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, এ বন্টন পদ্ধতিতে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখা হয়নি। (রবী বলেছেন) আমি বললাম, অবশ্যই আমি নবী (সা)-কে এ কথা জানিয়ে দিব। এরপর (নবী (সা) কথাটি শুনে) বললেন, আল্লাহ্ মুসা (আ)-এর উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

৫.১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَعُظْفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنِعْمِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ (ص) عَشْرَةُ أَلْفٍ مِنَ الطَّلَقَاءِ فَادْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمئِذٍ نِدَائِينَ لَمْ يَخْلُطْ بَيْنَهُمَا التَّفَتُّ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَيْبِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِئْنَا نَحْنُ مَعَكَ ، ثُمَّ التَّفَتُّ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَيْبِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْبِئْنَا نَحْنُ مَعَكَ ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزِمِ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ يَوْمئِذٍ غَنَائِمٌ كَثِيرَةٌ فَفَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطَى الْأَنْصَارُ شَيْئًا ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً فَتَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنِيمَةُ غَيْرِنَا فَبَلَّغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قَبَّةٍ ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثٌ بَلَّغْنِي ، فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ الْآ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) تَحَوُّزَتَهُ الِى بِيوتِكُمْ ، قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَا دِيًّا وَسَلَّكَ الْأَنْصَارُ شَيْعًا لَأَخَذْتُ شَيْعَةَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ هِشَامُ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْرَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَابْنٌ أَعْيَبَ عَنْهُ .

৪০০১ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের দিন হাওয়ায়িন, গাতফান ইত্যাদি গোত্র নিজেদের পৃথপালিত চতুষ্পদ প্রাণী ও সন্তান-সন্ততিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে এলো। আর নবী (সা)-এর সঙ্গে ছিল দশ হাজার তুলাকা সৈনিক। যুদ্ধে তারা সবাই তাঁর পাশ থেকে পিছনে সরে গেল। ফলে তিনি একাকী রয়ে যান। সেই সংকট মুহূর্তে তিনি আলাদা আলাদাভাবে দু'টি ডাক দিয়েছিলেন, তিনি ডান দিক ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল! তাঁরা সবাই উত্তর করলেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূল্লাহ্! আপনি সুসংবাদ নিন, আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। এরপর তিনি বাম দিকে ফিরে বলেছিলেন, ওহে আনসারসকল! তাঁরা সবাই উত্তরে বললেন, আমরা হাযির ইয়া রাসূল্লাহ্! আপনি সুসংবাদ নিন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। নবী (সা) তাঁর সাদা রঙের খচ্চরটির পিঠে ছিলেন। (অবস্থা আরো তীব্র হলে) তিনি নিচে নেমে পড়লেন এবং বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। (শেষ পর্যন্ত) মুশরিক দলই পরাজিত হলো। সে যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ গণীমত হস্তগত হলো। তিনি [নবী (সা)] সেসব সম্পদ মুহাজির এবং নও-মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে

১. 'তুলাকা' শব্দটি 'তালীক'-এর বহু বচন। এর অর্থ হলো মুক্তিপ্রাপ্ত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের কয়েকজন ব্যতীত অবশিষ্ট সবাইকে সাধারণভাবে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তুলাকা শব্দ দিয়ে সে সব ক্ষমাপ্রাপ্তদেরকে বুঝানো হয়েছে। হুনায়েন যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা আলাদা হাদীসে দশ হাজার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত দশ হাজার ছিলো আনসার ও মুহাজিরদের সৈনিক সংখ্যা। আর 'তুলাকা'দের সংখ্যা ছিলো এর এক-দশমাংশেরও অনেক কম। এ জন্য ইবন হাজার আলফালানী ও অন্যান্য হাদীসবিদদের মতানুসারে এখানে 'তুলাকা' শব্দের পরে একটি 'ওয়া' হরফ উহা আছে। অর্থাৎ দশ হাজার আনসার ও মুহাজির এবং মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজন।

দিলেন। আর আনসারদেরকে তার কিছুই দেননি। তখন আনসারদের (কেউ কেউ) বললেন, কঠিন মুহূর্ত আসলে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গনীমত অন্যদেরকে দেওয়া হয়। কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তাই তিনি তাদেরকে একটি তাঁবুতে জমায়েত করে বললেন, হে আনসারগণ! একি কথা আমার কাছে পৌঁছলো? তাঁরা চূপ করে থাকলেন। তিনি বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি খুশি থাকবে না যে, লোকজন দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা (বাড়ি) ফিরে যাবে আল্লাহর রাসূলকে সঙ্গে নিয়ে? তাঁরা বললেন : অবশ্যই। তখন নবী (সা) বললেন, যদি লোকজন একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসারগণ একটি গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথকেই গ্রহণ করে নেবো। বর্ণনাকারী হিশাম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু হামযা (আনাস ইবন মালিক) আপনি কি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাঁর কাছ থেকে আশ্বাসী থাকতাম বা কখন? (যে আমি তখন সেখানে থাকবো না)।

২২২১. بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِي قَبِلَ نَجْدٌ

২২২১. অনুচ্ছেদ : নাজদের দিকে প্রেরিত অভিযান

৪০০২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَرِيَّةٌ قَبِلَ نَجْدٌ فَكَتَبَتْ فِيهَا ، قَبِلَتْ سِهَامَنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةِ عَشَرَ بَعِيرًا .

৪০০২ আবু নু'মান (র) ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) নাজদের দিকে একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তাতে আমিও ছিলাম। (এ যুদ্ধে শ্রান্ত গনীমতের অংশে) আমাদের সবার ভাগে বারোটি করে উট পৌঁছল। উপরন্তু আমাদেরকে একটি করে উট বেশিও দেওয়া হলো। কাজেই আমরা সকলে তেরোটি করে উট নিয়ে ফিরে আসলাম।

২২২২. بَابُ بَعَثِ النَّبِيِّ (ص) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيْمَةَ

২২২২. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কর্তৃক খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে জাযিমার দিকে প্রেরণ

৪০০৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنِي نُعَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيْمَةَ ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَانَا صَبَانَا ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَيَّ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَ أَمْرِ خَالِدٍ يَقْتُلُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أُسِيرِهِ ، فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أُسِيرِي ، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أُسِيرَهُ ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَذَكَرْنَا لَهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ

(ص) يَدُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ -

800৩ মাহমুদ (ইবন গায়লান) ও নুয়ঈম (র) সালিমের পিতা (আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে বনী জাযিমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে পৌঁছে) খালিদ (রা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা দাওয়াত কবুল করেছিল) কিন্তু আমরা ইসলাম কবুল করলাম, এ কথাটি বুঝিয়ে বলতে পারছিলাম না। তাই তারা বলতে লাগলো, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম, আমরা স্বধর্ম ত্যাগ করলাম। খালিদ তাদেরকে হত্যা ও বন্দী করতে থাকলেন। এবং আমাদের প্রত্যেকের কাছে বন্দীদেরকে সোপর্দ করতে থাকলেন। অবশেষে একদিন তিনি আদেশ দিলেন আমাদের সবাই যেন নিজ নিজ বন্দীকে হত্যা করে ফেলি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না। আর আমার সাথীদের কেউই তার বন্দীকে হত্যা করবে না (কারণ ব্যাপারটি সন্দেহযুক্ত)। অবশেষে আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করলাম। নবী (সা) তখন দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে আমি তার দায় থেকে মুক্ত (আমি এর সাথে জড়িত নই)। এ কথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

۲۲۲۳. بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَّافَةَ السَّنْهَمِيِّ ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ مَجَزَةَ الْمُدَلِجِيِّ ، وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ

২২২৩. অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবন হযাফা সাহমী এবং আলকাযা ইবন মুজায়যিল মুদালিজীর সৈন্যবাহিনী, যাকে আনসারদের সৈন্যবাহিনীও বলা হয়

4. . . . حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِزْوَانَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ قَالَ أَلَيْسَ أَمْرَكُمْ النَّبِيُّ (ص) أَنْ تُطِيعُونِي ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَاجْمَعُوا لِي حَطْبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقِدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ (ص) مِنَ النَّارِ ، فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمِدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَاخَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ -

800৪ মুসাদ্দাদ (র) আলী (ইবন আবু তালিব) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক অভিযানে নবী (সা) একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন এবং আনসারদের এক ব্যক্তিকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করে তিনি তাদেরকে তার (সেনাপতির) আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (পরে কোন কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, নবী (সা) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে নির্দেশ দেননি?

তারা বললেন, অবশ্যই। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তারা কাঠ সংগ্রহ করলেন। তিনি বললেন, এগুলোতে আগুন লাগিয়ে দাও। তারা আগুন লাগালেন। তখন তিনি বললেন, এবার তোমরা সকলে এ আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। (আদেশ মতো) তারা ঝাঁপ দেয়ার সংকল্পও করে ফেললেন। কিন্তু তাদের কয়েকজন বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন, আগুন থেকেই তো আমরা পালিয়ে গিয়ে নবী (সা)-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। (অথচ এখানে সেই আগুনেই ঝাঁপ দেয়ারই আদেশ) এভাবে জ্বলতে জ্বলতে অবশেষে আগুন নিভে গেলো এবং তার ক্ষোভও থেমে গেলো। এরপর এ সংবাদ নবী (সা)-এর কাছে পৌঁছেলো তিনি বললেন, যদি তারা আগুনে ঝাঁপ দিত তা হলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আর এ আগুন থেকে বের হতে পারতো না। কেননা আনুগত্য কেবল সং কাজের।

২২২৪. **بَابُ بَعَثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ**

২২২৪. অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জের পূর্বে আবু মুসা আশ'আরী (রা) এবং মু'আয ইব্বন জাবল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

৪০০৫ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ وَيَعَثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنِ مِخْلَافَانِ ، ثُمَّ قَالَ يَسْرِيًّا وَلَا تَعْسِرًا وَيَسْرِيًّا وَلَا تَتَفَرًّا فَانْطَلِقْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَحَدٌ بِهِ عَهْدٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ ، فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى ، فَبَاءَ يَسِيرٌ عَلَى بَقْلَتِهِ حَتَّى اتَّهَى إِلَيْهِ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدْ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جَمَعَتْ يَدَاہُ إِلَيْهِ عِنْفَةً فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسِ بْنِ أَيْمٍ هَذَا؟ قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِذَلِكَ ، فَانْزِلْ قَالَ مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَامْرِيهِ فَقَتَلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ أَتَفَوْقَهُ تَفَوْقًا ، قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَاقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَاحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا احْتَسِبُ قَوْمَتِي-

৪০০৫) মুসা (রা) আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) আবু মুসা এবং মু'আয ইব্বন জাবল (রা)-কে ইয়ামানের উদ্দেশ্যে পাঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, তৎকালে ইয়ামানে দু'টি প্রদেশ ছিলো। তিনি তাদের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে বলে দিলেন, তোমরা (এলাকাবাসীদের সাথে) কোমল আচরণ করবে, কঠিন আচরণ করবে না। এলাকাবাসীদের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে, অনীহা সৃষ্টি হতে দেবে না। এরপর তারা দু'জনে নিজ নিজ শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদা (রা) বললেন, তাদের প্রত্যেকেই যখন নিজ নিজ এলাকায় সফর করতেন এবং অন্যজনের কাছাকাছি স্থানে পৌঁছে যেতেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের সালাম বিনিময় করতেন। এভাবে

মু'আয (রা) একবার তাঁর এলাকায় এমন স্থানে সফর করছিলেন, যে স্থানটি তাঁর সাথে আবু মুসা (রা)-এর এলাকার নিকটবর্তী ছিল। সুযোগ পেয়ে তিনি খচ্চরের পিঠে চড়ে (আবু মুসার এলাকায়) পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি দেখলেন যে আবু মুসা (রা) বসে আছেন আর তাঁর চারপাশে অনেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। আরো দেখলেন, পাশে এক লোককে তার গলার সাথে উভয় হাত বেঁধে রাখা হয়েছে। মু'আয (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স (আবু মুসা)। এ লোকটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, এ লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সাওয়্যারী থেকে অবতরণ করবো না। আবু মুসা (রা) বললেন, এ উদ্দেশ্যই তাকে এখানে আনা হয়েছে। সুতরাং আপনি অবতরণ করুন। তিনি বললেন, না তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। ফলে আবু মুসা (রা) হুকুম করলেন এবং লোকটিকে হত্যা করা হলো। এরপর মু'আয (রা) অবতরণ করলেন। মু'আয (রা) বললেন, ওহে আবদুল্লাহ! আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বললেন, আমি (রাত-দিনের সব সময়ই) কিছুক্ষণ পরপর কিছু অংশ করে তিলাওয়াত করে থাকি। তিনি বললেন, আর আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন, হে মু'আয? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাতের প্রথম ভাগে শুয়ে পড়ি এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়ার পর আমি উঠে পড়ি। এরপর আল্লাহ আমাকে যতটুকু তাওফীক দান করেন তিলাওয়াত করতে থাকি। এ পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি আমার নিদ্রার অংশকেও সাওয়্যাবের বিষয় বলে মনে করি, যেভাবে আমি আমার তিলাওয়াতকে সাওয়্যাবের বিষয় বলে মনে করে থাকি।

৪.০.৬ حَدَّثَنِي اسْحَقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِيَةٍ تُصْنَعُ بِهَا ، فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ تَيْبِذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ تَيْبِذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ أَبِي بُرْدَةَ -

৪০০৬ ইসহাক (রা) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) তাঁকে (আবু মুসাকে গভর্নর নিযুক্ত করে) ইয়ামানে পাঠিয়েছেন। তখন তিনি ইয়ামানে তৈরি করা হয় এমন কতিপয় শরাব সম্পর্কে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ঐগুলো কি কি? আবু মুসা (রা) বললেন, তা হল বিত্‌উ ও মিযর শরাব। বর্ণনাকারী সাঈদ (রা) বলেন, (কথার ফাঁকে) আমি আবু বুরদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিত্‌উ কি? তিনি বললেন, বিত্‌উ হলো মধু থেকে গ্যাজানো রস আর মিযর হলো যবের গ্যাজানো রস। (সাঈদ বলেন) তখন নবী (সা) বললেন, সকল নেশা উৎপাদক বস্তুই হারাম। হাদীসটি জারীর এবং আবদুল ওয়াহিদ শায়বানী (রা)-এর মাধ্যমে আবু বুরদা (রা) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

৪.০.৭ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِرًّا وَلَا تَعْسِرًا ، وَيَسِرًّا وَلَا تَنْفِرًا وَتَطَاوَعًا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيُّ

اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمَزْرُ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبَيْعُ، فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا.
 فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، وَاتَّفَوْقَهُ تَفَوْقًا، قَالَ أَمَا
 أَنَا فَأَنَا وَمِثْلِي، فَاحْتَسِبُ نَوْمَتِي، كَمَا احْتَسِبُ قَوْمَتِي، وَضَرَبَ فَسْطَاطًا فَجَعَلَ يَتَزَاوَرَانِ، فَزَارَ مُعَاذٌ
 أَبَا مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ مُوْتَقٌ، فَقَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ، فَقَالَ مُعَاذٌ
 لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنُّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ (ص) رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ أَبِي بَرْدَةَ-

৪০০৭ মুসলিম (র) আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার দাদা আবু মুসা ও মু'আয (রা)-কে নবী (সা) (গভর্নর হিসেবে) ইয়ামানে পাঠালেন। এ সময় তিনি (উপদেশস্বরূপ) বলে দিয়েছিলেন, তোমরা লোকজনের সাথে কোমল আচরণ করবে। কখনো কঠিন আচরণ করবে না। মানুষের মনে সুসংবাদের মাধ্যমে উৎসাহ সৃষ্টি করবে। কখনো তাদের মনে অনীহা আসতে দিবে না এবং একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মুসা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমাদের এলাকায় মিয়র নামের এক প্রকার শরাব যব থেকে তৈরি করা হয় আর বিতউ নামের এক প্রকার শরাব মধু থেকে তৈরি করা হয় (অতএব এগুলোর হুকুম কি?)। নবী (সা) বললেন, নেশা উৎপাদনকারী সকল বস্তুই হারাম। এরপর দু'জনেই চলে গেলেন। মু'আয আবু মুসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি উত্তর দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সাওয়ারীর পিঠে সাওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। তিনি বললেন, তবে আমি রাতের প্রথমদিকে ঘুমিয়ে পড়ি তারপর (শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য নামাযে) দাঁড়িয়ে যাই। এ রকমে আমি আমার নিদ্রার সময়কেও সাওয়াবেবের অন্তর্ভুক্ত মনে করি যেভাবে আমি আমার নামাযে দাঁড়ানোকে সাওয়াবেবের বিষয় মনে করে থাকি। এরপর (প্রত্যেকেই নিজ নিজ শাসন এলাকায় কার্যপরিচালনার জন্য) তাঁবু খাটালেন। এবং পরস্পরের সাক্ষাৎ বজায় রেখে চললেন। (সে মতে এক সময়) মু'আয (রা) আবু মুসা (রা)-এর সাক্ষাতে এসে দেখলেন, সেখানে এক ব্যক্তি হাতপা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে? আবু মুসা (রা) বললেন, লোকটি ইহুদী ছিলো, ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয (রা) বললেন, আমি ওর গর্দান উড়িয়ে দেবো। শু'বা (ইবনুল হাজ্জাজ) থেকে আফাদী এবং ওয়াহাব অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর ওকী (র) নয়র ও আবু দাউদ (র) এ হাদীসের সনদে শুবা (র)—সাইদ-সাইদের পিতা-সাইদের দাদা নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জারীর ইবন আবদুল হামীদ (র) শায়বানী (র)-এর মাধ্যমে আবু বুরদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

۴۰۰۸ حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحِدِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ

طَارِقَ بْنِ شَهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنِخٌ بِأَبْطَحٍ ، فَقَالَ أَحْجَبْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ قُلْتُ : لِيَبِّكَ أَمَلًا لَا كَأَمَلِكَ ، قَالَ فَهَلْ سَفَّتُ مَعَكَ هَدِيًّا؟ قُلْتُ لَمْ أَسُقِ ، قَالَ فَطُفُّ بِالْبَيْتِ وَاسِعٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ جَلَّ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَّتْ لِي أَمْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ وَمَكَّنَّا بِذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ .

800৮ আব্বাস ইবনে ওয়ালীদ (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আমার গোত্রের এলাকায় (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠালেন। (আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। এরপর বিদায় হজ্জের বছর আমিও হজ্জ করার জন্য আসলাম) রাসূলুল্লাহ (সা) আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করার সময় আমি তাঁর সাক্ষাতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবন কাইস, তুমি ইহরাম বেঁধেছ কি? আমি বললাম, জী হ্যা, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, (তালবিয়া) কিরূপে বলেছিলে? আমি উত্তর দিলাম, আমি তালবিয়া এরূপ বলেছি যে, হে আন্বাহ! আমি হামির হয়েছে এবং আপনার [নবী (সা)-এর] ইহরামের মতো ইহরাম বাঁধলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কি তোমার সঙ্গে কুরবানীর পণ এনেছ? আমি জবাব দিলাম, আনিনি। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সাথী আদায় করো, তারপর হালাল হয়ে যাও। আমি সে রকমই করলাম। এমন কি বনী কাইসের জনৈক মহিলা আমার চুল পর্যন্ত আঁচড়িয়ে দিয়েছিলো। আমি উমর (ইবন খাত্তাব) (রা)-এর খিলাফত আমল পর্যন্ত এ রকম আমলকেই অব্যাহত রেখেছি।

৬০০৭ حَدَّثَنِي حِبَّانٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ يَبْعُهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنَّهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنَّهُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَأَطَاعَتْ لَعْنَةُ طَعَتْ وَطَعَتْ وَأَطَعَتْ .

800৯ হিব্বান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয ইবন জাবালকে (গভর্নর বানিয়ে) ইয়ামানে পাঠানোর সময় তাকে বললেন, অচিরেই তুমি আহলে কিতাবের এক গোত্রের কাছে যাবে। যখন তুমি তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ দাওয়াত দেবে

তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল, এরপর তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা তোমার এ কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের (মুসলমানদের) সম্পদশালীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগণ্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তা হলে (তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করার সময়) তাদের মালের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করবে, কেননা মজলুমের বদদোয়া এবং আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দার আড়াল থাকে না। আবু আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, طُعْتُ، طُعْتُ এবং طُعْتُ طُعْتُ এবং طُعْتُ طُعْتُ -এর অর্থ একই।

৪.১০. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ مَعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمْنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَقَرَأَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، زَادَ مَعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّبِيِّ (ص) بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَرَأَ مَعَاذٌ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَلَمَّا قَالَ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ-

8010 সুলায়মান ইব্ন হারব (র)..... আমর ইব্ন মায়মুন (রা) থেকে বর্ণিত যে, মু'আয (ইব্ন জাবাল) (রা) ইয়ামানে পৌঁছার পর লোকজনকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করতে গিয়ে তিনি وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (অর্থাৎ আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন কাওমের এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয (ইব্ন মু'আয বাসরী), শু'বা-হাবীব-সাইদ (র)-আমর (রা) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) মু'আয (ইব্ন জাবাল) (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। (সেখানে পৌঁছে) মু'আয (রা) ফজরের নামাযে সূরা নিসা তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি (তিলাওয়াত করতে করতে) وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا পাঠ করলেন তখন তাঁর পেছন থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

২২২০. بَابُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى الْيَمَنِ

قَبْلَ حُجَّةِ الْوَدَاعِ

২২২৫. অনুচ্ছেদ : হাজ্জাতুল বিদা-এর পূর্বে 'আলী ইব্ন আবু তালিব এবং খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

৪০১১ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ بَعَثْنَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ مَنْ أَسْحَابَ خَالِدٍ ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَبْقَى مَعَكَ فَلْيَبْقَ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْبَلْ فَكَانَتْ فِيْمَنْ عَقِبَ مَعَهُ ، قَالَ فَغَنِمْتَ أَوَاقِ نَوَاتٍ عَدَدٍ -

৪০১১ আহমাদ ইবন উসমান (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর সঙ্গে ইয়ামানে পাঠালেন। বারা (রা) বলেন, তারপর কিছু দিন পরেই তিনি খালিদ (রা)-এর স্থলে আলী (রা)-কে পাঠিয়ে বলে দিয়েছেন যে, খালিদ (রা)-এর সাথীদেরকে বলবে, তাদের মধ্যে যে তোমার সাথে (ইয়ামানের দিকে) যেতে ইচ্ছা করে সে যেন তোমার সাথে চলে যায়, আর যে (মদীনায়) ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। (রাবী বলেন) তখন আমি আলী (রা)-এর সাথে ইয়ামানগামীদের মধ্যে থাকতাম। ফলে আমি গনীমত হিসেবে অনেক পরিমাণ আওকিয়া লাভ করলাম।

৪০১২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُوَيْدٍ بْنُ مَنجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِي رَضِيٍّ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيًّا إِلَى الْخَمْسِ ، وَكَانَتْ أُنْغِضُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ اغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ لِحَالِكِ الْآ تَرَى إِلَى هَذَا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ (ص) ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بَرِيْدَةُ أَتَبْغِضُ عَلِيًّا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ لَا تَبْغِضُهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخَمْسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -

৪০১২ মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার (র) বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে খুমস (গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ) নিয়ে আসার জন্য খালিদ (রা)-এর কাছে পাঠালেন। (রাবী বলেন) বুরায়দা বলেন, কোন কারণে আমি আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ ছিলাম, আর তিনি গোসলও করেছেন। (রাবী বলেন) তাই আমি খালিদ (রা)-কে বললাম, আপনি কি তার দিকে দেখছেন না? এরপর আমরা নবী (সা)-এর কাছে ফিরে আসলে আমি তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, হে বুরায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি অসন্তুষ্ট? আমি উত্তর করলাম, জী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার উপর অসন্তুষ্ট থেকে না। কারণ খুমসের ভিতরে তার প্রাপ্য অধিকার এ অপেক্ষাও বেশি রয়েছে।

৪০১৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شَبْرَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي

১. বুরায়দা (রা) আলী (রা)-এর প্রতি নারাজ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল : তিনি দেখেছেন যে, আলী কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন বাদীকে নিজের জন্য নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। এবং আলীর শেষ রাতের গোসল এবং হাঁড়ীর চুল থেকে পানির ফোঁট টপকানো দেখে তিনি উভয়ের একত্রে রাত্রি যাপনেরও সন্দেহ করলেন। অর্থাৎ এতদ্বারা নবী (সা) সেই গনীমত মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেননি। পরে বিষয়টি রাসূল (সা)-কে জানানো হলে তিনি বুরায়দাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আলীকে গনীমত বন্টন করে দেয়ার হুকুমও দেয়া হয়েছিল।

نَعْمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبِيَّةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تَحْصُلْ مِنْ تَرَابِهَا ، قَالَ فَفَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَرَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعِ أَمَّا عَلْقَمَةُ وَأَمَّا عَامِرُ بْنُ السُّطْفِيلِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ ، قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ أَلَا تَأْتُونَنِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَيْرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْهَيْنِ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ ، كَثُّ السَّحَابَةِ ، مَطْلُوقُ الرَّأْسِ ، مُشَمَّرُ الْأَرْزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ ، قَالَ وَيَلَيْكَ أَوَلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ، قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عَنْقَهُ ؟ قَالَ لَا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ، فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْفُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقُّ بَطُونَهُمْ ، قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفِّ فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضَنْضِي هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ ، وَأَظَنُّهُ قَالَ لَنْ أَدْرِكْتَهُمْ لِأَقْتَلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ -

8০১৬ কুতায়বা (র) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) ইয়ামান থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সিলম বৃক্ষের পাতা দ্বারা পরিশোধিত এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার খলে করে সামান্য কিছু তাজা স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। তখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত খনিজ মাটিও পরিষ্কার করা হয়নি। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (সা) চার ব্যক্তির মধ্যে স্বর্ণখণ্ডটি বন্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়ায়না ইবন বাদর, আকরা ইবন হারিস, যায়দ আল-খায়ল এবং চতুর্থ জন আলকামা কিংবা আমির ইবন তুফাইল (রা)। তখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে একজন বললেন, এ স্বর্ণের ব্যাপারে তাঁদের অপেক্ষা আমরাই অধিক হকদার ছিলাম। (রাবী) বলেন, কথাটি নবী (সা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। তাই নবী (সা) বললেন, তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখ না অর্থাৎ আমি আসমান অধিবাসীদের আস্থাভাজন, সকাল-বিকাল আমার কাছে আসমানের সংবাদ আসছে। এমন সময়ে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। লোকটির চোখ দু'টি ছিল কোটরাগত, চোয়ালের হাড় যেন বেরিয়ে পড়ছে, উঁচু কপালধারী, তার দাড়ি ছিল অতিশয় ঘন, মাথাটি ন্যাড়া, পরনের লুঙ্গী ছিল উপরের দিকে উঠান। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহকে ভয় করুন। নবী (সা) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে আমি কি বেশি হকদার নই? আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, লোকটি (এ কথা বলে) চলে যেতে লাগলে খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি লোকটির গদান উড়িয়ে দেব না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : না, হতে পারে সে নামায আদায় করে। (বাহ্যত মুসলমান)। খালিদ (রা) বললেন, অনেক নামায আদায়কারী এমন আছে যারা মুখে এমন এমন

কথা উচ্চারণ করে যা তাদের অন্তরে নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমাকে মানুষের দিল ছিদ্র করে, পেট ফেঁড়ে (ঈমানের উপস্থিতি) দেখার জন্য বলা হয়নি। তারপর তিনি লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তখন লোকটি পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ ব্যক্তির বংশ থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটবে যারা শ্রুতিমধুর কণ্ঠে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করবে অথচ আল্লাহর বাণী তাদের গলদেশের নিচে নামবে না। তারা দীন থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে যেভাবে নিষ্কপকৃত জন্তুর দেহ থেকে ভীর বেরিয়ে যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, যদি আমি তাদেরকে হাতে পাই তাহলে অবশ্যই আমি তাদের সামূদ জাতির মত হত্যা করে দেবো।

৪.১৬ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِيُّ (ص) عَلِيًّا أَنْ يَقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَعْيَاتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) بِمِمْ أَهْلُكَ يَا عَلِيُّ ؟ قَالَ بِمَا أَهْلٌ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلِيٌّ هَدِيًّا -

৪০১৪] মাক্কী ইবন ইব্রাহীম (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আলী (রা)-কে তাঁর কৃত ইহ্রামের উপর কায়ম থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ইবন বকর ইবন জুরায়জ—আতা (র)—জাবির (রা) সূত্রে আরও বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেছেন : আলী ইবন আবু তালিব (ইয়ামানে ছিলেন এরপর তিনি তাঁর) আদায়কৃত কর খুমুস নিয়ে (মক্কায়) আসলেন। তখন নবী (সা) তাকে বললেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? তিনি উত্তর করলেন, নবী যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন (আমিও সেটির ইহ্রাম বেঁধেছি)। নবী (সা) বললেন, তা হলে তুমি কুরবানীর পণ পাঠিয়ে দাও এবং এখন যেভাবে আছ সেভাবে ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করতে থাক। বর্ণনাকারী [জাবির (রা)] বলেন, সে সময় আলী (রা) নবী (সা)-এর জন্য কুরবানীর পণ পাঠিয়েছিলেন।

৪.১৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطُّوَيْلِ حَدَّثَنَا بَكْرٌ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ النَّبِيِّ (ص) بِالْحَجِّ وَأَهْلَانَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ (ص) هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) بِمِمْ أَهْلُكَ فَإِنْ مَعَنَا أَهْلُكَ قَالَ أَهْلُكَ بِمِمْ أَهْلٌ بِهِ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَأَمْسِكْ فَإِنْ مَعَنَا هَدِيًّا -

৪০১৫] মুসাদ্দাদ (র) বকর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইবন উমর (রা)-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হল, আনাস (রা) লোকদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) হজ্জ এবং উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধেছিলেন। তখন ইবন উমর (রা) বললেন, নবী (সা) হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধেছেন, তাঁর সাথে

আমরাও হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধি। যখন আমরা মক্কায় উপনীত হই তিনি বললেন, তোমাদের যার সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই সে যেন তার হজ্জের ইহ্রাম উমরার ইহ্রামে পরিণত করে ফেলে। অবশ্য নবী (সা)-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল। এরপর আলী ইবন আবু তালিব (রা) হজ্জের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে আসলেন। নবী (সা) (তাকে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের ইহ্রাম বেঁধেছ? কারণ আমাদের সাথে তোমার স্ত্রী (ফাতিমা) রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, নবী (সা) যেটির ইহ্রাম বেঁধেছেন আমি সেটিরই ইহ্রাম বেঁধেছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে এ অবস্থায়ই থাক, কারণ আমাদের কাছে কুরবানীর জন্তু আছে।

২২২৬. بَابُ غَزْوَةِ ذِي الْخَلْصَةِ

২২২৬. অনুচ্ছেদ : যুল খালাসার যুদ্ধ

৪০১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا بِيَانٌ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ نُو الْخَلْصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ فَتَفَرَّتْ فِي مِائَةِ وَخَمْسِينَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ (ص) فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلَاخْمَسَ.

৪০১৬ মুসাদ্দাদ (র) জারীর (ইবন আবদুল্লাহ বাজালী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে একটি (নকল ভীর্থ) ঘর ছিল যাকে 'যুল খালাসা', ইয়ামানী কা'বা এবং সিরীয় কা'বা বলা হত। নবী (সা) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি যুল-খালাসার পেরেশানী থেকে আমাকে স্বস্তি দেবে না? এ কথা শুনে আমি একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ছুটে চললাম। আর এ ঘরটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে দিলাম এবং সেখানে যাদেরকে পেলাম তাদের হত্যা করে ফেললাম। তারপর নবী (সা)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ সংবাদ জানালে তিনি আমাদের জন্য এবং (আমাদের গোত্র) আহমাসের জন্য দোয়া করলেন।

৪০১৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلْصَةِ ، وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنَمٍ ، يُسَمَّى الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكَانَتْ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مُهْدِيًا ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَقَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا جَمَلٌ أَحْرَبٌ ، قَالَ فَبَارَكٌ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

৪০১৭ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র) কায়স (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জারীর (রা) আমাকে-

বলেছেন যে, নবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে স্বস্তি দেবে না? যুল খালাসা ছিল খাসআম গোত্রের একটি (বানোয়াট তীর্থ) ঘর, যাকে বলা হত ইয়ামনী কা'বা। এ কথা শুনে আমি আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চললাম। তাঁদের সকলেই অশ্ব পরিচালনায় পারদর্শী ছিল। আর আমি তখন ঘোড়ার পিঠে শক্তভাবে বসতে পারছিলাম না। কাজেই নবী (সা) আমার বুকের উপর হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এমন কি আমি আমার বুকের উপর তার আঙ্গুলগুলোর ছাপ পর্যন্ত দেখতে পেলাম। (এ অবস্থায়) তিনি দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! একে (ঘোড়ার পিঠে) শক্তভাবে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েত দানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। এরপর জারীর (রা) সেখানে গেলেন এবং ঘরটি ভেঙ্গে দিয়ে তা জ্বালিয়ে ফেললেন। এরপর তিনি [জারীর (রা)] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে দূত পাঠালেন। তখন জারীরের দূত [রাসূল (সা)-কে] বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি ঘরটিকে খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত কাল উটের মত রেখে আপনার কাছে এসেছি। রাবী বলেন, তখন নবী (সা) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দোয়া করলেন।

১৮। ৪۰ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْأُتْرِيحِيُّ مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، فَقُلْتُ بَلَى ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةً فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَتَّبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَضْرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أُسْرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ تَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا ، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسِي بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْنًا بِالْيَمَنِ لَخَنَمٍ وَبِجَيْلَةٍ فِيهِ نَصَبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَأَتَانَا فَحَرَقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنِ ، كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) هَاهُنَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرْبَ عُنُقِكَ ، قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ ، قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْتَبِي أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ (ص) قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَانَتْهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرَكَ النَّبِيُّ (ص) عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ .

৪০১৮ ইউসুফ ইবন মুসা (র) ... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কি আমাকে যুল খালাসার পেরেশানী থেকে স্বস্তি দেবে না? আমি বললাম : অবশ্যই। এরপর আমি (আমাদের) আহমাস গোত্র থেকে একশ' পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে চললাম। তাদের সবাই ছিল অশ্ব পরিচালনায় অভিজ্ঞ। কিন্তু আমি তখনো ঘোড়ার উপর স্থির হয়ে বসতে পারতাম

না। তাই ব্যাপারটি নবী (সা)-কে জানালাম। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকের উপর আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর হাতের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম। তিনি দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! একে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিন এবং তাকে হেদায়েতদানকারী ও হেদায়েত লাভকারী বানিয়ে দিন। জারীর (রা) বলেন : এরপরে আর কখনো আমি আমার ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। তিনি আরো বলেছেন যে, যুল খালাসা ছিল ইয়ামানের অন্তর্গত খাসআম ও বাজীলা গোত্রের একটি (তীর্থ) ঘর। সেখানে কতগুলো মূর্তি স্থাপিত ছিল। লোকেরা এগুলোর পূজা করত এবং এ ঘরটিকে বলা হত কা'বা। রাবী বলেন, এরপর তিনি সেখানে গেলেন এবং ঘরটি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন আর এর ভিটামাটিও চূরমার করে দিলেন। রাবী আরো বলেন, আর যখন জারীর (রা) ইয়ামানে গিয়ে উঠলেন তখন সেখানে এক লোক থাকত, সে তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয় করত; তাকে বলা হল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিনিধি এখানে আছেন, তিনি যদি তোমাকে পাকড়াও করার সুযোগ পান তাহলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবেন। রাবী বলেন, এরপর একদা সে ভাগ্য নির্ণয়ের কাজে লিপ্ত ছিল, সেই মুহূর্তে জারীর (রা) সেখানে পৌঁছে গেলেন। তিনি বললেন, তীরগুলো ভেঙ্গে ফেল এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই—এ কথা সাক্ষ্য দাও; অন্যথায় তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। লোকটি তখন তীরগুলো ভেঙ্গে ফেলল এবং (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এ কথা) সাক্ষ্য দিল। এরপর জারীর (রা) আবু আরতাত নামক আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সা)-এর খেদমতে পাঠালেন খোশখবরী শোনানোর জন্য। লোকটি নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরটিকে ঠিক খুজলি-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের মত কালো করে রেখে আমি এসেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে নবী (সা) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈনিকদের সার্বিক কল্যাণ ও বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

۲۲۲۷. بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَهِيَ غَزْوَةُ لَحْمٍ وَجُدَامٍ قَالَهُ اسْمُ عَيْلٍ بَنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ ابْنُ اسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرْوَةَ هِيَ بِلَادٌ بِلِيٍّ وَعُدْرَةَ وَبَنِي الْقَيْنِ

২২২৭. অনুচ্ছেদ : যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাইল ইবন আবু খালিদ (র)-এর মতে এটি লাখম ও জুয়াম গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক (র) ইয়াযীদ (র)-এর মাধ্যমে উরওয়্যা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, যাতুস সালাসিল হল বালী, উযরা এবং বনিল কায়ন গোত্রসমূহের স্থাপিত শহর

۴۰۱۹ حَدَّثَنَا اسْحَقُ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي عُمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعَثَ عُمَرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ ، قَالَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ خَالِدًا قَالَ لِي يَا خَالِدُ إِنَّ جَيْشَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فِي أَرْضِ خَيْبَرَ

৪০১৯ ইসহাক (র) আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ইবনুল আস (রা)-

কে (সেনাপতি নিযুক্ত করে) যাতুস সালাসিল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন। আমার ইবনুল আস বলেন : (যুদ্ধ শেষ করে) আমি নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে কোন লোকটি অধিকতর প্রিয়? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা (রা)। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার (আয়েশার) পিতা। আমি বললাম, তারপর কে? তিনি বললেন, উমর (রা)। এভাবে তিনি (আমার প্রশ্নের জবাবে) একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম বললেন। আমি চুপ হয়ে গেলাম এ আশংকায় যে, আমাকে না তিনি সকলের শেষে স্থাপন করে বসেন।

২২২৮. بَابُ نَهَابِ جَرِيرٍ إِلَى الْيَمَنِ

২২২৮. অনুচ্ছেদ : জারীর (রা)-এর ইয়ামান গমন

[৪.২০] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَدْرِيسَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ عَن جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقَيْتُ رَجُلَيْنِ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كِلَاعٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ اُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَقَالَ لَهُ نُوْ عَمْرٍو وَلَيْنَ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ اَمْرِ صَاحِبِكَ ، لَقَدْ مَرَّ عَلَيَّ مِنْذُ ثَلَاثِ ، وَاَقْبِلَا مَعِيَ حَتَّى اِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رَفِعَ لَنَا رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِيْنَةِ فَسَاَلْتَاهُمْ ، فَقَالُوا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَاسْتَخْلَفَ اَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ صَالِحُوْنَ ، فَقَالَا اَخْبِرْ صَاحِبِكَ اِنَّا قَدْ جِئْنَا وَوَلَعْنَا سَتَعُوْدُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، وَرَجَعَا اِلَى الْيَمَنِ ، فَاخْبَرْتُ اَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ اَفَلَا جِئْتُ بِهِمْ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ مَا قَالَ لِي نُوْ عَمْرٍو يَا جَرِيْرُ اِنْ بِكَ عَلَيَّ كِرَامَةٌ ، وَاِنِّي مُخْبِرُكَ خَيْرًا اِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ اِذَا هَلَكَ اَمِيْرٌ تَامَرْتُمْ فِيْ اٰخَرٍ ، فَاِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ ، كَانُوْا مَلُوْكَ ، يَغْضِبُوْنَ غَضَبَ الْمَلُوْكِ ، وَيَرْضَوْنَ رِضَا الْمَلُوْكِ۔

8020 আবদুল্লাহ ইবন আবু শায়বা আবসী (র) জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইয়ামানে ছিলাম। এ সময়ে একদা যুকালা ও যু'আমর নামে ইয়ামানের দু' ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শোনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) এমন সময়ে যু'আমর রাবী জারীর (রা)-কে বললেন, তুমি যা বর্ণনা করছ তা যদি তোমার সাথীরই (নবী (সা)-এর) কথা হয়ে থাকে তা হলে মনে রেখো যে, তিন দিন আগে তিনি ইন্তিকাল করে গেছেন। (জারীর বলেন, কথাটি শুনে আমি মদীনা অভিমুখে ছুটলাম) তারা দু'জনেও আমার সাথে সম্মুখের দিকে চললেন। অবশেষে আমরা একটি রাস্তার ধারে পৌঁছলে মদীনার দিক থেকে আসা একদল সওয়ারীর সাক্ষাৎ পেলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেছে। মুসলমানদের সম্মতিক্রমে আবু বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারপর তারা দু'জন (আমাকে) বলল,

(তুমি মদীনায় পৌঁছলে) তোমার সাথী (আবু বকর) (রা)-কে বলবে যে, আমরা কিছুদূর পর্যন্ত এসেছিলাম। সম্ভবত আবার আসব ইনশাআল্লাহ, এ কথা বলে তারা দু'জনে ইয়ামানের দিকে ফিরে গেল। এরপর আমি আবু বকর (রা)-কে তাদের কথা জানালাম। তিনি (আমাকে) বললেন, তাদেরকে তুমি নিয়ে আসলে না কেন? পরে আরেক সময় (যু'আমরের সাথে সাক্ষাৎ হলে) তিনি আমাকে বললেন, হে জারীর! তুমি আমার চেয়ে অধিক সন্ধানী। তবুও আমি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা আরব জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একজন আমীর মারা গেলে অপরজনকে (পরামর্শের মাধ্যমে) আমীর বানিয়ে নেবে। আর তা যদি তরবারির জোরে ফায়সালা হয় তা হলে তোমাদের আমীরগণ (জাগতিক) অন্যান্য রাজা বাদশাদের মতোই হয়ে যাবে। তারা রাজাসুলভ ক্রোধ, রাজাসুলভ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (খলীফা ও খিলাফত আর অবশিষ্ট থাকবে না)

২২২৯. بَابُ غَزْوَةِ سَيْفِ الْبَحْرِ وَهُمْ يَتَلَقُونَ عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَأَمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ

২২২৯. অনুচ্ছেদ : সীফুল বাহরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ কুরাইশের একটি কাফেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং তাঁদের সেনাপতি ছিলেন আবু উবায়দা (রা)

৪০২১ حَدَّثَنَا اسْتَعِينُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَعَثًا قَبِيلَ السَّاحِلِ، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ، فَخَرَجْنَا فَكُنَّا بِنَعْضِ السَّطْرِيقِ فَنِي الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مَزْدَى تَمْرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا كُلُّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِي، فَلَمْ يَكُنْ يُصِينَا إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقُلْتُ مَا تَغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنَيْتُ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حَوْثٌ مِثْلُ الطَّرْبِ فَأَكَلْنَا مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضَلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَأْحَلَةٍ فَرَحَلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تَصِبْهُمَا -

[৪০২১] ইসমাইল (রা) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সমুদ্র সৈকতের দিকে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করে দিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন তিনশ'। (তনুয্যে আমিও ছিলাম) আমরা যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আমরা এক রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলাম, তখন আমাদের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেল, তাই আবু উবায়দা (রা) আদেশ দিলেন সমগ্র সৈন্যদলের অবশিষ্ট পাথের একত্রিত করতে। অতএব সব একত্রিত করা হল। দেখা গেল মাত্র দু'খলে খেজুর রয়েছে। এরপর তিনি অল্প অল্প করে আমাদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতে লাগলেন। পরিশেষে তাও শেষ হয়ে গেল এবং কেবল তখন একটি মাত্র খেজুর

আমরটির পাজরের হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় ধরে খাড়া করালেন। এবং (ঐ) লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে এর নিচে দিয়ে অতিক্রম করালেন। জাবির (রা) বলেন, সেনাদলের এক ব্যক্তি (খাদ্যের অভাব দেখে) প্রথমে তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন, তারপর আরো তিনটি উট যবেহ করেছিলেন। এরপর আবু উবায়দা (রা) তাকে (উট যবেহ করতে) নিষেধ করলেন। আমার ইব্ন দীনার (রা) বলতেন, আবু সালিহ (রা) আমাদের জানিয়েছেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ (রা) (অভিযান থেকে ফিরে এসে) তাঁর পিতার কাছে বর্ণনা করছিলেন যে, সেনাদলে আমিও ছিলাম, এক সময়ে সমগ্র সেনাদল ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, (কথাটি শোনামাত্র কায়সের পিতা) সা'দ বললেন, এমতাবস্থায় তুমি উট যবেহ করে দিতে। কায়স বললেন, (হ্যাঁ) আমি উট যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেল। এবারো তার পিতা বললেন, তুমি যবেহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, তারপর আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ বললেন, এবারো উট যবেহ করতে। তিনি বললেন, (হ্যাঁ) যবেহ করেছি। তিনি বললেন, এরপরও আবার সবাই ক্ষুধার্ত হল। সা'দ (রা) বললেন, উট যবেহ করতে। তখন কায়স ইব্ন সা'দ (রা) বললেন, এবার আমাকে (যবেহ করতে) নিষেধ করা হয়েছে।

৪০২২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلَ غَزْوَنَا جَيْشَ الْخَبِطِ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجَعَلْنَا جَوْعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرَ حَوْتًا مَيْتًا ، لَمْ نَرِ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّكَّابُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كُلُّوْا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ كُلُّوْا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَنَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ .

৪০২৬ মুসাদ্দাদ (রা) জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জায়শুল খাবাতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, আর আবু উবায়দা (রা)-কে আমাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পথে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তখন সমুদ্র আমাদের জন্য আশ্বর নামের একটি মরা মাছ তীরে নিক্ষেপ করে দিল। এত বড় মাছ আমরা আর কখনো দেখিনি। এরপর মাছটি থেকে আমরা অর্ধ মাস আহার করলাম। একবার আবু উবায়দা (রা) মাছটির একটি হাড় তুলে ধরলেন আর সাওয়ারীর পিঠে চড়ে একজন হাড়টির নিচ দিয়ে অতিক্রম করল (হাড়ে স্পর্শও লাগেনি)। (ইব্ন জুরায়জ বলেন) আবু যুবায়র (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাবির (রা) থেকে শুনেছেন, জাবির (রা) বলেন : ঐ সময় আবু উবায়দা (রা) বললেন : তোমরা মাছটি আহার কর। এরপর আমরা মদীনা ফিরে আসলে নবী (সা)-কে বিষয়টি অবগত করলাম। তিনি বললেন, যাও। এটি তোমাদের জন্য রিয়াক, আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তোমাদের কাছে কিছু অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরকেও স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। একজন মাছটির কিছু অংশ নবী (সা)-কে এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

২২২০. بَابُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ

২২০০. অনুচ্ছেদ : হিজরতের নবম বছর লোকজনসহ আবু বকর (রা)-এর হজ্জ পালন

৪০২৪ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا قَلْبِيعٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص) قَبْلَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاسِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطْفُونَ بِالْبَيْتِ عَرِيَانٌ -

৪০২৪ সুলায়মান ইবন দাউদ আবু রাবী' (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী যে হজ্জ অনুষ্ঠানে নবী (সা) আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হাজ্জ নিযুক্ত করেছিলেন সেই হজ্জের সময় আবু বকর (রা) তাঁকে [আবু হুরায়রা (রা)-কে] একটি ছোট দলসহ লোকজনের মধ্যে এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না। আর উলঙ্গ অবস্থায়ও কেউ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না।

৪০২৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْرَجُ سُورَةَ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةَ بَرَاءَةٍ وَأَخْرَجُ سُورَةَ نَزَلَتْ خَاتِمَةَ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ -

৪০২৫ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) বারা (ইবন আযির) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষে যে সূরাটি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল সূরা বারাত। আর সর্বশেষে যে সূরার আয়াতটি সমাপ্তি রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল সূরা নিসার এ আয়াত : ইয়াসতায়ফতুনাকা কুলিল্লাহ ইয়ফতুকুম ফিল কালাল। অর্থাৎ “লোকেরা আপনার কাছে সমাধান জানতে চায়, বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ সমাধান জানাচ্ছেন, (কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তাহলে বোনের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ হবে)। (৪ : ১৭৬)

২২২১. بَابُ وَقْدِ بَنِي تَمِيمٍ

২২০১. অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের প্রতিনিধি দল

৪০২৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ اتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَ اقْبَلُوا الْبَشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَرْتَنَا فَأَطْلِنَا فَرَأَى ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبَشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ -

৪০২৬ আবু নুআইম (র) ইমরান ইবন হসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের

একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন : হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল : ইয়া রাসূলান্নাহ্ আপনি খোশ-খবরী দিয়ে থাকেন, এবার আমাদেরকে কিছু (অর্থ-সম্পদ) দিন। কথাটি শুনে তাঁর চেহারায়া অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পেল। এরপর ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবরী গ্রহণ করলোই না তখন তোমরা সেটি গ্রহণ কর। তারা বললেন, আমরা তা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলান্নাহ্!

২২৩২ . **بَابُ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ غَزْوَةُ عَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ حُدَيْفَةَ بْنِ بَدْرِ بْنِ الْعَتَبِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) إِلَيْهِمْ ، فَأَغَارَ وَأَصَابَ مِنْهُمْ نَاسًا وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاءً**

২২৩২. অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের উপগোত্র বনী আযরের বিরুদ্ধে উয়াইনা ইবন হিস্ন ইবন হয-ইফা ইবন বদরের যুদ্ধ। ইবন ইসহাক (র) বলেন, নবী (সা) উয়াইনা (রা)-কে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠিয়েছেন। তারপর তিনি রাতের শেষ ভাগে তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং তাদের মহিলাদেরকে বন্দী করেন।

৪. ২৭ . **حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَرَأَى أَحَبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سَمْعَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَقُولُهَا فِيهِمْ ، هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَي الْجِبَالِ ، وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتِهِمْ ، فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ ، أَوْ قَوْمِي .**

৪০২৭ মুহাইর ইবন হারব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা বলেছেন। এগুলো শনার পর থেকেই আমি বনী তামীমকে ভালবাসতে থাকি। (তিনি বলেছেন) তারা আমার উম্মতের মধ্যে দজ্জালের বিরোধিতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর থাকবে। তাদের গোত্রের একটি বান্দী আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল। রাসূল (সা) বললেন, একে আযাদ করে দাও, কারণ সে ইসমাইল (আ)-এর বংশধর। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেন, এটি একটি কাওমের সাদকা বা তিনি বলেন, এটি আমার কাওমের সাদকা।

৪. ২৮ . **حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأُبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرَ الْقَعْقَاعِ بْنِ مَعْبُدِ بْنِ زُرَّارَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتُ الْاِخْلَافِي ، قَالَ عُمَرُ مَا**

أَرَدْتُ خِلَافَكَ ، فَمَارِيًا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ .

৪০২৮ ইবরাহীম ইবন মূসা (র) আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, বনী তামীম গোত্র থেকে একটি অশ্বারোহী দল নবী (সা)-এর দরবারে আসল। (তাঁরা তাদের একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানালে) আবু বকর (রা) প্রস্তাব দিলেন, কা'কা ইবন মা'বাদ ইবন যারারা (রা)-কে এদের আমীর নিযুক্ত করে দিন। উমর (রা) বললেন, বরং আকরা ইবন হাবিস (রা)-কে আমীর বানিয়ে দিন। আবু বাকর (রা) বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করতে চাও। উমর (রা) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমি কখনো করি না। এর উপর দু'জনের বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে শেষ পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উচ্চতর হল। ফলে এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হল, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূলের সামনে তোমরা কোন ব্যাপারে অগ্রণী হয়ো না। বরং আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ এতে তোমাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (৪৯ : ১-২)

২২২২ . يَابُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ

২২৩৩. অনুচ্ছেদ : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল

৪. ২৭ حَدَّثَنِي اسْحَقُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَتْ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ لِي جِرَّةً يَنْتَبِذُ لِي نَبِيذًا فَأَشْرَبُهُ حُلَاوًا فِي جِرِّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَاسَتْ الْقَوْمَ فَاطَلَتْ الْجُلُوسُ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِيمٌ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرِ خَزَائِيَا وَلَا تَدَامِسِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَرَمِ حَدَّثَنَا بِجَمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمَلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُوهُ مِنْ وَرَاءِ نَا قَالَ أَمْرُكُمْ بَارِعٌ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانَ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ ، وَآتَاؤُ الزَّكَاةَ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمْسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا أَنْتَبِذُ فِي الدَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفَتِ .

৪০২৯ ইসহাক (র) আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেন) আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম : আমার একটি কলসী আছে। তাতে আমার জন্য (খেজুর ভিজিয়ে) নারায় তৈরী করা হয় এবং পানি মিঠা হয়ে সারলে আমি তা আরেকটি পাত্রে (ছোট গ্লাসে) ঢেলে পান করি। কিন্তু কখনো যদি ঐ পানি বেশি পরিমাণ পান করে লোকজনের সাথে বসে যাই এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মজলিসে বসে থাকি

তখন আমার আশংকা হয় যে, (নেশার দোষে) আমি (লোকসম্মুখে) অপমানিত হব। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসলে তিনি বললেন, কাওমের জন্য খোশ-আমদেদ। যাদের আগমন না ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় হয়েছে, না অপমানিত অবস্থায়। তারা আরথ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুদার গোত্রের মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এ জন্য আমরা আপনার কাছে আশুকরুল হুকুম (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ব্যতীত অন্য সময়ে আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা বলে দিন, যেগুলোর উপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। আর যারা আমাদের পেছনে (বাড়িতে) রয়ে গেছে তাদেরকে এর দাওয়াত দেব। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি জিনিস পালন করার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা কি জান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কাকে বলে? তা হল : আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া, আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের রোযা পালন করা এবং গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (বায়তুল মালে) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আর চারটি জিনিস—লাউয়ের পাত্র, কাঠের তৈরী নাকীর নামক পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফ্ফাত নামক তৈল মাখানো পাত্রে নাবীয তৈরী করা থেকে নিষেধ করছি।

৪.৩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسَ عَلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْحَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كَفَّارٌ مُضَرٌّ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمَرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُوا إِلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ نَا ، قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدُ وَاحِدَةٌ ، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ ، وَإِتْيَاءُ الزَّكَاةَ ، وَإِنْ تَوَدُّوا لِلَّهِ خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمَرْفَتِ .

৪০৩০ সুলায়মান ইবন হারব (র) আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইবন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন—আবদুল কাইস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা অর্থাৎ এই ছোট্ট দল রাবীআর গোত্র। আমাদের এবং আপনার মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে মুদার গোত্রের মুশরিকরা। কাজেই আমরা নিষিদ্ধ মাসগুলো ছাড়া অন্য সময়ে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ জন্য আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে দিন যেগুলোর উপর আমরা আমল করতে থাকব এবং যারা আমাদের পেছনে রয়েছে তাদেরকেও সেই দিকে আহ্বান জানাব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় আদায় করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করছি। (বিষয়গুলো হল) আল্লাহর উপর ঈমান আনা অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া। কথটি বলে তিনি আপুলের সাহায্যে

এক গুণেছেন। আর নামায আদায় করা, যাকাত দেওয়া এবং তোমরা যে গনীমত লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য (বায়তুল মালে) জমা দেওয়া। আর আমি তোমাদেরকে লাউয়ের পাত্র, নাকীর নামক খোদাইকৃত কাঠের পাত্র, সবুজ কলসী এবং মুযাফফাত নামক তৈল মাখানো পাত্র ব্যবহার থেকে নিষেধ করছি।

৪. ২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ كُرَيْبٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْنَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلِّهَا عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أَخْبَرْنَا أَنَّكَ تُصَلِّيَهَا وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَتْ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَسَدَخْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلِّ أُمَّ سَلْمَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُونِي إِلَيَّ أُمَّ سَلْمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمَّ سَلْمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَنْهَى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حِرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ ، فَقُلْتُ قَوْمِي إِلَيَّ جَنِّبِي فَقَوْلِي تَقُولُ أُمَّ سَلْمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيَهُمَا ، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي ، فَفَعَلْتَ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْتَصَرَ قَالَ يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي أَنَا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ۔

8069] ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান ও বকর ইবন মুদার (র) বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব (র) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবন আব্বাস, আবদুর রহমান ইবন আযহার এবং মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) (এ তিনজনে) আমাকে আয়েশা (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে বললেন, তাঁকে আমাদের সবার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে। এবং তাঁকে আসরের পরের দু'রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কারণ আমরা অবহিত হয়েছি যে, আপনি নাকি এই দু'রাকাত নামায আদায় করেন অথচ নবী (সা) এ দু'রাকাত নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন—এ হাদীসও আমাদের কাছে পৌছেছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি উমর (রা) সহ এ দু'রাকাত নামায আদায়কারী লোকদেরকে প্রহার করতাম। কুরায়ব (র) বলেন, আমি তাঁর [আয়েশা (রা)] কাছে গেলাম এবং তারা আমাকে যে ব্যাপারে পাঠিয়েছেন তা জানালাম। তিনি বললেন, বিষয়টি উম্মে সালাম (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস কর। এরপর আমি তাঁদেরকে [আয়েশা (রা)-এর জবাবের কথা] জানালে তারা আবার আমাকে উম্মে সালাম (রা)-এর কাছে পাঠালেন এবং আয়েশা (রা)-এর কাছে যাবলতে বলেছিলেন সেসব কথা তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। তখন উম্মে সালাম (রা) বললেন,

আমি নবী (সা) থেকে শুনেছি যে, তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন। কিন্তু একদিন তিনি আসরের নামায আদায় করে আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। এ সময় আমার কাছে ছিল আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কতিপয় মহিলা। তখন নবী (সা) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। আমি তা দেখে খাদীমা-কে পাঠিয়ে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে, "উম্মে সালমা (রা) আপনাকে এ কথা বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনাকে এ দু'রাকাত আদায় করা থেকে নিষেধ করতে শুনি নি? অথচ দেখতে পাচ্ছি আপনি সেই দু'রাকাত আদায় করছেন।" এরপর যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে পিছনে সরে যাবে। খাদীমা গিয়ে (সেভাবে কথাটি) বলল। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। খাদীমা পেছনের দিকে সরে গেল। এরপর নামায সেয়ে তিনি বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা! (উম্মে সালমা) তুমি আমাকে আসরের পরের দু'রাকাত নামাযের কথা জিজ্ঞাসা করছ। আসলে আজ আবদুল কায়স গোত্র থেকে তাদের কয়েকজন লোক আমার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিল। তাঁরা আমাকে ব্যস্ত রাখার কারণে যুহরের পরের দু'রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ আমার হয়নি। আর সেই দু'রাকাত হল এ দু'রাকাত নামায।

[৪.৩৩] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةِ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ جَوَائِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ -

৪০৩২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে জুম'আর নামায জারী করার পরে সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায জারী করা হয়েছিল তা হল বাহরাইনের জুয়াসা এলাকার আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ।

২২২৪. بَابُ وَفْدِ بَنِي حَنِيفَةَ وَحَدِيثِ ثَمَامَةَ بْنِ أُتَالٍ

২২৩৪. অনুচ্ছেদ : বনী হানীফার প্রতিনিধি দল এবং সুমামা ইবন উসাল (রা)-এর ঘটনা

[৪.৩৪] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أُتَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سُورَى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَقْتُلَنِي تَقْتُلَ ذَانِمٍ ، وَإِنْ تَنْعَمَ ، تَنْعَمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ ، فَسَأَلَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ ، حَتَّى كَانَ الْغَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ قَالَ عِنْدِي مَا قُلْتَ لَكَ أَنْ تَنْعَمَ ، تَنْعَمَ عَلَيَّ شَاكِرٌ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ ، فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتَ لَكَ ، فَقَالَ أَطْلَقُوا ثَمَامَةَ فَانْطَلَقَ

الَّذِي نَخَلَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَاسْتَسَلَّ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهَكَ ، أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ ، فَاصْبَحْ دِينَكَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيَّ ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ ، فَاصْبَحْ بَلَدَكَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ ، وَإِنْ خَيْلِكَ أَخَذْتَنِي ، وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَسْرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبِوتَ ، قَالَ لَا : وَلَكِنْ اسْتَلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَلَا وَاللَّهِ لَأَتَاتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٌ حَتَّى يَأْتَنَ فِيهَا النَّبِيُّ (ص) -

৪০৩৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) একদল অশ্বারোহী সৈন্য নজদের দিকে পাঠিয়েছিলেন। (সেখানে গিয়ে) তারা সুমামা ইবন উসাল নামক বনু হানীফার এক ব্যক্তিকে ধরে আনলেন এবং মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখলেন। তখন নবী (সা) তার কাছে এসে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে। (কারণ আপনি মানুষের উপর কখনো জুলুম করেন না বরং অনুগ্রহই করে থাকেন) যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনি একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ দান করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ দান করবেন। আর যদি আপনি (এর বিনিময়ে) অর্থ সম্পদ চান তা হলে যতটা খুশী দাবি করুন। নবী (সা) তাকে সেই অবস্থার উপর রেখে দিলেন। এভাবে পরের দিন আসল। নবী (সা) আবার তাকে বললেন, ওহে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে সেটিই মনে হচ্ছে যা (গতকাল) আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, যদি আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তা হলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। তিনি তাকে সেই অবস্থায় রেখে দিলেন। এভাবে এর পরের দিনও আসল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে সুমামা! তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমার কাছে তা-ই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই বলেছি। নবী (সা) বললেন, তোমরা সুমামার বন্ধন ছেড়ে দাও। এবার (মুক্তি পেয়ে) সুমামা মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি খেজুরের বাগানে গেল এবং গোসল করল। এরপর ফিরে এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। (তিনি আরো বললেন) হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, ইতিপূর্বে আমার কাছে যমীনের বুকে আপনার চেহারার চাইতে অধিক অপছন্দনীয় আর কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সকল চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আল্লাহর কসম, আমার কাছে আপনার দীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণ্য আপনার কোন দীন ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দীনই আমার কাছে অধিক সমাদৃত। আল্লাহর কসম, আমার মনে আপনার শহরের চেয়ে বেশি খারাপ শহর অন্য কোনটি ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আপনার অশ্বারোহী

সৈনিকগণ আমাকে ধরে এনেছে, সে সময় আমি উমরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ছিলাম। তাই এখন আপনি আমাকে কি কাজ করার হুকুম করেন? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে (দুনিয়া ও আখিরাতের) সু-সংবাদ প্রদান করলেন এবং উমরা আদায়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি যখন মক্কা আসলেন তখন জৈনিক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি নিজের দীন ছেড়ে দিয়ে অন্য দীন গ্রহণ করেছ? তিনি উত্তর করলেন, না, (বেদীন হয়নি? কুফর শিরক তো কোন দীনই নয়) বরং আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম। নবী (সা)-এর বিনানুমতিতে তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসবে না।

৪.২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (ص) فَجَعَلَ يَقُولُ إِنَّ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قِطْعَةً جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ مُسَيْلِمَةُ فِي أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَنْ أَدْبَرْتَ لِيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أَرَيْتَ فِيهِ مَا رَأَيْتَ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أَرَيْتَ فِيهِ مَا رَأَيْتَ فَأَخْبَرْتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَيْنَنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدِي سَوَارِينَ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهْمَنِي شَأْنُهُمَا ، فَأَوْحَى إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا ، فَانْفُخْتُهُمَا فَطَارَا ، فَأَوَّلَتْهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْعَنَسِيُّ ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ .

৪০৩৪ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর যুগে একবার মিথ্যাক মুসায়লামা (মদীনায়) এসেছিল। সে বলতে লাগল, মুহাম্মদ (সা) যদি আমাকে তাঁর পরবর্তীতে (স্থলাভিষিক্ত) নিয়োগ করে যায় তা হলে আমি তাঁর অনুপত হয়ে যাবো। সে তার গোত্রের বহু লোকজনসহ এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন সাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। মুসায়লামা তার সাথীদের মধ্যে ছিল, এমতাবস্থায় তিনি তার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এ তুচ্ছ ডালটিও চাও তবে এটিও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা লংঘিত হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দেবে। এরপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি "আমি তোমাকে তেমনই দেখতে

পাচ্ছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আবু হুরায়রা (রা) আমাকে জানালেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমার দু'হাতে স্বর্গের দু'টি খাড়ু। খাড়ু দু'টি আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল (পুরুষের জন্য স্বর্গের খাড়ু অবৈধ) তখন ঘুমের মধ্যেই আমার প্রতি নির্দেশ দেয়া হল, খাড়ু দু'টির উপর ফুঁ দাও। আমি সে দু'টির উপর ফুঁ দিলে তা উড়ে গেল। এরপর আমি এর ব্যাখ্যা করেছি দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) বলে যারা আমার পরে বের হবে। এদের একজন আনসী আর অপরজন মুসায়লাম।

৪০২৫ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتَيْتُ بِخَرَّازِينَ الْأَرْضِ، فَوَضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَكَبَّرًا عَلَيَّ، فَأَوْجِي إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُمَا، فَفَخَّخْتُهُمَا فَذَهَبًا، فَأَوْلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ، اللَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا، صَاحِبِ صَنْعَاءَ، وَصَاحِبِ الْيَمَامَةِ.

৪০৩৫ ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় (স্বপ্নে) আমার নিকট যমীনের সমুদয় সম্পদ উপস্থাপন করা হলো এবং আমার হাতে দু'টি সোনার খাড়ু রাখা হলো। ফলে আমার মনে ব্যাপারটি গুরুতর অনুভূত হলে আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, এগুলোর উপর ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দিলাম, খাড়ু দু'টি উধাও হয়ে গেল। এরপর আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, এরা সেই দু' মিথ্যাবাদী (নবী) যাদের মাঝখানে আমি অবস্থান করছি। অর্থাৎ সানআ শহরের অধিবাসী (আসওয়াদ আনসী) এবং ইয়ামামা শহরের অধিবাসী (মুসায়লামাতুল কাযযাব)।

৪০৩৬ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءَ الْعُطَارِدِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجْرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ الْقَيْنَاءُ وَأَخَذْنَا الْأَخْرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجْرًا، جَمَعْنَا جُثُوَّةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طَقْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قَلْنَا مُتَّصِلِ الْأَسْبَةِ فَلَا نَدَعُ رَمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلَّا تَرَعْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) غُلَامًا أَرْغَى الْأَيْلَ عَلَى أَهْلِ قَلْمَا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

৪০৩৬ সাল্ত ইবন মুহাম্মদ (র) আবু রাজা উতারিদী (র) বলেন যে, (ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে) আমরা একটি পাথরের পূজা করতাম। যখন এ অপেক্ষা উত্তম কোন পাথর পেতাম তখন এটিকে নিক্ষেপ করে দিয়ে অপরটির পূজা আরম্ভ করতাম আর কখনো যদি আমরা কোন পাথর না পেতাম তা হলে কিছু

মাটি একত্রিত করে স্থপ বানিয়ে নিতাম। তারপর একটি বকরী এনে সেই স্থপের উপর দোহন করতাম (যেনো কৃত্রিমভাবে তা পাথরের মত দেখায়) তারপর এর চারপাশে তাওয়াফ করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা তীর থেকে ফলা বিচ্ছিন্ন করার মাস। কাজেই আমরা রজব মাসে তীক্ষ্ণতা যুক্ত সব ক'টি তীর ও বর্শা থেকে এর তীক্ষ্ণ অংশ খুলে আলাদা করে রেখে দিতাম। রাবী (মাহদী) (র) বলেন, আমি আবু রাজা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সা) নব্বুয়ত প্রাপ্তিকালে আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক। আমি আমাদের উট চরাতাম। তারপর যখন আমরা গুনলাম যে, তিনি [নবী (সা)] নিজের কাণ্ডের উপর অভিযান চালিয়েছেন (এবং মক্কা জয় করে ফেলছেন) তখন আমরা পালিয়ে এলাম জাহান্নামের দিকে অর্থাৎ মিথ্যাবাদী (নবী) মুসায়লামার দিকে।

২২২. ۲۲۳. بَابُ قِصَّةِ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ

২২৩৫. অনুচ্ছেদ : আসওয়াদ আনসীর ঘটনা

৪. ২৩ | حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ أُخْرٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَبِيدَ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ قَالَ بَلَّغْنَا أَنْ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ * وَكَانَ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كَرِيزٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ حَطِيبُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَضِيبٌ ، فَوَقَّفَ عَلَيْهِ فِكَلَّمَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ أَنْ شِئْتَ خَلَيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبُ مَا أَعْطَيْتُكَ ، وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتَ فِيهِ مَا أُرِيتَ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيَجِيبُكَ عَنِّي ، فَانصَرَفَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللَّهِ (ص) الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَكَرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ بَيْنَا أَنَا نَانِسٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وَضِعَ فِي يَدِي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَتَفَحَّخْتُهُمَا فُطَارًا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرُجَانِ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزٌ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ .

৪০৩৭ সাঈদ ইবন মুহাম্মদ জারমী (র) উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌছে যে, [রাসূল (সা)-এর যামানায়] মিথ্যাবাদী মুসায়লামা একবার মদীনায়ে এসে হারিসের কন্যার ঘরে অবস্থান করেছিল। হারিস ইবন কুরায়যের কন্যা তথা আবদুল্লাহ ইবন আমিরের মা ছিল তার (মুসায়লামার) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে আসলেন। তখন তার সঙ্গে ছিলেন সাবিত ইবন কায়স-ইবন শাম্মাস (রা); তাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খতীব বলা হত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ছিল একটি খেজুরের ডাল। তিনি তার কাছে গিয়ে তার সাথে কথাবার্তা

রাখলেন। মুসায়লামা তাঁকে [রাসূলুল্লাহ (সা)-কে] বলল, আপনি ইচ্ছা করলে আমার এবং আপনার মাঝে কর্তৃত্বের বাধা এভাবে তুলে দিতে পারেন যে, আপনার পরে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন। নবী (সা) তাঁকে বললেন, তুমি যদি এ ভালটিও আমার কাছে চাও, তাও আমি তোমাকে দেব না। আমি তোমাকে ঠিক তেমনই দেখতে পাচ্ছি যেমনটি আমাকে (স্বপ্নযোগে) দেখানো হয়েছে। এই সাবিত ইবন কায়স এখানে রইল সে আমার পক্ষ থেকে তোমার জবাব দেবে। এ কথা বলে নবী (সা) (সেখান থেকে) চলে গেলেন। উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আক্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখিত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ইবন আক্বাস (রা) বললেন, [আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক] আমাকে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি ঘুমাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় আমাকে দেখানো হলো যে, আমার দু'হাতে দু'টি সোনার খড়ু রাখা হয়েছে। এতে আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং তা অপছন্দ করলাম। তখন আমাকে (ফুঁ দিতে) বলা হল। আমি এ দু'টির উপর ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। আমি এ দু'টির ব্যাখ্যা করলাম যে, দু'জন মিথ্যাবাদী (নবী) আবির্ভূত হবে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন, এ দু'জনের একজন হল আসওয়াদ আল আনসী, যাকে ফায়রুয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামান এলাকায় হত্যা করেছে আর অপর জন হল মুসায়লামা।

২২৩৬. بَابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ

২২৩৬. অনুচ্ছেদ : নাজরান অধিবাসীদের ঘটনা

[৪: ২৮] حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبِيَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَجِدُهُمَا لِصَاحِبِي لَا تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعِنَا لَا تَفْلِحْ نَحْنُ وَلَا عَقِيبُنَا مِنْ بَعْدِنَا . قَالَ أَنَا نَعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِينًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا . فَقَالَ لِابْعَثْنِي مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) هَذَا حَقَّ أَمِينٍ هَذِهِ الْأُمَّةُ .

[৪০৩৮] আব্বাস ইবন হুসায়ন (র) হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান এলাকার দু'জন সরদার আকিব এবং সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে মুবাহালা করতে চেয়েছিল। বর্ণনাকারী হুয়ায়ফা (রা) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বলল, এরূপ করো না। কারণ আল্লাহর কসম, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন আর আমরা তাঁর সাথে মুবাহালা করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি (কেউ) রক্ষা পাবে না। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে

১. সত্য উদঘাটনের নিমিত্তে অনন্য উপায় হচ্ছে দু'পক্ষের পরস্পর পরস্পরকে বন্দনোয়া করা।

বলল যে, আপনি আমাদের কাছ থেকে যা চাবেন আপনাকে আমরা তা-ই দেবো। তবে এর জন্য আপনি আমাদের সাথে একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিন। আমানতদার ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন, আমি তোমাদের সাথে অবশ্যই একজন পুরা আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো, এ দায়িত্ব গ্রহণের নিমিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখন তিনি বললেন, হে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ তুমি উঠে দাঁড়াও। তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : এ হচ্ছে এই উম্মতের আমানতদার।

৪০৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَهْلَ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا آمِنًا ، فَقَالَ لَا ابْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا آمِنًا حَقَّ آمِينٍ ، فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ ، فَبِعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ -

৪০৩৭ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাজরান অধিবাসীরা নবী (সা)-এর কাছে এসে বলল, আমাদের এলাকার জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তি পাঠিয়ে দিন। তিনি বললেন : তোমাদের কাছে আমি একজন আমানতদার ব্যক্তিকেই পাঠাবো যিনি সত্যিই আমানতদার। কথাটি শুনে লোকজন সবাই আগ্রহভরে তাকিয়ে রইলো। নবী (সা) তখন আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে পাঠালেন।

৪০৪০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِينٌ ، وَآمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৪০৪০ আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ইবন আবদুল মালিক) (র) আনাস (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার রয়েছে। আর এ উম্মতের সেই আমানতদার হলো আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

২২২৭. بَابُ قِصَّةِ عُمَانَ وَالْبَحْرَيْنِ

২২৩৭. অনুচ্ছেদ : ওমান ও বাহরায়নের ঘটনা

৪০৪১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ سَمِعَ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ مَكْدًا وَمَكْدًا وَمَكْدًا ثَلَاثًا قَلَّمَ يَقْدَمُ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَلَمَّا قَامَ عَلَيَّ أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ مَنَابِيئًا فَنَابِيءَ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ (ص) دِينَئٌ أَوْ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنِي ، قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ

أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا هَكَذَا ثَلَاثًا . قَالَ فَأَعْطِنِي . قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي . ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي . ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي . فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي . ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي . فَمَا أَنْ تُعْطِنِي وَإِنِّي أَنْ تَبْخُلَ عَنِّي . فَقَالَ أَقَلَّتْ أَبْخُلَ عَنِّي . وَآيُ دَاءٍ أَنْوَأُ مِنَ الْبَخْلِ . قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعَكَ مِنْ مَرَّةٍ الْآ وَآ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ وَعَنْ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ عُدْهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةَ قَالَ خُذْ مِنْهَا مَرَّتَيْنِ .

৪০৪১ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, বাহরায়নের অর্থ সম্পদ (জিয়িয়া) আসলে তোমাকে এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ শব্দটি) তিনবার বললেন। এরপর বাহরায়ন থেকে আর কোন অর্থ সম্পদ আসেনি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়ে গেল। এরপর আবু বাকরের যুগে যখন সেই অর্থ সম্পদ আসলো তখন তিনি একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন। সে ঘোষণা করল : নবী (সা)-এর কাছে যার স্বণ প্রাপ্য রয়েছে কিংবা কোন ওয়াদা অপূরণ হয়ে গেছে সে যেনো আমার কাছে আসে (এবং তা নিয়ে নেয়) জাবির (রা) বলেন : আমি আবু বাকর (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জানালাম যে, নবী (সা) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরায়ন থেকে অর্থ-সম্পদ আসে তা হলে তোমাকে আমি এতো পরিমাণ এতো পরিমাণ দেবো। (এতো পরিমাণ কথাটি) তিনবার বললেন। জাবির (রা) বলেন : তখন আবু বাকর (রা) আমাকে অর্থ সম্পদ দিলেন। জাবির (রা) বলেন, এর কিছুদিন পর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এবং তার কাছে মাল চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। এরপর আমি তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার আসি, তিনি আমাকে কিছুই দেননি। এরপর আমি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এলাম। তখনো তিনি আমাকে কিছুই দিলেন না। কাজেই আমি তাঁকে বললাম : আমি আপনার কাছে এসেছিলাম কিন্তু আপনি আমাকে দেননি। তারপর (আবার) এসেছিলাম তখনো দেননি। এরপরেও এসেছিলাম তখনো আমাকে আপনি দেননি। কাজেই এখন হয়তো আপনি আমাকে সম্পদ দিবেন নয়তো আমি মনে করব : আপনি আমার ব্যাপারে কৃপণতা অবলম্বন করেছেন। তখন তিনি বললেন : এ কি বলছ তুমি 'আমার ব্যাপারে কৃপণতা করছেন।' (তিনি বললেন) কৃপণতা থেকে মারাত্মক ব্যাধি আর কি হতে পারে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। (এরপর তিনি বললেন) যতবারই আমি তোমাকে সম্পদ দেয়া থেকে বিরত রয়েছি ততবারই আমার ইচ্ছা ছিলো যে, (অন্য কোথাও থেকে) তোমাকে দেবো। আমার [ইবন দীনার (র)] মুহাম্মদ ইবন আলী (র)-এর মাধ্যমে জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু বাকর (রা)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে বললেন, এ (আশরাফী)গুলো গুণো, আমি এগুলো গুণে দেখলাম এখানে পাঁচ শ' (আশরাফী) রয়েছে। তিনি বললেন, (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দু'বার তুলে নাও।

২২২৮. **بَابُ قُدُومِ الْأَشْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ**

২২৩৮. অনুচ্ছেদ : আশ'আরী ও ইয়ামানবাসীদের আগমন । নবী (সা) থেকে আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আশ'আরীগণ আমার আর আমিও তাদের

৪০৬২ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَّنَنَا حِينَمَا نَرَى ابْنَ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلِزُومِهِمْ لَهُ.

৪০৬২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ এবং ইসহাক ইবন নাসর (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এসে অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছি । এ সময়ে তাঁর [নবী (সা)] খিদমতে ইবন মাসউদ (রা) ও তাঁর আশ্রয় অধিক আসাযাওয়া ও ঘনিষ্ঠতার কারণে আমরা তাঁদেরকে তাঁর [নবী (সা)]-এর পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম ।

৪০৬৩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَأَنَا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَعَدَّى دَجَاجًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ . فَدَعَا إِلَى الْغَدَاءِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَدَرْتُهُ قَالَ هَلُمَّ فَأِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) يَأْكُلُهُ قَالَ إِنِّي حَلَفْتُ لَا أَكَلُهُ قَالَ هَلُمَّ أَخْبِرْكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ (ص) نَفَرٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ قَابِي أَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبِثِ النَّبِيَّ (ص) أَنْ أَتَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَمَرَ لَنَا بِخُمْسِ ذُؤَدٍ فَلَمَّا قَبِضْنَا مَا قَلْنَا تَغَفَّلْنَا النَّبِيَّ (ص) يَمِينَهُ لَا تَفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنْ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا .

৪০৬৩ আবু নুআইম (র) যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মুসা (রা) এ এলাকায় এসে জারম গোত্রের লোকদেরকে মর্যাদাবান করেছেন । একদা আমরা তাঁর কাছে বসা ছিলাম । এ সময়ে তিনি মুরগীর গোশত দিয়ে দুপুরের খানা খাচ্ছিলেন । উপস্থিতদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসা ছিল । তিনি তাকে খানা খেতে ডাকলেন । সে বলল, আমি মুরগীটিকে একটি (খারাপ) জিনিস খেতে দেখেছি । এ জন্য খেতে আমার অরুচি লাগছে । তিনি বললেন, এসো । কেননা আমি নবী (সা)-কে মুরগী খেতে দেখেছি । সে বলল, আমি শপথ করে ফেলছি যে, এটি খাবো না । তিনি বললেন, এসে পড় । তোমার

শপথ সত্বে আমি তোমাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আশ'আরীদের একটি দল নবী (সা)-এর দরবারে এসে তাঁর কাছে সাওয়ারী চেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর আমরা (পুনরায়) তাঁর কাছে সাওয়ারী চাইলাম। তিনি তখন শপথ করে ফেললেন যে, আমাদেরকে তিনি সাওয়ারী দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই নবী (সা)-এর কাছে গনীমতের কিছু উট আনা হল। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে উট দেয়ার আদেশ দিলেন। উটগুলো হাতে নেয়ার পর আমরা পরস্পর বললাম, আমরা নবী (সা)-কে তাঁর শপথ থেকে অমনোযোগী করে ফেলছি (এবং উট নিয়ে যাচ্ছি) এমন অবস্থায় কখনো আমরা কামিয়াব হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি শপথ করেছিলেন যে, আমাদের সাওয়ারী দেবেন না। এখন তো আপনি আমাদের সাওয়ারী দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তবে আমার নিয়ম হল, আমি যদি কোন ব্যাপারে শপথ করি আর এর বিপরীত কোনটিকে এ অপেক্ষা উত্তম মনে করি তাহলে (শপথকৃত ব্যাপার ত্যাগ করি) উত্তমটিকেই গ্রহণ করে নেই।

৪.৪৪ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحَرَّرِ الْمَازِنِيِّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ ابْشُرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ، قَالُوا أَمَا إِذْ بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اقْبَلُوا الْبَشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ -

8088 আমর ইবন আলী (র) ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী তামীমের লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী তামীম! খোশ-খবরী গ্রহণ কর। তারা বলল, আপনি খোশ-খবরী তো দিলেন, কিন্তু এখন আমাদেরকে (কিছু আর্থিক সাহায্য) দান করুন। কথাটি শুনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। এমন সময়ে ইয়ামানী কিছু লোক আসল। নবী (সা) বললেন, বনী তামীম যখন খোশ-খবর গ্রহণ করল না, তা হলে তোমরাই তা গ্রহণ কর। তারা বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা তা কবুল করলাম।

৪.৪৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْإِيمَانُ هُهْنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَالْجَفَاءِ وَعَلَّظَ الْقُلُوبَ فِي الْفُؤَادَيْنِ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ، مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ

8089 আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-জু'ফী (র) আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) ইয়ামানের দিকে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করে বলেছেন, ঈমান হল ওখানে। আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা হল রাবিয়া ও মুযার গোত্রদ্বয়ের সৈন্যবানদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে চীৎকার দেয়, যেখান থেকে উদ্ভিত হয়ে থাকে শয়তানের উভয় শিং।

৪০৪৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اتَّكَمَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرْقُ أَفْنِدَةٌ وَالْبَنُ قَلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ ، وَالسُّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْقَتَمِ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ سَمِعْتُ ذُكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

8086 মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী। ইয়ামানবাসীদের, হিকমত হল ইয়ামানবাসীদের, আত্মজরিতা ও অহংকার রয়েছে উট-ওয়ালানাদের মধ্যে, বকরী পালকদের মধ্যে আছে প্রশান্তি ও গাধীর্য। ওনদূর (র) এ হাদীসটি শুবা-সুলায়মান-যাকওয়ান (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪০৪৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ شُورِبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٌ ، وَالْفِتْنَةُ مَهْمَانٌ ، مَهْمَانٌ يَطْلُعُ قَرْنَ الشَّيْطَانِ .

8087 ইসমাইল (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) বলেছেন : ইয়ামান হল ইয়ামানবাসীদের। আর ফিতনা (বিপর্যয়ের) গোড়া হল ওখানে, যেখানে উদ্ভিত হয় শয়তানের শিং।

৪০৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ اتَّكَمَ أَهْلُ الْيَمَنِ أضعف قلوبًا وَأَرْقُ أَفْنِدَةٌ الْفِئَةُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ .

8088 আবুল ইয়ামান (র) আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তারা অন্তরের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল। আর মনের দিক থেকে অত্যন্ত দয়ালু। ফিকাহ হল ইয়ামানবাসীদের আর হিকমাত হল ইয়ামানবাসীদের।

৪০৪৯ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَجَاءَ خَبَابٌ ، فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْسْتَطِيعُ هَؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرُوا كَمَا تَقْرَأُ ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوُ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ ، قَالَ أَجَلٌ . قَالَ اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَلَيْسَ بِأَقْرَبِنَا . قَالَ أَمَا إِنَّ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ، فَقَرَأَ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى ؟ قَالَ قَدْ أَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَا أَقْرَأَ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَقْرؤُهُ ، ثُمَّ التَفَتَ إِلَى خَبَابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِهَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يَلْقَى .

قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَالْقَاهُ ، رَوَاهُ عُثْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ .

৪০৪৯ আবদান (র) আলকামা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইবন মাসউদ (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন সেখানে খাব্বাব (রা) এসে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান (ইবন মাসউদ)! এসব তরুণ কি আপনার তিলাওয়াতের মত তিলাওয়াত করতে পারে? তিনি বললেন : আপনি যদি চান তা হলে একজনকে হুকুম দেই যে, সে আপনাকে তিলাওয়াত করে শুনাবে। তিনি বললেন, অবশ্যই। ইবন মাসউদ (রা) বললেন, ওহে আলকামা, পড় তো। তখন যিয়াদ ইবন হুদায়রের ভাই যায়েদ ইবন হুদায়র বলল, আপনি আলকামাকে পড়তে হুকুম করেছেন, অথচ সে তো আমাদের মধ্যে ভাল তিলাওয়াতকারী নয়। ইবন মাসউদ (রা) বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার গোত্র ও তার গোত্র সম্পর্কে নবী (সা) কি বলেছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন) এরপর আমি সূরায়ে মারযাম থেকে পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করলাম। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনার কেমন মনে হয়? তিনি বললেন, বেশ ভালই পড়েছে। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি যা কিছু পড়ি তার সবই সে পড়ে নেয়। এরপর তিনি খাব্বাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, তার হাতে একটি সোনার আংটি। তিনি বললেন, এখনো কি এ আংটি খুলে ফেলার সময় হয়নি? খাব্বাব (রা) বললেন, ঠিক আছে, আজকের পর আর এটি আমার হাতে দেখতে পাবেন না। এ কথা বলে তিনি আংটিটি ফেলে দিলেন। হাদীসটি গুনদুর (র) ও'বা (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣٩ . بَابُ قِصَّةِ نَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو النَّوْسِيِّ

২২৩৯. অনুচ্ছেদ : দাউস গোত্র এবং তুফায়েল ইবন আমর দাউসীর ঘটনা

٤٠٥٠ | حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَ إِنَّ نَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِنَا نَوْسًا ، وَأْتِ بِهِمْ .

৪০৫০ আবু নুআইম (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুফায়েল ইবন আমর (রা) নবী (সা)-এর কাছে এসে বললেন, দাওস গোত্র হালাক হয়ে গেছে। তারা নাফরমানী করেছে এবং (দীনের দাওয়াত) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। সুতরাং আপনি তাদের প্রতি বদদোয়া করুন। তখন নবী (সা) বললেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়েত দান করুন এবং (দীনের দিকে) নিয়ে আসুন।

٤٠٥١ | حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ

عَلَى النَّبِيِّ (ص) قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ :

يَا لَيْلَةَ مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَانِهَا + عَلَىٰ أَنهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتْ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَنِ النَّبِيِّ (ص) فَبَايَعْتُهُ فَبَيَّنَّا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ (ص) يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ ، فَقُلْتُ هُوَ لِرُوحِ اللَّهِ فَأَعْتَقْتُهُ .

[৪০৫১] মুহাম্মদ ইবনুল আলা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর কাছে আসার জন্য রওয়ানা হয়ে রাস্তার মধ্যে বলেছিলাম, হে সুদীর্ঘ ও চরম পরিশ্রমের রাত! (তবে) এ রাত আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। (এটিই আমার পরম পাওয়া) আমার একটি গোলাম ছিল। আসার পথে সে পালিয়ে গেল। এরপর আমি নবী (সা)-এর কাছে এসে বায়আত করলাম। এরপর একদিন আমি তাঁর খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় গোলামটি এসে হাযির। নবী (সা) আমাকে বললেন, হে আবু হুরায়রা! এই যে তোমার গোলাম (নিয়ে যাও)। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সে আযাদ—এই বলে আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।

۲۲۴. بَابُ قِصَّةِ وَفْدِ طَيْبَرِ ، وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ

২২৪০. অনুচ্ছেদ : তায়ী গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং আদী ইবন হাতিমের ঘটনা

[৪০৫২] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ أَتَيْنَا عَمْرَ بْنَ قَيْ وَفَدٍ فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ ، فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ بَلَى ، أَسَلَّمْتَ إِذْ كَفَرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا ، وَوَقَيْتَ إِذْ غَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا ، فَقَالَ عَدِيُّ فَلَا أُبَالِي إِذَا .

[৪০৫২] মুসা ইবন ইসমাঈল (র) আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধি দলসহ উমর (রা)-এর দরবারে আসলাম। তিনি প্রত্যেকের নাম নিয়ে একজন একজন করে ডাকতে শুরু করলেন। তাই আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনি। লোকজন যখন ইসলামকে অস্বীকার করেছিল তখন তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ। লোকজন যখন পৃষ্ঠপূর্ণ করছিল তখন তুমি সম্মুখে অগ্রসর হয়েছ। লোকেরা যখন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তুমি তখন ইসলামের ওয়াদা পূরণ করেছ। লোকেরা যখন দীনের সত্যতা অস্বীকার করেছিল তুমি তখন দীনকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছ। এ কথা শুনে আদী (রা) বললেন, তা হলে এখন আমার কোন চিন্তা নেই।

banglainternet.com

۲۲۴۱. بَابُ حَبْلِ الرَّيَاحِ

২২৪১. অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্ব

৪০৫৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةَ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطْفِ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ انْقَضَى رَأْسُكَ وَأَمْتَسِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ ففعلتُ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ ، فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عَمْرِيكَ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصُّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلُّوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا أُخْرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَأَتَمُّوا طَوَافًا وَاحِدًا .

৪০৫৩ ইসমাইল ইবন আবদুল্লাহ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মক্কার পথে) রওয়ানা হই। তখন আমরা উমরার (নিয়তে) ইহরাম বাঁধি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা দিলেন, যাদের সঙ্গে কুরবানীর পণ রয়েছে, তারা যেন হজ্জ ও উমরা উভয়ের একসাথে ইহরামের নিয়ত করে এবং হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানাদি সমাধা করার পূর্বে হাল-ল না হয়। এভাবে তাঁর সঙ্গে আমি মক্কায় পৌঁছি এবং ঋতুবতী হয়ে পড়ি। এ কারণে আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ-এর সাফা ও মারওয়ার সায়ী করতে পারলাম না। এ খবর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার মাথার চুল ছেড়ে দাও এবং মাথা (চিরুনি দ্বারা) আঁচড়াও আর কেবল হজ্জের ইহরাম বাঁধ ও উমরা ছেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। এরপর আমরা যখন হজ্জের কাজসমূহ সম্পন্ন করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র (আমার ভাই) আবদুর রহমান (রা)-এর সঙ্গে তানঈম নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে (ইহরাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। তখন তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] বললেন, এই উমরা তোমার পূর্বের কাফা উমরার পরিপূরক হল। আয়েশা (রা) বলেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা বায়তুল্লাহ তওয়াফ করে এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পর হালল হয়ে যান এবং পরে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর আর এক তওয়াফ আদায় করেন। আর যারা হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধেন (হজ্জ কিরানে), তাঁরা কেবল এক তওয়াফ আদায় করেন।

৪০৫৪ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ ، فَقُلْتُ مَنْ أَيْسَرُ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ثُمَّ مَحَلَّهَا إِلَى النَّبِيِّ الْعَتِيقِ ، وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ (ص) أَصْحَابُهُ أَنْ يَحْلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ

الْمُعْرِفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ -

8058 আমর ইবন আলী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মুহরিরম ব্যক্তি যখন বায়তুল্লাহ তওয়াফ করল তখন সে তাঁর ইহ্রাম থেকে হালাল হয়ে গেল। আমি (ইবন জুরায়জ) জিজ্ঞাসা করলাম যে, ইবন আব্বাস (রা) এ কথা কি করে বলতে পারেন? (যে সাফা ও মারওয়া সায়ী করার পূর্বে কেউ হালাল হতে পারে।) রাবী আতা (র) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এই কালামের দলীল থেকে যে, এরপর তার হালাল হওয়ার স্থল হচ্ছে বায়তুল্লাহ এবং নবী (সা) কর্তৃক তাঁর সাহাবীদের হজ্জাতুল বিদায় (এ কাজের পরে) হালাল হয়ে যাওয়ার হুকুম দেওয়ার ঘটনা থেকে। আমি বললাম : এ হুকুম তো আরাফা-এ উকূফ করার পর প্রযোজ্য। তখন আতা (র) বললেন, ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে উকূফে আরাফার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থায়ই এ হুকুম প্রযোজ্য।

৪.০৫ | حَدَّثَنِي بَيَّانٌ حَدَّثَنَا السُّنْضُرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ (ص) بِالنِّيطْحَاءِ فَقَالَ أَحْجَجْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا هَلَالٍ كَاهِلًا لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَّتْ رَأْسِي -

8059 বায়ান (র) আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বিদায় হজ্জে) মক্কার বাত্‌হা নামক স্থানে নবী (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমাকে (পুনরায়) জিজ্ঞাসা করলেন। কোন প্রকার হজ্জের ইহ্রামের নিয়ত করেছ? আমি বললাম, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইহ্রামের মত ইহ্রামের নিয়ত করে তালবিয়া পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, বায়তুল্লাহ তওয়াফ কর এবং সাফা ও মারওয়া সায়ী কর। এরপর (ইহ্রাম খুলে) হালাল হয়ে যাও। তখন আমি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলাম ও সাফা এবং মারওয়া সায়ী করলাম। এরপর আমি কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম, সে আমার চুল আঁচড়ে (দিয়ে ইহ্রাম থেকে মুক্ত করে) দিল।

৪.০৬ | حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ (ص) أَخْبَرْتَهُ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَمَرَ زَوْجًا أَنْ يَحْلُلَنَّ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّيْتُ هَدْيِي وَقَلَّيْتُ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي -

8060 ইব্রাহীম ইবন মুনাযির (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী হফসা (রা) ইবন উমর (রা)-কে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জের বছর নবী (সা) তাঁর স্ত্রীদের হালাল হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। তখন হাফসা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কারণে হালাল হচ্ছেন না?

তদুত্তরে তিনি বললেন, আমি আঠা (গাম) জাতীয় বস্তু দ্বারা আমার মাথার চুল জমাট করে ফেলেছি এবং কুরবানীর পত্তর (নিদর্শনস্বরূপ) গলায় চর্ম বেঁধে (গলতানী বা গলকঠ) দিয়েছি। কাজেই, আমি আমার (হজ্জ সমাধা করার পর) কুরবানীর পত্তর যবেহ করার পূর্বে হালাল হতে পারব না।

৪০৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ۔

৪০৫৭ আবুল ইয়ামান (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, খাশআম গোত্রের এ মহিলা বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে। এসময় ফদল ইবন আব্বাস (রা) (একই যানবাহনে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন। মহিলাটি আবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি হজ্জ ফরয করেছেন। আমার পিতার উপর তা এমন অবস্থায় ফরয হল যে তিনি অতীব বয়োবৃদ্ধ, যে কারণে যানবাহনের উপর সোজা হয়ে বসতেও সমর্থ নন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর পক্ষ থেকে (নায়েবী) হজ্জ আদায় করলে তা আদায় হবে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ।

৪০৫৮ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ (ص) عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى آتَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ إِنِّي بِالْمِفْتَاحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ (ص) وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ثُمَّ غَلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ وَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَقَتْهُمْ فَوَجَدَتْ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ دَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْبِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السُّطْرِ الْمُقَدَّمِ ، وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبَلُكَ ، حِينَ تَلْبِغُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ، قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حُمْرَاءُ۔

৪০৫৮ মুহাম্মদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতেহ মক্কার বছর রাসূলুল্লাহ (সা) এগিয়ে চললেন। তিনি (তাঁর) কসওয়া নামক উটনীর উপর উসামা (রা)-কে পিছনে বসালেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইবন তালাহা (রা)। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাহনকে

বায়তুল্লাহর নিকট বসালেন। তারপর উসমান (ইবন তালহা) (রা)-কে বললেন, আমার কাছে চাবি নিয়ে এসো। তিনি তাঁকে চাবি এনে দিলেন। এরপর কা'বা শরীফের দরজা তাঁর জন্য খোলা হল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা), উসামা, বিলাল এবং উসমান (রা) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর তিনি দিরা ভাগের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং পরে বের হয়ে আসেন। তখন লোকেরা কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার জন্য তাড়াহুড়া করতে থাকে। আর আমি তাদের অগ্রগামী হই এবং বিলাল (রা)-কে কা'বার দরজার পিছনে দাঁড়ানোবস্থায় পাই। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন স্থানে নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, ঐ সামনের দু' স্তম্ভের মাঝখানে। এ সময় বায়তুল্লাহর দুই সারিতে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। নবী (সা) সামনের দুই খামের মাঝখানে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বায়তুল্লাহর দরজা তার পিছনে রেখেছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল আপনার বায়তুল্লাহ প্রবেশকালে সামনে যে দেয়াল পড়ে সেদিকে। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কত রাকাত নামায আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর যে স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করেছিলেন সেখানে লাল বর্ণের মর্মর পাথর ছিল।

৪.৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) حَاضَتْ فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَحَابِسْتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلْتَنْفِرْ .

৪০৫৯ আবুল ইয়ামান (র) নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়া (রা) বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন নবী (সা) বললেন, সে কি আমাদের (মদীনার পথে প্রত্যাবর্তনে) বাধ সাধল? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনি তো তওয়াফে মিয়রাহ আদায় করে নিয়েছেন। তখন নবী (সা) বললেন, তাহলে সেও রওয়ানা করুক।

৪.৬. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحُجَّةِ الْوُدَاعِ وَالنَّبِيِّ (ص) بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَذَرِي مَا حُجَّةِ الْوُدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَاطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالصَّبُورُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ ، فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَدَ ، وَإِنَّهُ أَعْوَدُ عَيْنِ الْيَمْنَى كَانَ عَيْنَهُ عَيْنَهُ طَافِيَةً ، إِلَّا أَنْ السَّلَةَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَاءِ كَمْ

وَأَمْوَالِكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا ، وَبَلَدِكُمْ أَوْ وَبَلَدِكُمْ أَنْظُرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

80৬০ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকাবস্থায় আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করতাম। আর আমরা বিদায় হজ্জ কাকে বলে তা জানতাম না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বলেন, আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি যিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি। নূহ (আ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও তাঁদের উম্মতগণকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবে। তার অবস্থা তোমাদের উপর প্রচ্ছন্ন থাকবে না। তোমাদের কাছে এও সম্পষ্ট নয় যে, তোমাদের সব (আল্লাহ) এক চোখ কানা নন। অথচ দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন তার চোখ একটি ফোলা অঙ্গুর। তোমরা সতর্ক থাক। আজকের এ দিন, এ শহর এবং এ মাসের মত আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শোণিত ও তোমাদের সম্পদকে তোমার উপর হারাম করেছেন। তোমরা লক্ষ্য কর, আমি কি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। সমবেত সকলে বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি একথা তিনবার বললেন, (তারপর বললেন), তোমাদের জন্য পরিতাপ অথবা তিনি বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস, সতর্ক থেকে, আমার পরে তোমরা কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

৪.৬১ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اسْتَحْقَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) عَرَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً أَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوُدَاعِ قَالَ أَبُو اسْتَحْقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى -

80৬১ আমর ইবন খালিদ (র) য়ায়েদ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা) উনিশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। আর হিজরতের পর তিনি কেবল একটি হজ্জ আদায় করেন। এরপর তিনি আর কোন হজ্জ আদায় করেননি এবং তা হলো বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক (র) বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে তিনি (নফল) হজ্জ আদায় করেন।

৪.৬২ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَدْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ لِحَرِيرِ اسْتَنْصَتِ النَّاسُ ، فَقَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ -

80৬২ হাফস ইবন উমর (রা) জারির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) জারির (রা) কে বিদায়-হজ্জ বললেন, লোকজনকে চূপ থাকতে বল। তারপর বললেন, মনে রেখ! আমার হস্তিকালের পর তোমরা কাফিরে পরিণত হয়ো না যে, একে অপরের গর্দান মারবে।

৬.৬৩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ثَلَاثٌ مَوَالِيكَ نُو الْقَعْدَةِ وَنُو الْحَجَّةِ وَالْمَحْرَمِ ، وَرَجَبٌ مُضَرَّ الَّذِي بَيْنَ جَمَادِي وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ نُو الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ الْبَلَدَةُ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النُّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَايْنَ دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَآ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضٌ مَدَّ يُلْبِغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ، فَكَانَ مُحَمَّدًا إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ (ص) ثُمَّ قَالَ : أَلَا هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ -

৪০৬৩ মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) আবু বাকরা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সময় ও কাল আবর্তিত হয় নিজ চক্রে ও অবস্থায়। যেদিন থেকে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এক বছর বার মাসে হয়ে থাকে। এর মধ্যে চার মাস সম্মানিত। তিনমাস পরপর আসে—যেমন যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এবং রজব মুদার যা জমাদিউল আখির ও শাবান মাসের মধ্যবর্তী সময়ে হয়ে থাকে। (এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন) এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জানেন। এরপর তিনি চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা অচিরেই তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। (তারপর) তিনি বললেন, এ কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত বা তিনি অচিরেই এ শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিনটি কোন দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তারপর তিনি চুপ থাকলেন। এতে আমরা মনে করলাম যে, তিনি এ দিনটির অন্য কোন নামকরণ করবেন। তারপর তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের সম্পদ রাবী মুহাম্মদ বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি আরও বলেছিলেন, তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের উপর পবিত্র, যেমন পবিত্র তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর ও তোমাদের এই মাস। তোমরা অচিরেই

তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। খবরদার! তোমরা আমার ইত্তিকালের পরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে না যে, একে অপরের গর্দান যারবে। শোন, তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার পয়গাম পৌঁছে দেবে। এটা বাস্তব যে, অনেক সময় যে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছে তার থেকেও প্রচারকৃত ব্যক্তি অধিকতর সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। রাবী মুহাম্মদ [ইবন সীরীন (র)] যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তিনি বলতেন—মুহাম্মদ (সা) সত্যই বলেছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, জেনে রেখ, আমি কি (আল্লাহর বাণী তোমাদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এভাবে দু'বার বললেন।

٤٠٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ السُّوْرِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ
أَنَسًا مِنَ الْيَهُودِ قَالُوا لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَيُنَا لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عَيْدًا فَقَالَ عُمَرُ آيَةُ آيَةٍ فَقَالُوا : الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أَنْزَلَتْ ، أَنْزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص)
وَأَقْبُ بِعَرَفَةَ .

৪০৬৪ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র) তারিক ইবন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদল ইহুদী বলল, যদি এ আয়াত আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হত, তাহলে আমরা উক্ত অবতরণের দিনকে 'ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। তখন উমর (রা) তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আয়াত? তারা বলল, এই আয়াত : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবন-বিধান)-কে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। (৫ : ৩) তখন উমর (রা) বললেন, কোন স্থানে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তা আমি জানি। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফা ময়দানে (জাবাল রহমতে) দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন।

٤٠٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةَ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحَجَّةٍ ،
وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةَ ، وَأَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ،
فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ .

৪০৬৫ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (মদীন মুনাওয়ারা থেকে) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন আর কেউ কেউ হজ্জের ইহরাম, আবার কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। যারা শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন অথবা হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসঙ্গে বাঁধেন, তারা কুরবানীর দিন দশই যিলহজ্জ-এর পূর্বে হালাল হতে পারবে না।

৪.৬৬ | حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَدَّثَنَا اسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مِثْلَهُ -

৪০৬৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) মালিক (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উপরোক্ত ঘটনা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জকালীন সময়ের। ইসমাইল (র) সূত্রের মালিক (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪.৬৭ | حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ (ص) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا نَوْمَالٌ وَلَا يَرِيئِي إِلَّا ابْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ أَفَاتَّصِدُقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ أَفَاتَّصِدُقُ بِشَطْرِهِ ، قَالَ لَا ، قُلْتُ فَالْثُلْثُ؟ قَالَ وَالْثُلْثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرِ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَتَسْتُ تَنْفِيقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى السُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي أَمْرَاتِكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، إِلَّا أَرْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةٌ وَرِفْعَةٌ وَلَعَلَّكَ تَخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرِبَكَ آخَرُونَ السُّقْمَةَ لَأَمْرٍ لِأَصْحَابِي هَجَرْتَهُمْ وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَنْ تُوَفِّي بِمَكَّةَ -

৪০৬৭ আহমদ ইবন ইউনুস (র) সা'দ (ইবন আবু ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি বেদনাজনিত মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী (সা) আমাকে দেখতে এলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার রোগ যে কঠিন আকার ধারণ করেছে তা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আমি একজন বিস্তশালী লোক অথচ আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোন উত্তরাধিকারী নেই। এমতাবস্থায় আমি কি আমার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা^১ করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে কি আমি এর অর্ধেক সাদকা করে দেব? তিনি বললেন, 'না'। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ, তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্বল অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম—যারা পরে মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়াবে। আর তুমি যা-ই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত খরচ কর, তার বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান প্রদান করা হবে। এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে ধর তারও। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আমার সাথীদের পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তুমি পিছনে পড়ে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সম্মানিত হবে। সম্ভবত তুমি পিছনে থেকে যাবে। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় উপকৃত হবে। অন্য সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইয়া আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত আপনি জারী

১. নিছক আল্লাহর জন্য তাঁর পথে দান করা।

রাখুন। এবং তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইব্ন খাওলা (রা)-এর জন্য, (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

৪. ৬৪. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ -

৪০৬৮ ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) তাঁদেরকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে তাঁর মাথা মুগন করেছিলেন।

৪. ৬৭. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَأَنْسَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ -

৪০৬৯ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, ইব্ন উমর (রা) তাকে অবহিত করেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে মাথা মুগন করেন এবং তাঁর সাহাবীদের অনেকেই আর তাঁদের কেউ কেউ মাথার চুল ছেঁটে ফেলেন।

৪. ৭০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُرَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ بِسَيْرٍ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ (ص) قَائِمٌ بَيْنِي فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ -

৪০৭০ ইয়াহইয়া ইব্ন কাযাআ ও লায়স (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি গাধায় আরোহণ করে রওয়ানা হন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জকালে মিনায় দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তখন গাধাটি নামাযের একটি কাতারের সামনে এসে পড়ে। এরপর তিনি গাধার পিঠ থেকে অবতরণ করেন এবং তিনি লোকদের সঙ্গে নামাযের কাতারে সামিল হন।

৪. ৭১. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَبَّلَ أُسَامَةَ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ (ص) فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ الْعَنْقُ فَإِذَا وَجَدَ فَجَوْهَةٌ نَصْرٌ -

৪০৭১ মুসাদ্দাদ (র) হিশামের পিতা উইরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার উপস্থিতিতে উসামা (রা) নবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের সফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে বললেন, মধ্যম গতিতে চলেছেন আরার যখন প্রশস্ত পথ পেয়েছেন তখন দ্রুতগতিতে চলেছেন

৪. ৭২. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ

الْخَطْمِيَّ أَنْ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي حُجَّةِ الْوُدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا .

8092 আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র) আবু আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)

-এর সঙ্গে বিদায় হজ্জ (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ঈশার নামায় এক সাথে আদায় করেছেন।

۲۲۴۲. بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ

২২৪২. অনুচ্ছেদ : গায়ওয়ালে তাবুক—আর তা কষ্টের যুদ্ধ

۴۰۷۳ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَسْأَلُهُ الْحُلَانَ لَهُمْ، أَدَّهَمَ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَوَأَفْقَتُهُ وَهُوَ غَضَبَانٌ وَلَا أَشْعُرُ وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنَعَ النَّبِيَّ (ص) وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ (ص) وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَى، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَأَخْبَرْتَهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَلَمْ يَلْبَثِ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِرَأْسِ بِلَالٍ يَنَادِي أَيْسَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ أَجِبِ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ خَذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أْبَعْرَةَ ابْتِاعَهُنَّ حَيْثُ نَزَلْتَ مِنْ سَعْدٍ، فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ، فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ، أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلٍ، فَارْكَبُوهُنَّ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ، فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ (ص) يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَوْلٍ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَيَّ مِنْ سَمْعِ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَا تَنْظُرُوا إِنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدِّقٌ وَلِنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى يَنْقُرُ مِنْهُمْ، حَتَّى أَتَوْا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنَعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بَعْدَ فَحْدَتْوَهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثْتَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى .

8093 মুহাম্মাদ ইবন 'আলা' (র) আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সাথীরা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পাঠালেন তাদের জন্য যানবাহন চাওয়ার জন্য। কারণ তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কঠিনভর যুদ্ধ অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু ছিলেন। অনন্তর আমি এসে বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার সমীপে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, আপনি যেন তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জন্য কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারব না। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি রাগান্বিত। অথচ আমি তা অবগত নই। আর আমি নবী (সা)-এর যানবাহন না দেয়ার কারণে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসি। আবার এ ভয়ও ছিল যে, নবী (সা)-এর হৃদয়ে আমার প্রতি না আবার অসন্তোষ আসে। তাই আমি

সাথীদের কাছে ফিরে যাই এবং নবী (সা) যা বলেছেন তা আমি তাদের অবহিত করে। পরক্ষণেই শুনেতে পেলাম যে বিলাল (রা) ডাকছেন এ বলে যে, আবদুল্লাহ ইবন কায়স কোথায়? তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে ডাকছেন, আপনি উপস্থিত হন। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন তিনি বললেন, এই জোড়া এবং ঐ জোড়া এমনি ছয়টি উটনী যা সা'দ থেকে ক্রয় করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর। এবং সেগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে যাও। এবং বল যে, আল্লাহ তা'আলা (রাবীর সন্দেহ) অথবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এগুলো তোমাদের যানবাহনের জন্য ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা এগুলোর উপর আরোহণ কর। এরপর আমি সেগুলোসহ তাদের কাছে গেলাম এবং বললাম, নবী (সা) এগুলোকে তোমাদের বাহন হিসেবে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা যারা শুনেছিল আমার সাথে তোমাদের কেউ এমন কারুর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের চলে যেতে দিতে পারি না—যাতে তোমরা এমন ধারণা না কর যে, নবী (সা) যা বলেননি আমি তা তোমাদের বর্ণনা করেছি; তখন তারা আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের কাছে সত্যবাদী বলে খ্যাত। তবুও আপনি যা পছন্দ করেন, আমরা অবশ্য করব। অন্তর আবু মুসা (রা) তাদের মধ্যকার একদল লোককে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন এবং যারা রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক অপারগতা প্রকাশ এবং পরে তাদেরকে দেয়ার কথা শুনেছিলেন, তাদের কাছে আসেন। এরপর তাদের কাছে সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করলেন যেমন আবু মুসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছিলেন।

৪০৭৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ . فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا . قَالَ اتَّخَلَفْنِي فِي الصَّبِيَّانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي . وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا .

৪০৭৬ মুসাদ্দাদ (র) মুসআব ইবন সা'দ তাঁর পিতা (আবু ওয়াক্কাস) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধাভিযানে রওয়ানা হন। আর আলী (রা)-কে খলীফা মনোনীত করেন। আলী (রা) বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী (সা) বললেন, তুমি কি এ কথায় রাযী নও যে তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে যেমন হারুন (আ) মুসা (আ)-এর পক্ষ থেকে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তবে এতটুকু পার্থক্য যে, (তিনি নবী ছিলেন আর) আমার পরে কোন নবী নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, তা'বা (র) আমাকে হাকাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন; আমি মুসআব (র) থেকে শুনেছি।

৪০৭৬ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرْتَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْطَى يَقُولُ : تِلْكَ الْفُرْؤَةُ أَوْثَقُ أَعْصَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْطَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتِلْ إِنْسَانًا فَغَضُّ

أَحَدُهُمَا يَدَا الْأَخْرِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ ابْنُهُمَا عَضُّ الْأَخْرِ فَنَسِيْتُهُ . قَالَ فَانْتَزَعُ
الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِ . فَانْتَزَعُ أَحْسَبِي ثُنَيْتَيْهِ . فَاتِيَا النَّبِيَّ (ص) فَأَمَدَرَ ثُنَيْتَهُ قَالَ عَطَاءٌ
وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (ص) أَفِيدِعُ يَدَهُ فِي فَيْكِ تَقْظُمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلِ يَقْضُمُهَا .

৪০৭৫ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) সাফওয়ান-এর পিতা ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-এর সঙ্গে উসরা-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ইয়ালা বলতেন যে, উক্ত যুদ্ধ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য আমলের অন্যতম বলে বিবেচিত হত। আতা (র) বলেন যে, সাফওয়ান বলেছেন, ইয়ালা (রা) বর্ণনা করেন, আমার একজন (দিনমজুর) চাকর ছিল, সে একবার এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং একপর্যায়ে একজন অন্যজনের হাত দাঁত দ্বারা কেটে ফেলল। আতা (রা) বলেন, আমাকে সাফওয়ান (র) অবহিত করেছেন যে, উভয়ের মধ্যে কে কার হাত দাঁত দ্বারা কেটেছিল তার নাম আমি ভুলে গেছি। রাবী বলেন, আহত ব্যক্তি খাতকের মুখ থেকে নিজ হাত মুক্ত করার পর দেখা গেল, তার সম্মুখের দুটো দাঁত উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারপর তারা এ মামলা নবী (সা)-এর সমীপে পেশ করে। তখন নবী (সা) তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করেছেন। আতা বলেন যে, আমার ধারণা যে বর্ণনাকারী এ কথাও বলেছেন যে নবী (সা) বলেন, তবে কি সে তার হাত তোমার মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দিবে? যেমন উটের মুখে চিবানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়?

২২৪২ . بَابُ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّجَلُ : وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا

২২৪৩. অনুচ্ছেদ : কা'ব ইব্ন মালিকের ঘটনা এবং মহান আল্লাহর বাণী : এবং তিনি কমা করলেন অপর তিন জনকেও যাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ : ১১৮)

৪০৭৬ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . وَكَأَنَّ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ اتَّخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي غَزْوَةِ غَزَاهَا الْأُفَى غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ . وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهَا إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ عَيْرَ قَرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ . وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاقَفْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أَحْبَبُ أَنْ لِي بِهَا مَشْهُدٌ بَدْرٍ . وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرُ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبْرِي أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ . وَاللَّهُ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ . حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ . وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ غَزْوَةَ الْأَوْدَى بِغَيْرِهَا . حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فِي حَرِّ شَدِيدٍ . وَأَسْتَقْبَلُ سَفَرًا بَعِيدًا . وَمَفَارَا

وَعَدُوا كَثِيرًا ، فَجَلَسَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَمَّبُوا أَهْبِيَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) كَثِيرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيدُ الدِّيَانَ ، قَالَ كَعْبٌ قَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ الْأَظْنَ أَنَّهُ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزَلْ فِيهِ وَحَى اللَّهُ وَعَزَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّمَارُ وَالظَّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفِئَتْ أَعْدُ وَلَكِنِّي أَتَجَهَّزُ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجَدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَلَمْ أَقْضِ جِهَازِي شَيْئًا ، فَقَلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ الْحَقُّهُمْ ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَضَلُوا لِاتَّجَهَّزُ ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلْ بِي أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ ، هَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكُهُمْ وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ فَلَمْ يَقْدِرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَسِرْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَطَلَعْتُ فِيهِمْ أَخْرَجْتَنِي أَنِّي لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ السِّفَاقُ أَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى بَلَغَ ثَبُوكَا ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بَيْتُوكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) حَبَسَهُ بَرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِي عَظْفِيهِ فَقَالَ مَعَاذُ بَنِ جَبَلِ بَنَسٍ مَا قَلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغْنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِي هَمِّي وَطَفِئْتُ أَنْذَكُرَ الْكُذِبَ وَأَقُولُ : بِمَاذَا أَخْرَجَ مِنْ سَخَطِهِ غَدَاً وَأَسْتَعْنَتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ نَبِيٍّ رَأَى مِنْ أَهْلِي فَلَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ أَبَدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَاجْتَمَعْتُ صِدْقَهُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيُرْكَعُ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيُطْلِقُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضِعَةِ وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عِلَانِيَتَهُمْ وَيَابِعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَكُلَّ سِرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمُ الْمَغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ فَقَلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتَ أَنَّ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعَذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَنْ حُدِّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تُرَضِي بِهِ عَنِّي لِيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَسْخَطَكَ عَلَيَّ وَلَنْ حُدِّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَانَ لِي مِنْ عَذْرِ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرُ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمَا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ

اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَرَزْتَ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بِمَا اعْتَدَرْتَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبِكَ اسْتِغْفَارَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَكَ فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَذِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكْذَبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِيَ أَحَدٌ؟ قَالُوا نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتُ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا مَرَارَةُ بِنْتُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهَلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أَسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبْنَا النَّاسَ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرْتُ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرَفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكْنَا وَقَعَدَا فِي بَيْتَيْهِمَا بِيَكْيَانَ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشْبَهُ الْقَوْمَ وَأَجْلِدُهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَاتَّشَهُدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَاسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُجْلِسٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَكْتُ شَفْتَيْهِ بَرْدَ السَّلَامِ عَلَى أُمِّ لَأَنْ أَصْلِي قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسَارِقَةُ النَّظَرِ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبِلُ إِلَيْهِ، وَإِذَا التَّفْتُ نَحْوَهُ أَعْرِضُ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحِبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعَلَّمَنِي أَحَبُّ إِلَيْكَ وَرَسُولُهُ، فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهُ فَتَشَدَّدْتُ، فَسَكَتَ فَقَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبْطِي مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ قَدِيمِ الطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَيَّ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يَشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ نِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانٍ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ صَاحِبِكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بَدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضِيعَةٍ فَالْحَقُّ بِنَا نَوَاسِكَ، فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّوَضُّؤَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزَلَ امْرَأَتَكَ فَقُلْتُ أَطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لَا بَلَّ اعْتَزَلْهَا وَلَا تَقْرِبْهَا وَأَرْسَلَ إِلَيَّ صَاحِبِي مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَأَمْرَاتِي الْحَقِّي بِأَمْلِكِ فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَذَبٌ فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هَلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَلَالِ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكَ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَيَّ

شئ، وَاللَّهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لَامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمِيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا اسْتَأْذَنْ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا اسْتَأْذَنْتَهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، حَتَّى كَمِلْتُ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بَيْوتِنَا فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ قَدْ ضَاعَتْ عَلَى نَفْسِي وَضَاعَتْ عَلَى الْأَرْضِ بِمَا رَحِبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أَوْفَى عَلَيَّ جَبَلٍ سَلَعُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَّرتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ قَدْ جَاءَ فِرَاجٌ وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يَبْشِرُونَا وَذَهَبَ قَبْلَ صَاحِبِي مُبْشِرُونَ وَرَكَضَ إِلَى رَجُلٍ قَرَسًا وَسَفَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَيَّ الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْقَرَسِ فَلَمَّا جَاءَ نِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يَبْشِرُنِي فَرَعْتُ لَهُ تَوْبِي ، فَكَسَوْتُهُ أَيُّهُمَا بِبِشْرَاهُ ، وَاللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَ هُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعْرَتْ تَوْبِيَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَبَيْتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يَهْتَوِي بِالسُّبُوبَةِ يَقُولُونَ : لَتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ، قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهْرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَانِي ، وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْسَاهَا لَطَلْحَةُ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَيْرٍ يَوْمَ مَرَّ عَلَيْكَ مِنْذُ وَلَدْتِكَ أُمَّكَ ، قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، قَالَ لَا بَلَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا سَرُّ اسْتَنْتَارَ وَجْهَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَمَوْ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَأَنَّى أُمْسِكُ سَنَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا تَجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أَحْدِثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيَتْ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي وَمَا تَعَمَّدْتُ مِنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) الَّتِي يَوْمِي هَذَا كَذَبًا وَأَنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَتْ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ص) إِلَى يَوْمِي هَذَا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَيَّ السَّبِيحِ (ص) وَالْمُهَاجِرِينَ الَّتِي قَوْلُهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، فَوَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي

لِرَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنْ لَا أَكُونَ كَذِبْتُهُ فَأَمَّا كَمَا مَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ، أَلَيْسَ قَوْلُهُ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ، قَالَ كَعْبٌ : رَكْنَا تَخْلَفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أَوْلِيكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَمْرًا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ حَلَفُوا - وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا حَلَفْنَا عَنِ الْغُرُوبِ إِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُ بَايَا وَأَرْجَاؤُهُ أَمْرًا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَدَرَ إِلَيْهِ فِقْبِلْ مِنْهُ -

৪০৭৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) আবদুল্লাহ ইবন কাআব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, কাআব (রা) অন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে যিনি তাঁর সাহায্যকারী ও পথ-প্রদর্শনকারী ছিলেন, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি কাআব ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি, যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে তিনি পশ্চাতে থেকে যান তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার মধ্যে তাবুক যুদ্ধ ছাড়া আমি আর কোন যুদ্ধ থেকে পেছনে থাকিনি। তবে আমি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ থেকে যারা পেছনে পড়ে গেছেন, তাদের কাউকে উর্বসনা করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল কুরাইশ দলের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এবং তাদের শত্রু বাহিনীর মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ সংঘটিত করেন। আর আমি আকাবা রজনীতে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের থেকে ইসলামের উপর অস্বীকার গ্রহণ করেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ফলে বদর প্রান্তরের উপস্থিতিকে আমি প্রিয়তর ও শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচনা করিনি। যদিও আকাবার ঘটনা অপেক্ষা লোকদের মধ্যে বদরের ঘটনা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আর আমার অবস্থার বিবরণ এই—তাবুক যুদ্ধ থেকে আমি যখন পেছনে থাকি তখন আমি এত অধিক সুস্থ, শক্তিশালী ও সফল ছিলাম যে আল্লাহর কসম, আমার কাছে কখনো ইতিপূর্বে কোন যুদ্ধে একই সাথে দু'টো যানবাহন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, যা আমি এ যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে অভিযান পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করতেন, দৃশ্যত তার বিপরীত ভাব দেখাতেন। এ যুদ্ধ ছিল ভীষণ উত্তাপের সময়, অতি দূরের সফর, বিশাল মরুভূমি এবং অধিক সংখ্যক শত্রুসেনার মুকাবিলা করার। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযানের অবস্থা মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করে দেন যেন তারা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সম্বল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী লোক সংখ্যা ছিল অধিক যাদের হিসাব কোন রেজিস্টারে লিখিত ছিল না। কাআব (রা) বলেন, যার ফলে যেকোন লোক যুদ্ধাভিযান থেকে বিরত থাকতে ইচ্ছা করলে তা সহজেই করতে পারত এবং ওহী মারফত এ খবর পরিজ্ঞাত না করা পর্যন্ত তা সংগোপন থাকবে বলে সে ধারণা করত। রাসূলুল্লাহ (সা) এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এমন সময় যখন ফল-ফলাদি পাকার ও গাছের ছায়ায় আরাম উপভোগের সময় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এবং তাঁর সঙ্গী মুসলিম বাহিনী অভিযানে যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলেন। আমিও প্রতি সকালে তাঁদের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি। মনে মনে ধারণা করতে থাকি, আমি তো যখন ইচ্ছা যেতে সক্ষম। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আমার সময় কেটে যেতে লাগল।

এদিকে অন্য লোকেরা পুরাপুরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাথী মুসলিমগণ রওয়ানা করলেন অথচ আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। আমি মনে মনে ভাবলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, এক দু'দিনের মধ্যে আমি প্রস্তুত হয়ে পরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব। এভাবে আমি প্রতিদিন বাড়ি হতে প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন করার মানসে বের হই, কিন্তু কিছু না করেই ফিরে আসি। আবার বের হই, আবার কিছু না করে ঘরে ফিরে আসি। ইত্যবসরে বাহিনী অগ্রসর হয়ে অনেক দূর চলে গেল। আর আমি রওয়ানা করে তাদের সাথে পথে মিলে যাবার ইচ্ছা পোষণ করতে থাকলাম। আফসোস যদি আমি তাই করতাম! কিন্তু তা আমার ভাগ্যে জোটেনি। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) রওয়ানা হওয়ার পর আমি লোকদের মধ্যে বের হয়ে তাদের মাঝে বিচরণ করতাম। একথা আমার মনকে পীড়া দিত যে, আমি তখন (মদীনায়) মুনাফিক এবং দুর্বল ও অক্ষম লোক ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পেতাম না। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার কথা আলোচনা করেননি। অন্তর তাবুকে একথা তিনি জনতার মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন, কাআব কি করল? বনী সালমা গোত্রের এক লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তার ধন-সম্পদ ও আত্মগরিমা তাকে আসতে দেয়নি। একথা শুনে মুআয ইবন জাবাল (রা) বললেন, তুমি যা বললে তা ঠিক নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর কসম, আমরা তাঁকে উত্তম ব্যক্তি বলে জানি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব রইলেন। কাআব ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনওয়্যারার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তখন আমি চিন্তায়ুক্ত হয়ে পড়লাম এবং মিথ্যার বাহানা খুঁজতে থাকলাম। মনে স্থির করলাম, আগামীকাল এমন কথা বলব যাতে করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারি। আর এ সম্পর্কে আমার পরিবারস্থ জ্ঞানীগণীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকি। এরপর যখন প্রচারিত হল যে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, তখন আমার অন্তর থেকে মিথ্যা তিরোহিত হয়ে গেল। আর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, এমন কোন পস্থা অবলম্বন করে আমি তাঁকে কখনো ক্রোধমুক্ত করতে সক্ষম হব না, যাতে মিথ্যার নামগন্ধ থাকে। অতএব আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আমি সভ্যই বলব। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাতে মদীনায় পদার্পণ করলেন। তিনি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকদের সামনে বসতেন। যখন নবী (সা) এরূপ করলেন, তখন যারা পশ্চাদপদ ছিলেন তাঁরা তাঁর কাছে এসে শপথ করে করে অক্ষমতা ও আপত্তি পেশ করতে লাগল। এরা সংখ্যায় আশির অধিক ছিল। অন্তর রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যিকভাবে তাদের ওয়র-আপত্তি গ্রহণ করলেন, তাঁদের বায়আত করলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত অবস্থা আল্লাহর হাওয়ালা করে দিলেন। [কাআব (রা) বলেন] আমিও এরপর নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আমি যখন তাঁকে সালাম দিলাম তখন তিনি রাগান্বিত চেহারায় মুচকি হাসি হাসলেন। তারপর বললেন, এস। আমি সে অনুসারে অগ্রসর হয়ে একেবারে তাঁর সম্মুখে বসে গেলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি কারণে তুমি অংশগ্রহণ করলে না? তুমি কি যানবাহন ক্রয় করনি? তখন আমি বললাম হ্যাঁ, করেছি। আল্লাহর কসম, এ কথা সুনিশ্চিত যে, আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম তাহলে আমি তার অসম্মুটিকে ওয়র-আপত্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রশমিত করার প্রয়াস চালাতাম। আর আমি তর্কে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু

আল্লাহর কসম আমি পরিজ্ঞাত যে, আজ যদি আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে আমার প্রতি আপনাকে রাযী করার চেষ্টা করি তাহলে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দিতে পারেন। আর যদি আপনার কাছে সত্য প্রকাশ করি যাতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তবুও আমি এতে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার নির্ঘাত আশা রাখি। না, আল্লাহর কসম, আমার কোন ওয়র ছিল না। আল্লাহর কসম, সেই অভিযানে আপনার সাথে না যাওয়াকালীন সময় আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে সত্য কথাই বলেছে। তুমি এখন চলে যাও, যতদিনে না তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ক্ষয়সালা করে দেন। তাই আমি উঠে চলে গেলাম। তখন বনী সালিমার কতিপয় লোক আমার অনুসরণ করল। তারা আমাকে বলল, আল্লাহর কসম তুমি ইতিপূর্বে কোন ওনাহ করেছ বলে আমাদের জানা নেই। তুমি কি অন্যান্য পশাদগামীর মত তোমার অক্ষমতার একটি ওয়র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে পেশ করে দিতে পারতে না? আর তোমার এ অপরাধের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম তারা আমাকে অনবরত কঠিনভাবে ভর্ৎসনা করতে থাকে। ফলে আমি পূর্ব স্বীকারোক্তি থেকে প্রত্যাবর্তন করে মিথ্যা বলার বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করতে থাকি। এরপর আমি তাদের বললাম, আমার মত এ কাজ আর কেউ করেছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আরও দু'জন তোমার মত বলেছে। এবং তাদের ক্ষেত্রেও তোমার মত একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কে কে? তারা বলল, একজন মুরারাই ইবন রবী আমরী এবং অপরজন হলেন, হিলাল ইবন উমায়্যা ওয়াকিফী। এরপর তারা আমাকে অবহিত করল যে, তারা উভয়ে উত্তম মানুষ এবং তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। সেজন্য উভয়ে আদর্শবান। যখন তারা তাদের নাম উল্লেখ করল, তখন আমি পূর্ব মতের উপর অটল রইলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের মধ্যকার যে তিনজন তাকে অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিল তাদের সাথে কথা বলতে মুসলমানদের নিষেধ করে দিলেন। তদনুসারে মুসলমানরা আমাদের পরিহার করে চললো। আমাদের প্রতি তাদের আচরণ পরিবর্তন করে নিল। এমনকি এদেশ যেন আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেল। এ অবস্থায় আমরা পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর দু'জন সাথী তো সংকট ও শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হলেন। তারা নিজেদের ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকেন। আর আমি যেহেতু অধিকতর যুবক ও শক্তিশালী ছিলাম তাই বাইরে বের হয়ে আসতাম, মুসলমানদের জাম্মাআতে নামায আদায় করতাম। এবং বাজারে চলাফেরা করতাম কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। যখন তিনি নামায শেষে মঞ্জলিসে বসতেন তখন আমি মনে মনে বলতাম ও লক্ষ্য করতাম, তিনি আমার সালামের জবাবে তার ঠোঁটদ্বয় নেড়েছেন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতাম এবং গোপন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে দেখতাম যে, আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, আর যখন আমি তাঁর দিকে তাকাতাম তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। এভাবে আমার প্রতি লোকদের কঠোরতা ও এড়িয়ে চলার আচরণ দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে। একদা আমি আমার চাচাত ভাই ও প্রিয় বন্ধু আবু কাতাদা (রা)-এর বাগানের প্রাচীর উপরে প্রবেশ করে তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না। আমি তখন বললাম, হে

আবু কাতাদা, আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-কে ভালবাসি? তখন তিনি নীরবতা পালন করলেন। আমি পুনরায় তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এবারও কোন জবাব দিলেন না। আমি পুনঃ (তৃতীয়বারও) তাঁকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-ই ভাল জানেন। তখন আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। অগত্যা আমি পুনরায় প্রাচীর উপরে ফিরে এলাম। কাআব (রা) বলেন, একদা আমি মদীনার বাজারে বিচরণ করছিলাম। এমতাবস্থায় সিরিয়ার এক কৃষক বণিক যে মদীনার বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করার উদ্দেশ্যে এসেছিল, সে বলছে, আমাকে কাআব ইবন মালিককে কেউ পরিচয় করে দিতে পারে কি? তখন লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারায় দেখাচ্ছিল। তখন সে এসে গাসসানি বাদশার একটি পত্র আমার কাছে হস্তান্তর করল। তাতে লেখা ছিল, পর সমাচার এই, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সাথে আপনার প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহ আপনাকে মর্যাদাহীন ও আশ্রয়হীন করে সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের দেশে চলে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য-সহানুভূতি করব। আমি যখন এ পত্র পড়লাম তখন আমি বললাম, এটাও আর একটি পরীক্ষা। তখন আমি চুল্যা খোঁজ করে তার মধ্যে পত্রটি নিষ্ক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দিলাম। এ সময় পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে এক সংবাদবাহক আমার কাছে এসে বলল, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনি আপনার স্ত্রী হতে পৃথক থাকবেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না অন্য কিছু করব? তিনি উত্তর দিলেন, তালাক দিতে হবে না বরং তার থেকে পৃথক থাকুন এবং তার নিকটবর্তী হবেন না। আমার অপর দু'জন সঙ্গীর প্রতি একই আদেশ পৌঁছালেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। আমার এ ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তুমি তথায় অবস্থান কর। কাআব (রা) বলেন, আমার সঙ্গী হিলাল ইবন উমায়্যার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হিলাল ইবন উমায়্যা অতি বৃদ্ধ, এমন বৃদ্ধ যে, তাঁর কোন খাদিম নেই। আমি তাঁর খেদমত করি, এটা কি আপনি অপছন্দ করেন? নবী (সা) বললেন, না তবে সে তোমার বিছানায় আসতে পারবে না। সে বলল, আল্লাহর কসম, এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতিই নেই। আল্লাহর কসম, তিনি এ নির্দেশ পাওয়া অবধি সর্বদা কান্নাকাটি করছেন। [কাআব (রা) বলেন] আমার পরিবারের কেউ আমাকে পরামর্শ দিল যে, আপনিও যদি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইতেন যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাল ইবন উমায়্যার স্ত্রীকে তার (স্বামীর) খেদমত করার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি কখনো তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে অনুমতি চাইব না। আমি যদি তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতি চাই তবে তিনি কি বলেন, তা আমার জানা নেই। আমি তো নিজেই আমার খেদমতে সক্ষম। এরপর আরও দশরাত অতিবাহিত করলাম। এভাবে নবী (সা) যখন থেকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন তখন থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হল। এরপর আমি পঞ্চাশতম রাত শেষে ফজরের নামাজ আদায় করলাম এবং আমাদের এক ঘরের ছাদে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যা আল্লাহ তা'আলা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন। আমার জান-প্রাণ দুর্বিষহ এবং গোটা জগতটা যেন আমার জন্য প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায়

শুনতে পেলাম এক চীৎকারকারীর চীৎকার। সে সালা পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, হে কাআব ইব্বন মালিক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কাআব (রা) বলেন, এ শব্দ আমার কানে পৌঁছামাত্র আমি সিজদায় লুটে পড়লাম। আর আমি অনুভব করলাম যে, আমার সুদিন ও খুশীর খবর এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায আদায়ের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাদের তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ প্রকাশ করেন। তখন লোকেরা আমার এবং আমার সঙ্গীদের কাছে সুসংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। এবং তড়িঘড়ি একজন অশ্বারোহী লোক আমার কাছে আসে এবং আসলাম গোত্রের অপর এক ব্যক্তি দ্রুত আগমন করে পাহাড়ের উপর আরোহণ করত চীৎকার দিতে থাকে। তার চীৎকারের শব্দ যোড়া অপেক্ষাও দ্রুত পৌঁছল। যার শব্দ আমি শুনেছিলাম সে যখন আমার কাছে সুসংবাদ প্রদান করতে আসল, আমি তখন আমার নিজের পরিধেয় দুটো কাপড় তাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য দান করলাম। আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, ঐ সময় সেই দুটো কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কোন কাপড় ছিল না। আমি দুটো কাপড় ধার করে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসতে লাগল। তারা তওবা কবুলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারকবাদ যে আল্লাহ তা'আলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। কাআব (রা) বলেন, অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে বসা ছিলেন এবং তাঁর চতুর্পার্শ্বে জনতার সমাবেশ ছিল। তালহা ইব্বন উবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুত উঠে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন। আল্লাহর কসম তিনি ব্যতীত আর কোন মুহাজির আমার জন্য দাঁড়াননি। আমি তালহার ব্যবহার ভুলতে পারব না। কাআব (রা) বলেন, এরপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম জানালাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দের আতিশয্যে ঝকঝক করছিল। তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাতা তোমাকে জন্মদানের দিন হতে যত দিন তোমার উপর অতিবাহিত হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর। কাআব বলেন, আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এটা কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা এত উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল হত যেন পূর্ণিমার চাঁদের ফালি। এতে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি বুঝতে পারতাম। আমি যখন তাঁর সম্মুখে বসলাম তখন আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া স্বরূপ আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পথে দান করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার কিছু মাল তোমার কাছে রেখে দাও। তা তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, খায়বরে অবস্থিত আমার অংশটি আমার জন্য রাখলাম। আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! আল্লাহ তা'আলা সত্য বলার কারণে আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমার তওবা কবুলের নিদর্শন অক্ষুণ্ণ রাখতে আমার অবশিষ্ট জীবনে সত্যই বলব। আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি এ সত্য বলার কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জানিয়েছি, তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমার জানামতে কোন মুসলিমকে সত্য কথাই বিনিময়ে একরূপ নিয়ামত আল্লাহ দান করেননি যে নিয়ামত আমাকে দান করেছেন। কাআব (রা) বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে সত্য কথা বলেছি সেদিন হতে আজ পর্যন্ত অন্তরে মিথ্যা বলার ইচ্ছাও

করিনি। আমি আশা পোষণ করি যে, বাকী জীবনও আল্লাহ তা'আলা আমাকে মিথ্যা থেকে হিফাজত করবেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এই আয়াত নাযিল করেন **لَقَدْ نَابَ اللَّهُ عَلَىٰ وَكُوتُوا مَعَ الصَّادِقِينَ** -এর প্রতি এবং মুহাজিরদের প্রতি..... এবং তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯ : ১১৭-১১৯)। [কাআব (রা) বলেন] আল্লাহর শপথ, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনো আমার উপর এত উৎকৃষ্ট নিয়ামত আল্লাহ প্রদান করেননি যা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর, তা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আমার সত্য বলা ও তাঁর সাথে মিথ্যা না বলা, যদি মিথ্যা বলতাম তবে মিথ্যাবাদীদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। সেই মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে যখন ওহী নাযিল হয়েছে তখন জঘন্য অন্তরের সেই লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ..... فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔

অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আল্লাহর শপথ করবে..... আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হবেন না। (৯ : ৯৫-৯৬)। কাআব (রা) বলেন, আমাদের তিনজনের তাওবা কবুল করতে বিলম্ব করা হয়েছে—যাদের তাওবা রাসূলুল্লাহ (সা) কবুল করেছেন যখন তারা তার কাছে শপথ করেছে, তিনি তাদের বায়আত গ্রহণ করেছেন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আমাদের বিষয়টি আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) স্থগিত রেখেছেন। এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ বলেন—সেই তিনজনের প্রতিও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। (৯ : ১১৮) কুরআনের এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়নি যারা তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছনে ছিল ও মিথ্যা কসম করে ওয়র-আপত্তি পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তা গ্রহণ করেছিলেন। বরং এই আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে আমরা যারা পেছনে ছিলাম এবং যাদের প্রতি সিদ্ধান্ত দেয়া স্থগিত রাখা হয়েছিল।

۲۲۴۴. بَابُ نَزْوَالِ النَّبِيِّ (ص) الْحَجْرِ

২২৪৪. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর হিজর বস্তিতে অবতরণ

৪.৭৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ (ص) بِالْحَجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، ثُمَّ قَتَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى جَاَزَ الْوَادِيَّ۔

৪০৭৭। আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ জু'ফী (রা)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) (সামূদ গোত্রের) হিজর বস্তি অতিক্রম করেন, তখন তিনি বললেন, যারা নিজ আত্মার উপর অত্যাচার করেছে তাদের আবাস স্থলে ক্রন্দনাবস্থা বাস্তব প্রবেশ কর না। যেন তোমাদের প্রতিও শান্তি

নিপতিত না হয় যা তাদের প্রতি নিপতিত হয়েছিল। তারপর তিনি তাঁর মস্তক আবৃত করেন এবং অতি দ্রুতবেগে চলে উক্ত স্থান অতিক্রম করেন।

৪০৭৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِأَصْحَابِ الْحَجْرِ لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَذِهِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ۔

৪০৭৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হিজর নামক স্থান দিয়ে অতিক্রমকালে তাঁর সঙ্গীদের বললেন, তোমরা ঐ শাস্তিপ্ৰাণীদের মধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ কর না—যাতে তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদ আপতিত না হয় যেহেতু তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

بَابُ ٢٢٤٥

২২৪৫. অনুচ্ছেদ

৪০৭৯ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ السَّيِّدِ عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جَبْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ (ص) لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَمَتُ أَسْكَبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ الْإِ فِي غُرْوَةِ تَبْرُكٍ ، ففَسَلُ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كَمُ الْجَبِّ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جَبَّتِهِ ففَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفِيهِ۔

৪০৭৯ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী (সা) (প্রকৃতির) প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। (ফিরে এলে) আমি দাঁড়িয়ে তাঁর (ওযর) পানি ঢেলে দিচ্ছিলাম। (স্থানটি কোথায়) তা আমার স্বরণ নেই। তবে তা ছিল তাবুক যুদ্ধের সময়কার। এরপর তিনি তাঁর চেহারা ধৌত করেন। এবং তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে গেলে দেখা গেল যে, তাঁর জামার আন্তিন আঁটসাঁট। তখন তিনি উভয় বাহুকে জামার মধ্য থেকে বের করে আনেন এবং তা ধৌত করেন। তারপর তিনি তাঁর মোজার উপর মুসেহ করেন।

৪০ ৮ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ (ص) مِنْ غُرْوَةِ تَبْرُوكٍ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أَحَدُ جِبَلٍ يُحِبُّنَا وَنَحْبُهُ۔

80৮০ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র) আবু হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সা)-এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনাতে পদার্পণ করলাম তখন তিনি বললেন, এই মদীনার অপর নাম ত্বাবা (পবিত্র)। এবং এই উহদ এমন পাহাড় যে, সে আমাদের ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি।

৪০৮১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَاسَرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاوْدِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَمَّ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ وَهَمَّ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ .

80৮১ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন তিনি বললেন, মদীনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যারা কোন দূরপথ ভ্রমণ করেনি, এবং কোন উপত্যকাও অতিক্রম করেনি তবুও তারা তোমাদের সাথে (সওয়াবে) শরীক রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো মদীনায়-ই অবস্থান করছিল। তখন তিনি বললেন, তারা মদীনায়ই রয়ে গেছে, তবে ওঘর তাদের আটকে রেখেছিল।

۲۲۴۶ . بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ (ص) إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ

২২৪৬. অনুচ্ছেদ : পারস্য অধিপতি কিসরা ও রোম অধিপতি কায়সারের কাছে নবী (সা)-এর পত্র প্রেরণ

৪০৮২ حَدَّثَنَا اسْحَقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَذَافَةَ السُّهْمِيِّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرْقَهُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِدَاعًا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ يُعْرَقُوا كُلُّ مُعْرَقٍ .

80৮২ ইসহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা সাহমী (রা)-কে তাঁর পত্রসহ কিসরার কাছে প্রেরণ করেন। নবী (সা) তাকে এ নির্দেশ দেন যে, সে যেন পত্রখানা প্রথমে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে দেয় এবং পরে বাহরাইনের গভর্নর যেন কিসরার হাতে পত্রটি পৌঁছিয়ে দেয়। কিসরা যখন নবী (সা)-এর পত্রখানা পড়ল, তখন তা ছিড়ে টুকরা করে ফেলল। (রাবী বলেন) আমার যতদূর মনে পড়ে ইবনুল মুসায়্যাব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতি এ বলে বদদোয়া করেন, আল্লাহ তাদেরকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরো টুকরো করে দিন।

৪০৮৩ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ الْحَقَّ بِاصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنَّ أَهْلَ فَارِسٍ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ۔

80৮৩ | উসমান ইব্ন হায়সাম (র) আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রুত একটি বাণী আমাকে জঙ্গে জামালের (উষ্ট্রের যুদ্ধ) দিন মহা উপকার করেছে, যে সময় আমি সাহাবায়ে কিরামের সাথে মিলিত হয়ে জামাল যুদ্ধে শরিক হতে প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম। আবু বাকরা (রা) বলেন, সে বাণীটি হল, যখন নবী (সা)-এর কাছে এ খবর পৌঁছল যে, পারস্যবাসী কিসরা তনয়াকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করেছেন, তখন তিনি বললেন, কখনই সে জাতি সফলতার মুখ দেখবে না যারা স্ত্রীলোককে তাদের প্রশাসক নির্বাচন করে।

৪০৮৬ | حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ يَقُولُ : أَذْكَرُ أَتَيْ خَرَجْتُ مَعَ الْعِلْمَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوُدَا عِ تَلَقَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّبِيَّانِ۔

80৮৪ | আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্মৃতিপটে এখনও সে ঘটনা জাগে যে, মদীনার ছেলেগুলোর সাথে ছানিয়্যাতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে আমি গিয়েছিলাম। সুফয়ান (রা)-এর রিওয়ায়েতে عُلمَان স্থলে صَبِيَّان শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

৪০৮৫ | حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السَّائِبِ أَذْكَرُ أَتَيْ خَرَجْتُ مَعَ الصَّبِيَّانِ تَلَقَى النَّبِيَّ (ص) إِلَى ثَنِيَّةِ الْوُدَا عِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ۔

80৮৫ | আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) সায়েব (ইব্ন ইয়াযীদ) (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমি স্মৃতিচারণ করি যে, ছানিয়্যাতুল বিদায়ে নবী (সা)-কে স্বাগত জানাতে মদীনার ছেলেদের সাথে গিয়েছিলাম, যখন নবী (সা) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

২২৪৭. بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ (ص) وَوَقَاتِهِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَانِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَانِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَمَّ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ ، فَهَذَا أَوَّانٌ وَجَدْتُ أَنْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ

২২৪৭. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর রোগ ও তাঁর ওফাত। মহান আল্লাহর বাণী : আপনিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের

সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে (৩৯ : ৩০, ৩১)। ইউনুস (র) যুহরী ও উরওয়া (র) সূত্রে বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, নবী (সা) যে রোগে ইত্তিকাল করেন সে সময় তিনি বলতেন, হে আয়েশা! আমি খায়বরে (বিষযুক্ত) যে খাদ্য উক্ষণ করেছিলাম, আমি সর্বদা তার যত্ননা অনুভব করছি। আর এখন সেই সময় আগত, যখন সে বিষক্রিয়ায় আমার প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে

৪০৮৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عَرَفًا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبِضَهُ اللَّهُ .

৪০৮৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র) উম্মুল ফদল বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা "ওয়াল মুরসালাতে উরফা" পাঠ করতে শুনেছি। তারপর আন্নাহ তা'আলা তার রুহ মুবারক কবজ করা পর্যন্ত তিনি আর আমাদের নিয়ে কোন নামায আদায় করেননি।

৪০৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا ابْنَاءَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . فَقَالَ أَجَلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَعْلَمَهُ آيَاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ .

৪০৮৭ মুহাম্মদ ইবন আরআরা (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে তাঁর কাছে বসাতেন। এতে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ইবন আব্বাস (রা)-এর সমবয়সী ছেলেপুলে আছে! তখন উমর (রা) বললেন, সে কিরূপ মর্যাদার লোক তা তো আপনারাও জানেন। এরপর উমর (রা) ইবন আব্বাস (রা)-কে إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইত্তিকালের খবর (তাকে অবগত করানো হয়েছে)। তখন উমর (রা) বললেন, আমিও তা-ই মনে করি যা তুমি মনে করছ।

৪০৮৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ اسْتَنْدَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَجَعَهُ فَقَالَ انْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ بَنِي تَمَارِقَ . فَقَالُوا مَا شَأْنُ أَهْلِ اسْتَنْفِهِةَ فَذَهَبُوا يَرْتَوُونَ عَلَيْهِ . فَقَالَ دَعُونِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُمْ أُجِيزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَ فَتَنَسِيَّتْهَا .

80৮৮ কুতায়বা (র) সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, বৃহস্পতিবার! বৃহস্পতিবারের ঘটনা কি? নবী (সা)-এর রোগ-জ্বালা প্রবলভাবে দেখা দেয়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিয়ে যাই যেন তোমরা এরপর কখনও বিভ্রান্ত না হও। তখন তারা পরস্পর মতভেদ করতে থাকে। আর নবী (সা)-এর সান্নিধ্যে মতবিরোধ করা শোভনীয় নয়। এরপর কিছুসংখ্যক লোক বললেন, নবী (সা)-এর অবস্থা কেমন? তিনি কি প্রলাপ বকছেন? তোমরা তাঁর কাছে থেকে ব্যাপারটি বুঝে নাও। এতে তারা নবী (সা)-এর কাছে ব্যাপারটি পুনরাবস্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও, তোমরা যে কাজের দিকে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছ তাই চেয়ে আমি উত্তম অবস্থায় অবস্থান করছি। আর নবী (সা) তাঁদের তিনটি নসীহত করলেন (১) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের বহিষ্কার করে দিবে, (২) দূতদের সেরূপ আদর-আপ্যায়ন করবে যেমন আমি করতাম এবং তৃতীয়টি বলা থেকে তিনি নীরব থাকলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, তৃতীয়টি আমি ভুলে গিয়েছি।

৪.৮৯ | حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) هَلُمُّوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضَلُّوا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ غَلَبَهُ الرَّجْعُ ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصِمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضَلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْإِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَوْمُوا ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ بْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرُّبِيَّةَ كُلَّ الرُّبِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِإِخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .

80৮৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের সময় যখন নিকটবর্তী হল এবং ঘরে ছিল লোকের সমাবেশ, তখন নবী (সা) বললেন, তোমরা আস, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দেই, যেন তোমরা পরবর্তীতে পথভ্রষ্ট না হও। তখন তাদের মধ্যকার কিছুলোক বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ-যন্ত্রণা কঠিনতর অবস্থায়, আর তোমাদের কাছে তো কুরআন মওজুদ আছে। আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইত্যবসরে নবী (সা)-এর পরিবারের লোকজনের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়, এবং তারা পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করতে থাকেন। তাদের কেউ বললেন, তোমরা কাগজ উপস্থিত কর, তিনি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিন। যাতে তোমরা তার পরে কোন বিভ্রান্তিতে নিপতিত না হও। আবার কেউ বললেন এর দ্বিপর্ষিত। এরপর যখন বাক-বিতণ্ডা ও মতবিরোধ চরমে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা উঠে চলে যাও। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলতেন, এ ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে, রাসূলুল্লাহ

(সা) সাহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের মতবিরোধ ও উচ্চ শব্দই মূলত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪০৯০. حَدَّثَنَا يَسْرَةُ ابْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبِيَّ (ص) فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي شِكْوَاهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ، فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارَنِي النَّبِيُّ (ص) أَنَّهُ يَقْبِضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَبَكَتْ، ثُمَّ سَارَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلٍ يَتَّبَعُهُ فَضَحِكْتُ.

৪০৯০] ইয়াসারা ইবন সাফয়ান ইবন জামীল আল লাখমী (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) মৃত্যু-রোগকালে ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন; এরপর নবী (সা) পুনরায় তাঁকে ডেকে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হাসলেন। পরে আমরা এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, নবী (সা) যে রোগে আক্রান্ত আছেন এ রোগই তাঁর ইত্তিকাল হবে। এ কথাটিই তিনি গোপনে আমাকে বলেছেন। তখন আমি কাঁদলাম। আবার তিনি আমাকে চুপে চুপে বললেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্বপ্রথম আমিই তাঁর সঙ্গে মিলিত হব, তখন আমি হাসলাম।

৪০৯১. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَتَبْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بَحَةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خَيْرٌ.

৪০৯১] মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একথা শুনছিলাম যে, কোন নবী মারা যান না যতক্ষণ না তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণ করার। যে রোগে নবী (সা) ইত্তিকাল করেন সে রোগে আমি নবী (সা)-কে মৃত্যু যন্ত্রণায় আক্রান্তাবস্থায় বলতে শুনেছি, তাঁদের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নিয়ামত প্রদান করেছেন—[তাঁরা হলেন, নবী (সা)-গণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।] (৪ : ৭২) তখন আমি ধারণা করলাম যে তিনিও ইখতিয়ার প্রাপ্ত হয়েছেন।

৪০৯২. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ (ص) الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

৪০৯২] মুসলিম (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি বলতেছিলেন, "ফির রফীকিল আলা।"—মহান উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন।)

৪.৭৩ | حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَهُوَ صَاحِحٌ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَحْيَا أَوْ يُخَيَّرُ ، فَلَمَّا اسْتَكْبَى وَخَضِرَهُ الْقَبْضُ ، وَرَأَسَهُ عَلَى فُخْذِ عَائِشَةَ غُشِّي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخْصَ بَصْرَهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذَا لَا يُجَاوِرُنَا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَاحِحٌ .

80৯৩ | আবুল ইয়ামান (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুস্থাবস্থায় বলতেন, কোন নবী (আ)-এর প্রাণ কখনো কবজ করা হয়নি, যতক্ষণ না তাঁর স্থান জান্নাতে দেখান হয়েছে। তারপর তাঁকে জীবিত রাখা হয় অথবা ইত্তিকালের ইখতিয়ার দেয়া হয়। এরপর যখন নবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মাথা আয়েশা (রা)-এর উরুতে রাখাবস্থায় তাঁর জান কবজের সময় উপস্থিত হল তখন তিনি চৈতন্যহীন হয়ে পড়লেন। এরপর যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! মহান ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। অনন্তর আমি বললাম, তিনি আর আমাদের মাঝে থাকছেন না। এরপর আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ঐ কথাই যা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আর তাই ঠিক।

৪.৭৪ | حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ (ص) وَأَنَا مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنْ بِهِ قَابِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَصْرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَيْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَاسْتَنْ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) إِسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) رَقَعٌ يَدَهُ أَوْ اصْتَبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا تَبَيَّنَ حَقِيقَتِي وَذَاقِنْتِي .

80৯৪ | মুহাম্মাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) নবী (সা)-এর কাছে এলেন। তখন আমি নবী (সা)-কে আমার বুক হেলান দেওয়া অবস্থায় রেখেছিলাম এবং আবদুর রহমানের হাতে তাজা মিসওয়াকের ডালা ছিল যা দিয়ে সে দাঁত পরিষ্কার করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম এবং তা চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তা নবী (সা)-কে দিলাম। তখন নবী (সা) তা দিয়ে দাঁত মর্দন করলেন। আমি তাঁকে এর আগে এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে আর কখনও দেখিনি। এ থেকে অবসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উভয় হাত অথবা আঙ্গুল উপরে উঠিয়ে তিনবার বললেন, ঊর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে (আমাকে মিলিত করুন)। তারপর তিনি ইত্তিকাল করলেন। আয়েশা (রা) বলতেন, নবী (সা) আমার বুক ও থুতনির মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় ইত্তিকাল করেন।

৪০৯৫ حَدَّثَنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ إِذَا اسْتَكْبَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا اسْتَكْبَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوْفِي فِيهِ طَفِقَتْ أَنْفُثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ ، وَأَمْسَحَ بِبِيَدِ النَّبِيِّ (ص) عَنْهُ .

৪০৯৫ হিব্বান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা (ফালাক ও নাস) পাঠ করে নিজ ফুঁক দিতেন এবং স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুসেহ করতেন। এরপর যখন তিনি মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হলে, তখন আমি আশ্রয় প্রার্থনার সূরা দুই দ্বারা তাঁর শরীরে দম করতাম, যা দিয়ে তিনি দম করতেন। আমি তাঁর হাত দ্বারা তাঁর শরীর মুসেহ করিয়ে দিতাম।

৪০৯৬ حَدَّثَنَا مَعْلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عِبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ (ص) وَأَصْفَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى ظَهْرِهِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقِيقِي بِالرُّفِيقِ -

৪০৯৬ মুআত্তাহ ইবন আসাদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর ইত্তিকালের পূর্বে যখন তাঁর পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুকিয়ে দিয়ে নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন, রহম করুন এবং (উর্ধ্বজগতের) মহান বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

৪০৯৭ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ هِلَالُ الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ (ص) فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزَ قَبْرُهُ ، خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا -

৪০৯৭ সালাত ইবন মুহাম্মদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগ থেকে নবী (সা) আর সুস্থ হয়ে উঠেননি সে রোগাবস্থায় তিনি বলেন, ইহুদীদের প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। আয়েশা (রা) মন্তব্য করেন, একপ প্রথা যদি না থাকত তবে তাঁর কবরকেও খোলা রাখা হত। কারণ তাঁর কবরকেও মসজিদ (সিজদার স্থান) বানানোর আশংকা ছিল।

৪০৯৮ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ

(ص) وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمْرَضَ فِي بَيْتِي ، فَاذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخَطَّ رِجْلَاهُ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ السَّمْطَلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَاخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِيْ مِنَ الرَّجُلِ الْاٰخَرَ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) تُحَدِّثُ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) لَمَّا دَخَلَ بَيْتِيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوْا عَلَيَّ مِنْ سَنَعِ قَرِيْبٍ لَمْ تُحَلِّلْ اَوْ كَيْتَهْنِ لَعَلِّيْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ فَاَجْلِسْتَا فِيْ مَخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ (ص) ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقَرِيْبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ اِيْنَا بِيَدِهِ اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ * وَاخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بِنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنُ عْتَبَةَ اَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بِنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَا لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةَ لَهٗ عَلَيَّ وَجْهِيْ ، فَاِذَا اَعْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِيْ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ يَقُوْلُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قَبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَدِّثُ مَا صَنَعُوْا * اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فِيْ ذٰلِكَ وَمَا حَمَلْتَنِيْ عَلَيَّ كَثْرَةَ مُرَاجَعَتِيْ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْ قَلْبِيْ اَنْ يُحِبَّ السَّنَسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ اَبَدًا وَاَلَّا كُنْتُ اَرَى اَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ اَحَدٌ مَّقَامَهُ الْاَنْشَانِمِ النَّاسُ بِهِ ، فَاَرَايْتُ اَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنْ اَبِيْ يَكْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ مُوْسَى وَاَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

80৯৮ সাঈদ ইবন উফায়র (র) নবী সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ প্রবল হল ও ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি আমার ঘরে সেবা-ওক্ষমা করার ব্যাপারে তাঁর বিবিগণের নিকট অনুমতি চাইলেন। তখন তারা তাঁকে অনুমতি দিলেন। তারপর নবী (সা) ঘর থেকে বের হয়ে ইবন আব্বাস (রা) ও অপর একজন সাহাবীর সাহায্যে জমীনের উপর পা হিঁচড়ে চলতে লাগলেন। উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে আয়েশা কথিত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি যার নাম আয়েশা (রা) উল্লেখ করেননি তার নাম জান? আমি বললাম, না। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি হলেন আলী (রা)। নবী (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বর্ণনা করতেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর ব্যথা বেড়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা এমন সাত মশক যার মুখ এখনও খোলা হয়নি, তা থেকে আমার শরীরে পানি ঢেলে দাও। যেন আমি (সুস্থ হয়ে) লোকদের উপদেশ দিতে পারি। এরপর আমরা তাঁকে নবী (সা)-এর সহধর্মিণী হাফসা (রা)-এর একটি বড় গামলায় বসালাম। তারপর আমরা উক্ত মশক হাতে তাঁর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত পানি ঢালা অব্যাহত রাখলাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর হাত দ্বারা আমাদের ইশারা করে জানালেন যে, তোমরা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করেছ। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর নবী (সা) লোকদের কাছে গিয়ে তাদের

সাথে জামাতে নামায় আদায় করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবা (র) আমাকে জানালেন যে, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) উভয়ে বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) রোগ-যাতনায় অস্থির হতেন তখন তিনি তাঁর কালো চাদর দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন। আবার যখন জ্বরের উষ্ণতা হ্রাস পেত তখন মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতেন। রাবী বলেন, এরূপ অবস্থায়ও তিনি বলতেন, ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। তাদের কৃতকর্ম থেকে সতর্ক করা হয়েছে। উবায়দুল্লাহ (র) বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি আবু বকর (রা)-এর ইমামতি ব্যাপারে নবী (সা)-কে বারবার আপত্তি করেছি। আর আমার তাঁর কাছে বারবার আপত্তি করার কারণ ছিল এই, আমার অন্তরে একথা আসেনি যে, নবী (সা)-এর পরে তাঁর স্থলে কেউ দাঁড়ালে লোকেরা তাকে পছন্দ করবে। বরং আমি মনে করতাম যে কেউ তাঁর স্থলে দাঁড়ালে লোকেরা তাঁর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে, তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, নবী (সা) এ দায়িত্ব আবু বকর (রা)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রদান করুন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, এ হাদীস ইবন উমর, আবু মূসা ও ইবন আব্বাস (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪০৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ هَارِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ (ص) وَأَنَّهُ لَبِئْسَ حَاقِبَتِي وَذَاقَتِي فَلَا أَكْرَهَ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ (ص) -

৪০৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) এমন অবস্থায় ইস্তিকাল করেন যে, আমার বুক ও খুতনির মধ্যস্থলে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। আর নবী (সা)-এর মৃত্যু-যন্ত্রণার পর আমি আর কারো জন্য মৃত্যু-যন্ত্রণাকে কঠোর বলে মনে করি না।

৪১ حَدَّثَنِي اسْحَقُ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَبِعَ عَلَيْهِمْ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِي وَجَعِ الذِّبْرِ تُوْفِي فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِتًا فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عِنْدِ الْعَصَا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَوْفَ يَتُوْفَى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا ، إِنِّي لَأَعْرِفُ وَجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ ، إِذْهَبْ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَلِنَسْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ ، فَأَوْصِي بِنَا ، فَقَالَ عَلِيُّ إِنَّا وَاللَّهِ لَنْ نَسْأَلَهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَمَنْعَهَا لَأَيُّهَا النَّاسُ بَعْدَهُ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) -

৪১০০ ইসহাক (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছ হতে বের হয়ে আসেন যখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবুল হাসান, রাসূলুল্লাহ (সা) আজ কেমন আছেন? তিনি বললেন, আল-হামদুলিল্লাহ, তিনি কিছুটা সুস্থ। তখন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁর হাত ধরে তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, তুমি তিন দিন পরে অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবে। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই রোগে অচিরেই ইত্তিকাল করবেন। কারণ আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশের অনেকের মৃত্যুকালীন চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করেছি। চল যাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (খিলাফতের) দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করে যাচ্ছেন। যদি আমাদের মধ্যে থাকে তো তা আমরা জানব। আর যদি আমাদের ছাড়া অন্যদের উপর ন্যস্ত করে যান, তাহলে তাও আমরা জানতে পারব এবং তিনি এ ব্যাপারে আমাদের তখন অসীমত করে যাবেন। তখন আলী (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, যদি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমরা জিজ্ঞাসা করি আর তিনি আমাদের নিষেধ করে দেন, তবে তারপরে লোকেরা আর আমাদের তা প্রদান করবে না। আল্লাহর কসম, এজন্য আমি কখনই এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করব না।

৪১.০১ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْأَثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي لَهُمْ لَمْ يَفْجَاهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسٌ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولِ اللَّهِ (ص) فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ص) أَنْ أَمُوا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَارْخَى السِّتْرَ۔

৪১০১ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, সোমবারে সাহাবীগণ ফজরের নামাযে রত ছিলেন। আর আবু বকর (রা) তাদের নামাযের জামাতের ইমামতী করছিলেন। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) আয়েশা (রা)-এর কক্ষের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। সাহাবীগণ কাতারবন্দী অবস্থায় নামায আদায় করছিলেন। তখন নবী (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আবু বকর (রা) পেছনে মুক্তাদির সারিতে নামায আদায়ের নিমিত্ত পিছিয়ে আসতে মনস্থ করলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে নামায আদায়ের জন্য বেরিয়ে আসার ইচ্ছা করছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের আনন্দে সাহাবীগণের নামায ভঙ্গের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ হাতে ইশারায় তাদের নামায পূরা করতে বললেন। তারপর তিনি কক্ষে প্রবেশ করলেন ও পর্দা টেনে দিলেন।

৪১.০২ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ أَنَّ

أَبَا عَمْرٍو ذِكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تُوَفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي ، وَأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ ، وَأَنَا مُسْتِنِدَةٌ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ أَخْذُهُ لَكَ ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاولَتْهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقَلَّتْ أَلَيْتَهُ لَكَ ، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيْتَهُ فَأَمَطَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ أَوْ عِبَّةٌ يَشْكُ عَمْرُ فِيهَا مَاءً فَجَعَلَ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي السَّمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ ، ثُمَّ نَضَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ .

8২০১ মুহাম্মদ ইবন উবায়দা (র) আরোশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত যে, নবী (সা) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সিনার মধ্যস্থলে থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইত্তিকাল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইত্তিকালের সময় আমার থুথু তাঁর থুথুর সাথে মিশ্রিত করে দেন। এ সময় আবদুর রহমান (রা) আমার নিকট প্রবেশ করে এবং তার হাতে মিসওয়াক ছিল। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে (আমার বুকে) হেলান লাগান অবস্থায় রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, তিনি আবদুর রহমানের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি অনুভব করতে পারলাম যে, নবী (সা) মিসওয়াক চাচ্ছেন। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আপনার জন্য মিসওয়াক আনব? তিনি তখন মাথার ইশারায় জানালেন যে, হ্যাঁ, আন। তখন আমি মিসওয়াক আনলাম। কিন্তু মিসওয়াক শুষ্ক ছিল, তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দিব? তখন তিনি মাথার ইশারায় হ্যাঁ বললেন। তখন আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি মিসওয়াক করলেন। তাঁর সম্মুখে পাত্র অথবা পেয়লা ছিল (রাবী উমরের সন্দেহ) তাতে পানি ছিল। নবী (সা) বারবার স্বীয় হস্তদ্বয় উক্ত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তার দ্বারা তাঁর চেহারা মসেহ (ঠাঙ্গ) করালেন। এবং বলছিলেন لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ لِلْمَوْتِ سَكْرَاتٍ — আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, সত্যিই মৃত্যুযন্ত্রণা কঠিন। তারপর উভয় হাত উপর দিকে উত্তোলন করে বলছিলেন, আমি উর্ধ্বলোকের মহান বন্ধুর সাথে মিলিত হতে চাই। এ অবস্থায় তাঁর ইত্তিকাল হল আর হাত শিথিল হতে গেল।

৪৭-৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَقُولُ آيْنُ أَنَا غَدًا ، آيْنُ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَإِنَّ لَهُ أَوْلَادًا يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَتْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي فَقَبِضَهُ اللَّهُ وَإِنْ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطَ

رَيْفِي ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنْ بِهٖ ، فَنظَرَ إِلَيْهٖ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَقُلْتُ لَهُ أَعْطَيْتَنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَيْتُهُ ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتَهُ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَاسْتَنْ بِهٖ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَيَّ صَدْرِي -

81০৩ ইসমাইল আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, যে রোগে নবী (সা) ইত্তিকাল করেন সে অবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, আমি আগামীকাল কার ঘরে থাকব। আগামী কাল কার ঘরে থাকব? এর দ্বারা তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরে থাকার পালার প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। অন্য সহধর্মিণীগণ নবী (সা)-কে যার ঘরে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তখন নবী (সা) আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করতে থাকেন। এমনকি তাঁর ঘরেই তিনি ইত্তিকাল করেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) আমার জন্য নির্ধারিত পালার দিন আমার ঘরে ইত্তিকাল করেন এবং আল্লাহ তাঁর রুহ কবজ করেন এ অবস্থায় যে, তাঁর মাথা আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে ছিল। এবং আমার থুথুর সাথে তাঁর থুথু মিশ্রিত হয়ে যায়। তারপর তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা)-এর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল যা দিয়ে সে তার দাঁত মাজছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার দিকে তাকালেন। আমি তখন তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান এই মিসওয়াকটি আমাকে দাও; তখন সে তা আমাকে দিয়ে দিল। আমি সেটি চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিলাম। তিনি (সা) মিসওয়াকটি দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করলেন, আর তিনি তখন আমার বুকে হেলান লাগান অবস্থায় ছিলেন।

٤١٠٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَوَقَّى النَّبِيُّ (ص) فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي ، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَكَانَتْ أَحَدُنَا يُعَوِّدُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ قَدَّهَبَتْ أَعْوَدَهُ فَرَفَعَهُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ، وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَنظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (ص) فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَضَعْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا إِلَيْهِ فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنْ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَأَوَّلْنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رَيْفِي وَرَيْفِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ -

81০৪ সুলায়মান ইবন হারব (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) আমার ঘরে আমার পালার দিনে এবং আমার হলকুম ও সীনার মধ্যস্থলে থাকা অবস্থায় ইত্তিকাল করেন। নবী (সা) যখন অসুস্থ হতেন তখন আমাদের মধ্যকার কেউ দোয়া পড়ে তাকে ঝাড়ফুক করতেন। আমি নবী (সা)-কে ঝাড়ফুক করার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে বললেন, উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই), উর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর সাথে (মিলিত হতে চাই)। এ সময় আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা) আপসন্ন করলেন। তাঁর হাতে মিসওয়াকের একটি তাজা ডাল ছিল। নবী (সা) তখন সেদিকে তাকালেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর [নবী (সা)] মিসওয়াকের প্রয়োজন। তখন আমি সেটি নিয়ে চিবালাম, ঝেড়ে পরিষ্কার করলাম এবং নবী (সা)-কে

তা দিলাম। তখন তিনি এর দ্বারা এত সুন্দরভাবে দাঁত পরিষ্কার করলেন যে এর আগে কখনও এরূপ করেননি। তারপর তা আমাকে দিলেন। এরপর তাঁর হাত চলে পড়ল অথবা রাবী বলেন তাঁর হাত থেকে চলে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা আমার খুথুকে নবী (সা)-এর খুথুর সাথে মিলিয়ে দিলেন। দুনিয়ার জীবনের শেষ দিনে এবং আখিরাতের প্রথম দিনে।

১১.৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسَّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَهُوَ مَغْشَى بِثَوْبٍ حَبْرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَيَكِي . ثُمَّ قَالَ يَا أَبَتِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ . أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا قَالَ الرَّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُعَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ يَا أَبَتِي عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكَوْا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا بَعْدُ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ مُحَمَّدًا (ص) فَإِنْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الَّتِي قَوْلِهِ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشْرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتَ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقَلِّبُنِي رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَدْ مَاتَ .

৪১০৫ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর (রা) ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে তার সুনহের বাড়ি থেকে আগমন করেন। ঘোড়া থেকে অবतरণ করে তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, কিন্তু কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে সোজা আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্যে। তখন নবী (সা) ইয়ামনী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। তখন তিনি চেহারা হতে কাপড় হটিয়ে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়েন এবং তাঁকে চুমু দেন ও কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আমার মাতাপিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আল্লাহর কসম আল্লাহ তো আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না, যে মৃত্যু ছিল আপনার জন্য নির্ধারিত সে মৃত্যু আপনি গ্রহণ করে নিলেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, আমাকে আবু সালামা (রা) আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা) বের হয়ে আসেন তখন উমর (রা) লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবু বকর (রা) তাঁকে বলেন, হে উমর (রা) বসে পড়। উমর (রা) বসতে অস্বীকার করলেন। তখন সাহাবীগণ উমর (রা)-কে ছেড়ে আবু বকর (রা)-এর প্রতি মননানিবেশ করলেন। তখন আবু বকর (রা) ভাষণ দিলেন— “এরপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করতেন, তিনি তো ইতিকাল করেছেন। আর যারা আপনাদের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ চিরঞ্জীব, চির

অমর। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ — মুহাম্মদ (সা) একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন (৩ : ১৪৪)

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আবু বকর (রা)-এর পাঠ করার পূর্বে লোকেরা যেন জানতো না যে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আয়াত নাযিল করেছেন। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর থেকে উক্ত আয়াত শিখে নিলেন। তখন সকলে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন। আমাকে সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (র) অবহিত করেন যে, উমর (রা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি যখন আবু বকর (রা)-কে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলাম, তখন হতভম্ব হয়ে গেলাম, এবং আমার পা দু'টি যেন আমাকে আর বহন করতে পারছিল না, আমি জমীনের উপর পড়ে গেলাম। যখন আমি শুনতে পেলাম যে, তিনি তিলাওয়াত করছেন যে, নবী (সা) ইত্তিকাল করেছেন।

১১.৬ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ النَّبِيِّ (ص) بَعْدَ مَوْتِهِ -

৪১০৬ আবদুল্লাহ্ ইবন আবু শায়বা (র) আয়েশা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রা) নবী (সা)-এর ইত্তিকালের পর তাঁকে চুমু দেন।

১১.৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَسَدَنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلُونِي فَقَلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْتُمْ أَنْ تَلُونِي قَلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدُّ وَأَنَا أَنْظَرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدَكُمْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) -

৪১০৭ আলী (ইবন মাদিনী) (র) বলেন, আমার কাছে ইয়াহুইয়া (র) এতদ্ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন..... আয়েশা (রা) বলেন, আমরা নবী (সা)-এর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখে ঔষধ ঢেলে দিলাম। তিনি ইশারায় আমাদেরকে তাঁর মুখে ঔষধ ঢালতে নিষেধ করলেন। আমরা বললাম, এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিবাব (তাই নিষেধ মানলাম না)। যখন তিনি সুস্থবোধ করলেন তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের গুণ্ড সেবন করাতে নিষেধ করিনি? আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম এটা ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিরক্তিবাব। তখন তিনি বললেন, আব্বাস ব্যতীত বাড়ির প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢাল তা আমি দেখি। কেননা সে তোমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এ হাদীস ইবন আবু যিনাদ আয়েশা (রা) থেকে নবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন

১১.৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرَ عِنْدَ

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) أَوْصَى إِلَيَّ عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ (ص) وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطُّسْتِ فَأَنْخَذَتْ فَمَاتَ فَمَا شَعُرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَيَّ عَلِيٍّ-

810৮ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) আসওয়াদ (ইবন ইয়াযীদ) (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর কাছে উল্লেখ করা হল যে, নবী (সা) আলী (রা)-কে ওসীয়াত করে গেছেন। তখন তিনি বললেন, একথা কে বলেছে? আমার বুকের সাথে হেলান দেওয়া অবস্থায় আমি নবী (সা)-কে দেখেছি। তিনি একটি চিলিমটি আনতে বললেন, তাতে খুঁধু ফেললেন এবং ইস্তিকাল করলেন। অতএব আমি বুঝতে পারছি না তিনি কিভাবে আলী (রা)-কে ওসীয়াত করলেন।

8109 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْمُورٍ عَنْ مَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَّبِيُّ (ص) فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةَ أَوْ أَمْرًا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ-

810৯ আবু নুআইম (র) তালহা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম নবী (সা) কি ওসীয়াত করে গেছেন? তিনি বললেন, না। তখন আমি বললাম, তাহলে কেমন করে মানুষের জন্য ওসীয়াত লিপিবদ্ধ করা হল অথবা কিভাবে এর নির্দেশ দেয়া হল? তিনি বললেন, নবী (সা) কুরআন সম্পর্কে ওসীয়াত করে গেছেন।

8110 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَقَلْتَهُ النَّيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً-

8110 কুতায়বা (র) আমর ইবন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন দীনার, দিরহাম, গোলাম ও বাদি রেখে যাননি। কেবলমাত্র মাদা উষ্ট্রীটি যার উপর তিনি আরোহণ করতেন এবং তাঁর যুদ্ধাঙ্গ আর একখণ্ড (খায়বর ও ফদাকের) জমীন যা মুসাফিরদের জন্য দান করে গেছেন।

8111 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ (ص) جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَرَبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَيَّ أَبِيكَ كَرَبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبِّي دَعَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، مَنْ حِنَّةُ الْفَرْدُوسِ مَا وَاهُ ، يَا أَبَتَاهُ ، أَلَسِي جَبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْكُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْقَرَابَ-

8111 সুলায়মান ইবন হারব (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী (সা)-এর

রোগ প্রকটরূপে ধারণ করে তখন তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ফাতিমা (রা) বললেন, উহ! আমার পিতার উপর কত কষ্ট! তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন, আজকের পরে তোমার পিতার উপর আর কোন কষ্ট নেই; যখন তিনি ইত্তিকাল করলেন তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হায়! আমার পিতা! রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হায় আমার পিতা! জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর বাসস্থান। হায় পিতা! জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর ইত্তিকালের খবর পরিবেশন করছি। যখন নবী (সা)-কে সমাহিত করা হল, তখন ফাতিমা (রা) বললেন, হে আনাস! রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাটি চাপা দিতে কি করে তোমাদের প্রাণ সায়্য দিল।

২২৪৪. بَابُ أُخْرِمًا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ (ص)

২২৪৮. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) সবশেষে যে কথা বলেছেন

১১১২ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ يُونُسُ قَالَ الرَّضْفَرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ فِي رَجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ص) يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يَقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخِيرُ فَمَا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخْذِي غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصْرَهُ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى . فَقُلْتُ إِذَا لَا يَخْتَارُنَا . وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ . قَالَتْ فَكَانَتْ أُخْرِمًا تَكَلَّمَ بِهَا : اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى .

৪১১২ [বিশ্ব ইবন মুহাম্মদ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) সুস্থ থাকাকালীন বলতেন, কোন নবীর ওফাত হয়নি যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়। তারপর তাঁকে ইখতিয়ার প্রদান করা হয় (দুনিয়া বা আখিরাত গ্রহণের), যখন নবী (সা)-এর রোগ বৃদ্ধি পেল তখন তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল এ সময় তিনি মূর্ছা যান। তারপর আবার হুশ ফিরে এলে, ছাদের দিকে তিনি দৃষ্টি উত্তোলন করেন। তারপর বলেন, হে আল্লাহ আমাকে উর্ধ্ব জগতের মহান বন্ধুর (সান্নিধ্য দান করুন)। তখন আমি বললাম, তাহলে তো তিনি আর আমাদের মাঝে থাকতে চাচ্ছেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, এটা ঐ কথা যা তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর শেষ কথা যা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তা হল اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى — হে আল্লাহ! উর্ধ্বলোকের বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

২২৪৭. بَابُ وَقَاةِ النَّبِيِّ (ص)

২২৪৯. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর ওফাত

১১১৩ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا .

৪১১৩ আবু নুআইম (র) আয়েশা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) নুযুলে কুরআনের দশ বছর মক্কায় বসবাস করেছেন এবং মদীনাতেও দশ বছর কাটান।

৪১১৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) تُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ.

৪১১৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তেঁাষাি বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত হয়। ইবন শিহাব যুহরী (র) বলেন, আমাকে সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব এরূপই অবহিত করেন।

২২৫০. بَابُ

২২৫০. অনুচ্ছেদ :

৪১১৫ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوْفِيَ النَّبِيُّ (ص) وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ عَامًا .

৪১১৫ কাবীসা (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা) ইত্তিকাল করেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর বর্ম (যুদ্ধাস্ত্র) ইহুদীর কাছে ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে বন্ধক রাখা ছিল।

২২৫১. بَابُ بَعَثَ النَّبِيُّ (ص) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي

تُوْفِيَ فِيهِ

২২৫১. অনুচ্ছেদ : নবী (সা)-এর মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ

৪১১৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ سَلِيمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنِ أَبِيهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ (ص) أُسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِي أُسَامَةَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ .

৪১১৬ আবু আসিম যাহুহাক ইবন মাখলাদ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে (একটি যুদ্ধের আমীর) নিযুক্ত করেন। এতে সাহাবীগণ (নিজেদের মধ্যে)

১. নুযুলে কুরআনের সময় মক্কায় মোট ১৩ বছর। তবে প্রথম নাযিলের পর তিন বছরকাল ওহী বন্ধ থাকে এ জন্য এখানে ১০ বছর বলা হয়েছে।

২২৫৩ . بَابُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص)

২২৫৩. অনুচ্ছেদ : নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন

৪১১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ (ص) قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ .

৪১১৯ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যায়দ ইবন আরকাম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বলেন, সাতেরটি। আমি বললাম, নবী (সা) কতটি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন, উনিশটি।

৪১২০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ص) خَمْسَ عَشْرَةَ .

৪১২০ আবদুল্লাহ ইবন রাজা (র) বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা)-এর সঙ্গে পনেরটি যুদ্ধ করেছি।

৪১২১ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ هِلَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً .

৪১২১ আহমদ ইবন হাসান বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ষোলটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

banglainternet.com